<u>**বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ২৪, ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত হালনাগাদকৃত**</u>

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
আদেশ

তারিখ: ০৮ ভাদ্র, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ/ ২৩ আগস্ট, ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ৩০৮-আইন/২০২৬।- Imports and Exports (Control) Act, 1950 (Act No. XXXIX of 1950) এর section 3(1) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ আদেশ জারি করিল, যথা:-

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও মেয়াদ।- (১) এই আদেশ আমদানি নীতি আদেশ, ২০২৬-২০২৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ভিন্নরূপ উল্লিখিত না থাকিলে ইহা বাংলাদেশে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে এবং ২০২৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে, তবে উক্ত তারিখ অতিক্রান্ত হইবার পর নূতন আমদানি নীতি আদেশ জারি না হওয়া পর্যন্ত ইহার কার্যকারিতা অব্যাহত থাকিবে।

(৪) সরকার প্রয়োজনে কিংবা সংশ্লিষ্ট পোষক কর্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শ করিয়া গণবিজ্ঞপ্তি জারির মাধ্যমে এই আদেশের কোনো বিধান সংশোধন বা অতিরিক্ত কোনো বিধান প্রবর্তন করিতে পারিবে।

২। সংজ্ঞা। - বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই আদেশে,-

(১) "অন্ট্রাপো **(Entre-port)** বাণিজ্য" অর্থ অনুচ্ছেদ ১৩ এর বিধান সাপেক্ষে, এইরূপ বাণিজ্য যেইক্ষেত্রে আমদানিকৃত কোনো পণ্যের গুণগত মান, পরিমাণ, আকৃতিসহ কোনো প্রকার পরিবর্তন ব্যতিরেকে পণ্য তৃতীয় কোনো দেশে রপ্তানি করা হয়;

(২) "অস্থায়ী আমদানি" অর্থ কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধায় বা শর্ত সাপেক্ষে কোনো পণ্য বা যন্ত্রপাতি বাংলাদেশে সাময়িকভাবে প্রবেশ;

(৩) "আইন" অর্থ Imports and Exports (Control) Act, 1950 (Act. No. XXXIX of 1950);

(৪) "আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সার্ভেয়ার প্রতিষ্ঠান" অর্থ দেশে বা বিদেশে পরিদর্শন কার্যে অন্যূন ১০ (দশ) বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, পরিদর্শন কার্যে আন্তর্জাতিক মান ISO স্বীকৃত International Federation of Inspection Agencies (IFIA) এর Government Services Committee এর সদস্য;

(৫) "আমদানি" অর্থ-

(ক) পণ্যের ক্ষেত্রে, সমুদ্র বা স্থল বা আকাশ পথে বা ইলেকট্রনিক বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে বাংলাদেশের সীমানায় পণ্য প্রবেশ;

(খ) সেবার ক্ষেত্রে-

(অ) অন্য কোনো দেশের ভূখন্ড হইতে বাংলাদেশের ভূখন্ডে সেবা সরবরাহ;

(আ) বাংলাদেশের সেবা গ্রহীতার নিকট অন্য কোনো দেশের ভূখন্ড হইতে সেবা সরবরাহ;

(ই) অন্য কোনো দেশের সেবা সরবরাহকারী কর্তৃক বাংলাদেশে বাণিজ্যিক উপস্থিতির (Commercial Presence) মাধ্যমে সেবা সরবরাহ; এবং

(ঈ) অন্য কোনো সেবা সরবরাহকারী কর্তৃক অন্য দেশে ব্যক্তিগত উপস্থিতির (Presence of Natural Person) মাধ্যমে সেবা সরবরাহ;

(৬) **"আমদানিকারক"** অর্থ আমদানিকারক, রপ্তানিকারক এবং ইন্ডেন্টর (নিবন্ধন) আদেশ, ২০২৩ এর ২ (গ) তে সংজ্ঞায়িত আমদানিকারক;

(৭) **"আমদানি মূল্য"** অর্থ বাংলাদেশের বন্দরে অন্ট্রাপো বাণিজ্য, রপ্তানি ও দেশের অভ্যন্তরে ভোগের জন্য আমদানিকৃত পণ্যের যে কোনো ইনকোটার্মস এর ভিত্তিতে ঘোষিত ও নিরূপিত মূল্য;

(৮) **"ইন্ডেন্টর"** অর্থ আমদানিকারক, রপ্তানিকারক এবং ইন্ডেন্টর (নিবন্ধন) আদেশ, ২০২৩ এর ২ (ঘ) তে সংজ্ঞায়িত ইন্ডেন্টর;

(৯) **"ইনকোটার্মস"** অর্থ International Chamber of Commerce কর্তৃক, সময় সময়, প্রকাশিত বাণিজ্যিক কোড যথা: এফওবি, সিএফআর, সিআইএফ ও অন্যান্য ইনকোটার্মস;

(১০) **"উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত দ্রব্যাদি"** অর্থ উদ্ভিদ সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১১ (২০১১ সালের ৫ নং আইন) এর ধারা ২ (৮) এ সংজ্ঞায়িত উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত দ্রব্যাদিকে বুঝাইবে;

(১১) **"এইচএস কোড"** অর্থ কাস্টমস আইনের প্রথম তফসিল অনুযায়ী পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কিত ৮ (আট) সংখ্যা বিশিষ্ট এইচএস কোড;

(১২) **"শিল্প আইআরসি"** অর্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল, মোড়কসামগ্রী ও যন্ত্রাংশ আমদানির নিমিত্ত পোষক কর্তৃপক্ষের সুপারিশের ভিত্তিতে প্রধান নিয়ন্ত্রক কর্তৃক ঘোষিত বা জারিকৃত শিল্প আইআরসি;

(১৩) **"এলসি"** বা **"ঋণপত্র"** অর্থ এই আদেশের অধীন আমদানির উদ্দেশ্যে তফশিলি ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত Letter of Credit;

(১৪) **"ক্রয় বা বিক্রয় চুক্তিপত্র"** অর্থ আমদানিকারক অথবা তাহাদের আইনানুগ প্রতিনিধি এবং রপ্তানিকারক বা বিক্রেতা বা সরবরাহকারী অথবা তাহাদের আইনানুগ প্রতিনিধির মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি (সেলস কন্ট্রাক্ট প্রোফরমা ইনভয়েস, ইনডেন্ট, অফার ইত্যাদি যে নামেই অভিহিত করা হউক) যেইখানে চুক্তি সম্পাদনের তারিখ, চুক্তির মেয়াদ সুনির্দিষ্ট থাকিবে এবং চুক্তিতে আমদানিকারক বা তাহার আইনানুগ প্রতিনিধির স্বাক্ষর, ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে;

(১৫) **"ক্লিয়ারিং এন্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট (সিএন্ডএফ এজেন্ট)"** এবং "ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার **(**এফএফ**)**" অর্থ এইরূপ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যাহারা সিএন্ডএফ এজেন্ট বা এফএফ হিসাবে কাজ করিবার জন্য কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত;

(১৬) **"নমুনা"** বা **"স্যাম্পল"** অর্থ বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের অভিপ্রেত নয় এমন সংখ্যক আমদানি ও রপ্তানি পণ্যকে বুঝাইবে;

(১৭) **"নিয়ন্ত্রিত পণ্যের তালিকা"** অর্থ পরিশিষ্ট-১ এ বর্ণিত আমদানি নিয়ন্ত্রিত পণ্যের তালিকা;

(১৮) **"নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ"** অর্থ প্রধান নিয়ন্ত্রক (Chief Controller), আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর অথবা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা;

(১৯) **"পণ্য"** অর্থ কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সালের ৫৭ নং আইন) এর প্রথম তফসিলে বর্ণিত পণ্য;

(২০) **"পরিশিষ্ট"** অর্থ এই আদেশের কোনো পরিশিষ্ট;

(২১) **"পারমিট"** অর্থ নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত অনুমতিপত্র, আমদানি পারমিট, ক্লিয়ারেন্স পারমিট (ছাড়পত্র), ফেরতের ভিত্তিতে আমদানি পারমিট, রপ্তানি পারমিট বা, ক্ষেত্রমত, রপ্তানি কাম আমদানি পারমিট;

(২২) **"পোষক কর্তৃপক্ষ"** অর্থ কোনো শ্রেণি বা খাতের শিল্পের নিয়ন্ত্রণ করে এমন কোনো প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ যাহা Rules of Business, 1996 এর Schedule 1 (Allocation of Business) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট খাত যে মন্ত্রণালয় বা বিভাগের কর্মপরিধিভুক্ত, সেই মন্ত্রণালয় বা বিভাগের প্রশাসনাধীন অধিদপ্তর, সংস্থা, পরিদপ্তর বা দপ্তর;

(২৩) **"পুন:রপ্তানি"** অর্থ আমদানি মূল্যের সহিত মূল্য সংযোজনপূর্বক স্থানীয়ভাবে পুন:প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে গুণগতমান বা আকৃতির যেকোনো একটির অথবা উভয়ের পরিবর্তনপূর্বক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রপ্তানি;

(২৪) **"প্রকৃত ব্যবহারকারী"** অর্থ এইরূপ কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান, সংঘ বা সংস্থা যাহারা নিজের ব্যক্তিগত ব্যবহার বা ভোগের জন্য এই আদেশের শর্ত পূরণ সাপেক্ষে, আমদানি করিতে পারিবেন, তবে বিক্রয় বা হস্তান্তর করিতে পারিবেন না;

(২৫) **"প্রচ্ছন্ন রপ্তানি"** অর্থ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এ বর্ণিত সংজ্ঞা অনুযায়ী প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকে বুঝাইবে;

(২৬) **"প্রধান নিয়ন্ত্রক"** অর্থ আইনের Section 2(a) এ সংজ্ঞায়িত Chief Controller কে বুঝাইবে;

(২৭) **"প্রবাসী বাংলাদেশি"** অর্থ বিদেশে কর্মরত বা বসবাসরত বাংলাদেশি নাগরিক এবং তাদের পোষ্যগণ;

(২৮) **"পশু"** ও **"পশুজাত পণ্য"** বলিতে বাংলাদেশ পশু ও পশুজাত পণ্য সঙ্গানিরোধ আইন, ২০০৫ (২০০৫ সালের ৬ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (ঘ) ও (ঙ) তে সংঙ্গায়িত পশু ও পশুজাত পণ্য কে বুঝাইবে;

(২৯) **"বাণিজ্যিক আমদানিকারক"** অর্থ আমদানিকারক, রপ্তানিকারক এবং ইন্ডেন্টর (নিবন্ধন) আদেশ, ২০২৩ এর অধীন নিবন্ধিত একজন আমদানিকারক, যিনি পুন:প্রক্রিয়াকরণ ব্যতিরেকেই বিক্রয়ের জন্য পণ্য আমদানি করেন;

(৩০) **"মুদ্রা"** বা **"Currency"** অর্থ Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (Act No. VII of 1947) এ সংজ্ঞায়িত মুদ্রা বা currency;

(৩১) **"মৎস্য"** ও **"মৎস্যপণ্য"** অর্থ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০২০ (২০২০ সালের ২০ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (৩১) ও (৩৩) এ সংঙ্গায়িত মৎস্য ও মৎস্যপণ্য কে বুঝাইবে;

(৩২) **"রপ্তানিকারক"** অর্থ আমদানিকারক, রপ্তানিকারক এবং ইন্ডেন্টর (নিবন্ধন) আদেশ, ২০২৩ এর ২ (ট) তে সংজ্ঞায়িত রপ্তানিকারক;

(৩৩) **"শিল্প ভোক্তা (Industrial Consumer)"** অর্থ আমদানিকারক, রপ্তানিকারক এবং ইন্ডেন্টর (নিবন্ধন) আদেশ, ২০২৩ এর অধীন শিল্পখাতের আমদানিকারক হিসাবে নিবন্ধিত কোনো শতভাগ বাংলাদেশি শিল্প প্রতিষ্ঠান অথবা সংশ্লিষ্ট পোষক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত দেশী বা বিদেশি বিনিয়োগকারী; এবং

(৩৪) **"সরকারি খাতের আমদানিকারক"** অর্থ সরকারি প্রতিষ্ঠান বা ইনস্টিটিউট, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, কর্পোরেশন এবং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়
আমদানি সংক্রান্ত সাধারণ বিধানাবলি

৩। পণ্য আমদানি নিয়ন্ত্রণ।- (১) এই আদেশের অধীন পণ্য আমদানি নিম্নবর্ণিত উপায়ে নিয়ন্ত্রিত হইবে, যথা:-

(ক) এই আদেশে ভিন্নরূপ উল্লিখিত না থাকিলে, পরিশিষ্ট-১ এর 'ক' অংশে বর্ণিত নিয়ন্ত্রিত পণ্যের তালিকায় বর্ণিত পণ্য অথবা বর্তমানে বলবৎ অন্য কোনো আইনে উল্লিখিত আমদানি নিয়ন্ত্রিত পণ্য, প্রযোজ্য শর্ত পরিপালন ব্যতীত, আমদানি করা যাইবে না;

(খ) এই আদেশে ভিন্নরূপ কিছু উল্লিখিত না থাকিলে পরিশিষ্ট-১ এর 'খ' অংশের আমদানি নিষিদ্ধ পণ্যের তালিকায় বর্ণিত পণ্য অথবা বর্তমানে বলবৎ অন্য কোনো আইনে উল্লিখিত আমদানি নিষিদ্ধ পণ্য আমদানি করা যাইবে না; এবং

(গ) উপ-অনুচ্ছেদ (ক) ও (খ) এ বর্ণিত পণ্য ব্যতীত অন্যান্য পণ্য অবাধে আমদানিযোগ্য হইবে।

(২) যে সকল পণ্য শর্তসাপেক্ষে আমদানিযোগ্য সেই সকল পণ্য ঋণপত্র খোলার পূর্বে অনুমতি গ্রহণ ও শর্তাবলি প্রতিপালন সাপেক্ষে আমদানিযোগ্য হইবে।

(৩) এই আদেশে বর্ণিত কোনো পণ্যের আমদানিযোগ্যতা নিরূপণের ক্ষেত্রে বর্ণনা এবং উহার সংশ্লিষ্ট এইচএস কোডের মধ্যে বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইলে সংশ্লিষ্ট পণ্যের বর্ণনা প্রাধান্য পাইবে।

(৪) অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সংশ্লিষ্ট পোষক কর্তৃপক্ষের সুপারিশ অনুযায়ী শিল্প খাতের জন্য পণ্য ও কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে অন্য কোনো আইন বা বিধি দ্বারা কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, জনস্বার্থে কোনো আইনের আওতায় পণ্য ও কাঁচামাল আমদানি নিষিদ্ধ করিবার প্রয়োজন হইলে সংশ্লিষ্ট পোষক কর্তৃপক্ষের সুপারিশের ভিত্তিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রজ্ঞাপন জারি করিয়া এইরূপ আমদানি নিষিদ্ধ করা যাইবে।

(৫) সরকার, দেশের খাদ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তা এবং রপ্তানি বহুমুখীকরণ ও সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে জনস্বার্থে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ জারি করিয়া গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, যেকোনো নিয়ন্ত্রিত পণ্যের আমদানি নিয়ন্ত্রণের শর্ত শিথিল করিতে পারিবে।

(৬) দেশের রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারন ও বিদ্যমান রপ্তানি ধরে রাখা (retain), বিনিয়োগকে উৎসাহিত এবং বাণিজ্য সহজীকরণের লক্ষ্যে Free Trade Agreement (FTA), Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Economic Partnership Agreement (EPA), Unilateral Agreement, Bilateral Agreement এর আওতায় সরকার এই আদেশের যেকোনো শর্ত, নিয়ন্ত্রণ শর্তসাপেক্ষে বা শর্তমুক্তভাবে শিথিল করিতে পারিবে।

৪। পণ্য আমদানির সাধারণ শর্তাবলি।- (১) এই আদেশ কার্যকর হইবার পূর্বে বা এই আদেশে নিয়ন্ত্রিত তালিকাভুক্ত হইবার পরে বা অন্য কোনো বিধান আরোপের কারণে যদি কোনো পণ্যের আমদানি নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে তাহা হইলে উক্তরূপ নিয়ন্ত্রণ নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে হইবে, যথা:-

(ক) বাংলাদেশে পণ্য আমদানি সাধারণত বৈদেশিক মুদ্রার প্রাপ্যতা, প্রকৃত ভোগের চাহিদা ও উৎপাদন খাতের জন্য প্রকৃত ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে এবং আমদানির শর্তসমূহ ঋণপত্র, নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট, ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি এবং ইনডেন্ট ও প্রোফরমা ইনভয়েসে সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইবে;

(খ) স্থানীয় কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বিশেষ কোনো পণ্যের আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা হইলে সংশ্লিষ্ট পোষক কর্তৃপক্ষ বা বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পণ্য উৎপাদনের বিষয়টি কঠোরভাবে নিয়মিত মনিটর করিবে;

(গ) কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধি অথবা বিনিময় হার হ্রাস পাওয়ার কারণ ব্যতীত যদি কোনো পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায় অথবা আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁচামালের মূল্য যতটুকু বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা অপেক্ষা তুলনামূলকভাবে যদি স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্যের মূল্য অসমানুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট পোষক কর্তৃপক্ষ বা বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে আমদানির উপর আরোপিত নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করা যাইবে;

(ঘ) কোনো পণ্যের আমদানি নিষিদ্ধকরণ অথবা বাধানিষেধ আরোপের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে যদি কাহারও কোনো আপত্তি থাকে তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিষয়টি বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট উপস্থাপন করিবে এবং উক্ত কমিশন বিষয়টি পরীক্ষার পর সুপারিশ আকারে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে বিবেচনার জন্য পেশ করিবে;

(ঙ) কৃষিজ, প্রাণিজ এবং মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের ক্ষেত্রে মান নিয়ন্ত্রণের শর্তে সংশ্লিষ্ট পোষক কর্তৃপক্ষ, মন্ত্রণালয় ও বিভাগের অনুমোদিত মানের পণ্য আমদানিযোগ্য হইবে;

(চ) পরিশিষ্ট-৪ এ উল্লিখিত পণ্যসমূহ বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ও টেস্টিং ইন্সটিটিউট (বিএসটিআই) কর্তৃক নির্ধারিত মান অনুযায়ী আমদানি করা যাইবে;

(ছ) ত্বক ও কেশের পরিচর্যায় ব্যবহৃত পণ্য ও উপকরণ আমদানির মান কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে;

(জ) যে সকল পণ্যের বাণিজ্য আন্তর্জাতিকভাবে Technical Barriers to Trade (TBT) এর মাধ্যমে Codex Alimentarius ও অন্যান্য মান সূচকের মাধ্যমে এবং বাংলাদেশে Bangladesh Standards and Testing Institution (BSTI) মান সূচকের মাধ্যমে বৈধভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় তাহা অনুসরণ করিয়া বাংলাদেশে আমদানি করা যাইবে;

(ঝ) ঔষধের কার্যকর উপকরণ (Active Ingredient), সহযোগী উপকরণ (Excipient) ও আনুষাঙ্গিক উপকরণ, মোড়কসামগ্রী, ইত্যাদি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ, মূল্য, শর্ত ও সীমা সাপেক্ষে আমদানি করা যাইবে;

(ঞ) অন্যান্য স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সামগ্রী, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ, শল্য চিকিৎসার যন্ত্রপাতি (apparatus) ও উপকরণাদি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের অনুমোদনের ভিত্তিতে আমদানিযোগ্য হইবে; এবং

(ট) নিষিদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত আমদানিযোগ্য পণ্য সংশ্লিষ্ট শর্ত পালন করিয়া বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতির ভিত্তিতে আমদানিযোগ্য হইবে এবং শর্তাধীন আমদানিযোগ্য পণ্য সংশ্লিষ্ট শর্ত পালন করিয়া আমদানিযোগ্য হইবে।

(২) এইচএস কোড ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা- পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন) এর প্রথম তফসিলে উল্লিখিত পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কিত হারমোনাইজড সিস্টেমস কমোডিটি কোড (এইচ এস কোড) সম্পর্কিত ৮ (আট) সংখ্যাবিশিষ্ট কোড ব্যবহার করিতে হইবে যাহাতে ঋণপত্র, বিল অব লেডিং, প্রোফরমা ইনভয়েস, কমার্সিয়াল ইনভয়েস উল্লেখ থাকিতে হইবে।

(৩) আমদানিতে আবশ্যকীয় প্রমাণপত্র- সরকারি এবং বেসরকারি উভয় খাতের আমদানিকারকগণ ঋণপত্র বা ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি কিংবা প্রাধিকারভুক্ত অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমে আমদানির জন্য নিম্নবর্ণিতে আবশ্যকীয় প্রমাণপত্র তাহাদের মনোনীত ব্যাংকে দাখিল করিবেন, যথা:-

(ক) আমদানিকারক কর্তৃক যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত ঋণপত্র দরখাস্ত ফরম বা অনলাইনে পূরণকৃত ঋণপত্র দরখাস্ত ফরম;

(খ) ইন্ডেন্টর কর্তৃক মালামালের জন্য প্রদত্ত ইনডেন্ট অথবা বিদেশি সরবরাহকারী বা প্রস্তুতকারী প্রদত্ত প্রোফরমা ইনভয়েস অথবা আমদানিকারক ও বিদেশি সরবরাহকারী বা প্রস্তুতকারীর মধ্যে স্বাক্ষরিত ক্রয় বা বিক্রয় চুক্তি যাহা প্রযোজ্য;

(গ) ইনভয়েস, প্যাকিং লিস্ট, বিল অব লেডিং, এয়ারওয়ে বিল বা রেইল রিসিপ্ট বা ট্রাক রিসিপ্ট;

(ঘ) ক্ষেত্র বিশেষে পোষক কর্তৃপক্ষের জারিকৃত আমদানি অনাপত্তি;

(ঙ) ইন্স্যুরেন্স কভার নোট;

(চ) ইনভেস্ট বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ, হাইটেক কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অন্য কোনো স্থানের বেসরকারি আমদানিকারক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরের জন্য নবায়নকৃত আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র; এবং

*(ছ) বেসরকারি আমদানিকারক কর্তৃক সাধারণ বীমা কর্পোরেশন বা বাংলাদেশি বীমা কোম্পানি অথবা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বিদেশী বীমা কোম্পানি কর্তৃক ইস্যুকৃত কভার নোট এবং সংশ্লিষ্ট বীমা পলিসি পণ্য খালাসের সময় কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে অনলাইনে দাখিল করিতে হইবে;

(৪) সরকারি খাতের আমদানিকারকগণকে উপ-অনুচ্ছেদ (২) এ বর্ণিত কাগজপত্রাদির অতিরিক্ত হিসাবে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা, ক্ষেত্রমত, কর্তৃপক্ষের মঞ্জুরিপত্রের সত্যায়িত প্রতিলিপি দাখিল করিতে হইবে।

(৫) এই আদেশে যে সকল পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে প্রাক-জাহাজীকরণ শর্ত রহিয়াছে তাহা অবশ্যই প্রতিপালন করিতে হইবে।

(৬) পণ্য আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রাপ্যতা সাপেক্ষে বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১৮ নং আইন) মোতাবেক পণ্য জাহাজীকরণ করা যাইবে তবে, উক্ত আইনের অধীনে আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের মূল্য ও সমুদ্র ভাড়া প্রতিযোগিতামূলক রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

(৭) প্রতিযোগিতামূলক হারে আমদানি-

(ক) সর্বাধিক প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে পণ্য আমদানি করিতে হইবে এবং আমদানিকারক আমদানিকৃত পণ্য বাবদ প্রদত্ত বা প্রদেয় মূল্য সংক্রান্ত দলিল দস্তাবেজ যে কোনো সময়ে আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে বাধ্য থাকিবে; এবং

(খ) সরকারি খাতে আমদানির ক্ষেত্রে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০২৫ এর বিধিবিধান বা ক্রয়নীতি প্রতিপালন সাপেক্ষে আমদানি করিতে হইবে।

(৮) আমদানি দলিলাদিতে ইনকোর্টামের ব্যবহার-

(ক) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ব্যবহৃত যেকোনো ইনকোটার্ম ব্যবহার করিয়া পণ্য আমদানি করা যাইবে; এবং

(খ) এই আদেশের সংশ্লিষ্ট সকল বিধিবিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে কাস্টমস স্টেশন হিসাবে ঘোষিত ডাকঘরের মাধ্যমে বাণিজ্যিক পণ্য ডাকযোগে আমদানি করা যাইবে।

(৯) আমদানির ক্ষেত্রে কান্ট্রি অব অরিজিন **(Country of origin)** এর বাধ্যবাধকতা -

(ক) সকল প্রকার আমদানির ক্ষেত্রে আমদানি দলিলাদির সাথে কান্ট্রি অব অরিজিন (Country of origin) সনদ দাখিল করিতে হইবে এবং পণ্যের মোড়ক, পাত্র বা কনটেইনারের গায়ে কান্ট্রি অব অরিজিন সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত থাকিতে হইবে;

(খ) রপ্তানিকারককে সংশ্লিষ্ট সরকার, অনুমোদিত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা কর্তৃক ইস্যুকৃত উৎস দেশের কান্ট্রি অব অরিজিন সনদপত্র আমদানি দলিলাদির সহিত পণ্য খালাসের সময় কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বাল্কে আমদানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে কান্ট্রি অব অরিজিন সনদ দাখিল করিতে হইবে, কিন্তু অন্যান্য শর্ত প্রযোজ্য হইবে না;

* সেপ্টেম্বর ২৪, ২০২৬ তারিখের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী প্রতিস্থাপিত হয়েছে

(ঘ) মেধাস্বত্ব সংক্রান্ত বাংলাদেশে প্রচলিত আইনে নিবন্ধিত ব্রান্ডের পণ্যসামগ্রী আমদানির ক্ষেত্রে ট্রেডমার্ক আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৯ নং আইন) এবং বাংলাদেশ পেটেন্ট আইন, ২০২৩ (২০২৩ সালের ৫৩ নং আইন) এর বিধান অনুযায়ী আমদানিযোগ্য হইবে; এবং

(ঙ) রজ্জুপথে বা কনভেয়ার বেল্ট (Conveyor Belt) বা পাইপ লাইনের মাধ্যমে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে প্রত্যেক চালান বা লটের পরিবর্তে কান্ট্রি অব অরিজিন সনদপত্র কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট একবার দাখিল করিলে উহা গ্রহণযোগ্য হইবে।

(১০) সার্টিফিকেট অব অরিজিন **(Certificate of Origin)** দাখিল- বাংলাদেশের সহিত অন্য কোনো দেশের বা অঞ্চলের দেশসমূহের মধ্যে স্বাক্ষরিত অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (PTA), মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA), Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Economic Partnership Agreement (EPA) বা আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি (RTA) এর আওতায় হ্রাসকৃত শুল্ক হারে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে অবশ্যই উক্ত দেশের বা অঞ্চলের রপ্তানিকারক দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারীকৃত সার্টিফিকেট অব অরিজিন আমদানির দলিলাদির সহিত বা উক্ত চুক্তিতে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(১১) আমদানিকারকের নাম, ঠিকানা ও ইটিআইএন বা ইউটিআইএন, বিআইএন লিপিবদ্ধকরণ- নিম্নবর্ণিত আমদানি ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে আমদানিকৃত মালামাল সর্ববৃহৎ যে প্যাকেট, মোড়ক, টিনজাত মোড়ক, স্যাক প্যাক, উডেন বক্স বা অন্যান্য প্যাকেটে আমদানি করা হইবে, উহার ন্যূনতম শতকরা ২ (দুই) ভাগের উপর আমদানিকারকের নাম, ঠিকানা, ইটিআইএন, বিআইএন ও কান্ট্রি অব অরিজিন অমোচনীয় কালি দ্বারা লিপিবদ্ধ বা ছাপানো থাকিতে হইবে, যথা:-

(ক) বাল্ক আকারে মোড়কবিহীন অবস্থায় পণ্য আমদানি;

(খ) প্রতি চালানে ৫ (পাঁচ) হাজার মার্কিন ডলার মূল্য পর্যন্ত পণ্য আমদানি;

(গ) সরকারি খাতে পণ্য আমদানি;

(ঘ) বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট অনুমোদিত প্রকল্পের জন্য পণ্য আমদানি;

(ঙ) আমদানি নীতি আদেশে প্রদত্ত বিধান মোতাবেক বিনামূল্যে নমুনা, বিজ্ঞাপন সামগ্রী ও ১ (এক হাজার) বা তদনিম্ন মার্কিন ডলার মূল্যের উপহার সামগ্রীর আমদানি;

(চ) ট্রান্সফার অব রেসিডেন্স ব্যাগেজ (আমদানি) বিধিমালা, ২০০০ এর আওতায় প্রেরিত আমদানি;

(ছ) প্রকৃত ব্যবহারকারী কর্তৃক আমদানি;

(জ) দূতাবাসসমূহ কর্তৃক আমদানি;

(ঝ) বন্ডেড ওয়্যারহাউসের আওতায় শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানি;

(ঞ) ফেরতের ভিত্তিতে পণ্যাদি আমদানি;

(ট) পুন:আমদানির জন্য সাময়িক রপ্তানি;

(ঠ) অন্ট্রাপো পদ্ধতিতে আমদানি;

(ড) বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা দাতব্য প্রতিষ্ঠান বা হাসপাতাল কর্তৃক আমদানি; এবং

(ঢ) প্রবাসী কর্তৃক প্রেরিত পণ্যের ক্ষেত্রে।

(১২) বাংলা অথবা ইংরেজি ভাষায় তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া মোড়কজাত পণ্যসামগ্রী আমদানি।- আমদানিকৃত মোড়কজাত পণ্যসামগ্রীতে বাংলা অথবা ইংরেজি অথবা উভয় ভাষায় পণ্যের নাম বা পরিচিতি, নিট পরিমাণ, উৎপাদন ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ, তৈরির উপকরণ, প্রস্তুতকারক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য লিপিবদ্ধ থাকিতে হইবে।

(১৩) ইসরাইল হইতে অথবা উক্ত দেশে উৎপাদিত কোনো পণ্য আমদানিযোগ্য হইবে না এবং উক্ত দেশের পতাকাবাহী জাহাজেও কোনো পণ্য আমদানি করা যাইবে না।

৫। মূল্য পরিশোধ পদ্ধতি।- নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে মূল্য পরিশোধ করিয়া পণ্য আমদানি করা যাইবে, যথা:-

(ক) ঋণপত্র বা টিটির (Telegraphic Transfer) ক্ষেত্রে সাইট ভিত্তিক বা ঋণপত্র বা টিটিতে উল্লিখিত শর্ত ও সময়সীমায়;

(খ) প্রাধিকারভুক্ত সরবরাহকারী বা ক্রেতা ঋণ;

(গ) ওপেন একাউন্ট পদ্ধতি;

(ঘ) প্রবাসী বাংলাদেশ কর্তৃক সরাসরি বিদেশে মূল্য পরিশোধ ব্যবস্থা;

(ঙ) বৈদেশিক অর্থ সাহায্য (পণ্য সাহায্য, ঋণ, অনুদান);

(চ) পণ্য বিনিময় চুক্তি বা বার্টার এবং বিশেষ বাণিজ্য চুক্তি (এসটিএ); এবং

(ছ) বেসরকারি খাতে কাউন্টার ট্রেড পদ্ধতি।

৬। আমদানি পদ্ধতি।- পণ্য আমদানির পদ্ধতি হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(১) আমদানি লাইসেন্সের অনাবশ্যকীয়তা।- ভিন্নরূপ নির্দেশ না থাকিলে, কোনো পণ্য আমদানির জন্য আমদানির লাইসেন্স প্রয়োজন হইবে না।

(২) ঋণপত্র, ইত্যাদির মাধ্যমে আমদানি।- ভিন্নরূপ নির্দেশ না থাকিলে, অপ্রত্যাহারযোগ্য ঋণপত্র, টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফার (টিটি) বা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত কোনো নেগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট এর মাধ্যমে আমদানি করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, দ্রুত পচনশীল খাদ্যদ্রব্য টেকনাফ কাস্টমস স্টেশনের মাধ্যমে আমদানির ক্ষেত্রে প্রতি চালানে ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার মার্কিন ডলার মূল্যসীমা ও অন্যান্য স্থলপথে আমদানির ক্ষেত্রে ১০ (দশ) হাজার মার্কিন ডলার মূল্যসীমা এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী আমদানির জন্য মূল্যসীমা নির্বিশেষে ঋণপত্র ছাড়া ক্রয় বা বিক্রয় চুক্তির মাধ্যমে আমদানি করা যাইবে:

আরো শর্ত থাকে যে, এই পদ্ধতির আওতায় অনুচ্ছেদ ৫ এ বর্ণিত শর্তাবলি একইভাবে প্রযোজ্য হইবে এবং আমদানিকারককে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকে ঋণপত্র ব্যতিরেকে আমদানির জন্য নিবন্ধিত হইতে হইবে।

(৩) ঋণপত্র না খুলিয়া ক্রয় বা বিক্রয় চুক্তিপত্রের মাধ্যমে আমদানি- ঋণপত্র না খুলিয়া ক্রয় বা বিক্রয় চুক্তিপত্রের মাধ্যমে শিল্পখাতে ও বাণিজ্যিক খাতে আমদানিযোগ্য সকল উপকরণ ও পণ্য ক্রয় ও বিক্রয় চুক্তিতে বর্ণিত মূল্য ও পরিমাণে পণ্য আমদানি করা যাইবে,তবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং ইউনিয়ন অব মায়ানমার এর মধ্যে ১৯৯৪ সালে সম্পাদিত সীমান্ত বাণিজ্য চুক্তির আওতায় সর্বশেষ স্বাক্ষরিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার অধীনে মায়নমার হইতে সরকারি ব্যবস্থাপনায় চাল আমদানির ক্ষেত্রে একক চালানে অনধিক ২০ (বিশ) লক্ষ মার্কিন ডলার পর্যন্ত ঋণপত্র ব্যতীত আমদানি করা যাইবে এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় চাল, ডাল, ভুট্টা, শিম, আদা, রসুন, সয়াবিন তেল, পামওয়েল, পেঁয়াজ ও মাছ আমদানির ক্ষেত্রে একক চালানে অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার মার্কিন ডলার ও অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রে একক চালানে ৩০ (ত্রিশ) হাজার মার্কিন ডলারের পণ্য আমদানি করা যাইবে।

(৪) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে ঋণপত্র খুলিবার প্রয়োজন হইবে না, তবে আমদানিকারককে আমদানি পারমিট গ্রহণ করিতে হইবে, যথা:-

(ক) বিদেশ হইতে প্রত্যাগত যাত্রী কর্তৃক ব্যাগেজ বিধিমালার আওতায় নির্দিষ্ট পরিমাণ বা মূল্যের অতিরিক্ত পণ্য আমদানি যদি উক্ত আমদানিকৃত পণ্য সংশ্লিষ্ট ব্যাগেজ বিধিমালার অধীন আমদানিযোগ্য হয়;

(খ) নমুনা, বিজ্ঞাপন সামগ্রী এবং উপহার সামগ্রী আমদানী সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ ১২ তে বর্ণিত মূল্যসীমার অধিক মূল্যের নমুনা, বিজ্ঞাপন সামগ্রী এবং উপহার সামগ্রী আমদানি;

(গ) ভেষজ এবং অন্যান্য ঔষধ বোনাস পদ্ধতিতে এই শর্তে আমদানি করা যাইবে যে, সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক উক্ত আমদানির সুবিধা ভোক্তাকে ভোগ করিতে দিতে বাধ্য থাকিবে এবং এই উদ্দেশ্যে মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর যথাযথ পদ্ধতি প্রয়োগ করিবে;

(ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংকের বিদ্যমান বিধিবিধান অনুসরণ করে দেশি ও বিদেশি যৌথ উদ্যোগে ও শতভাগ বিদেশি উদ্যোগে স্থাপিত বা স্থাপিতব্য অনুমোদিত শিল্পের বিদেশি অংশীদারের মূলধন হিসাবে ক্যাপিটাল মেশিনারিজ ও যন্ত্রাংশ আমদানি করা যাইবে; এবং

(ঙ) সরকারি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিদেশি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাদেশ হইতে সরাসরি মূল্য পরিশোধ না করিয়া পণ্য বা সেবা আমদানি করা যাইবে।

(৫) মূল্য পরিশোধ- বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে আমদানি দায় পরিশোধ করিতে হইবে।

(৬) সরাসরি বিদেশে মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে আমদানি- শুধু প্রবাসী বাংলাদেশি কর্তৃক সরাসরি বিদেশে মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে যেকোনো আমদানিযোগ্য পণ্য মূল্যসীমা নির্বিশেষে বাংলাদেশে বসবাসরত নাগরিকের নামে প্রেরণ করা যাইবে এবং প্রাপকের নাম ও ঠিকানা আমদানি সংক্রান্ত দলিলে উল্লেখ করিতে হইবে, এইরূপ ক্ষেত্রে-

(ক) আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের কোনো অনুমতি বা আমদানি পারমিট প্রয়োজন হইবে না;

(খ) বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী হিসাবে উক্ত দেশের বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রত্যয়নপত্র দাখিল করিতে হইবে এবং উহাতে প্রেরকের পাসপোর্ট নম্বর, পেশা, বাৎসরিক আয়, বিদেশে অবস্থানের মেয়াদ, ইত্যাদি উল্লেখ থাকিতে হইবে; এবং

(গ) মূল্য পরিশোধের রসিদে দূতাবাসের প্রত্যয়ন থাকিতে হইবে।

(৭) পণ্য জাহাজীকরণ সময়সীমা- ঋণপত্র বা চুক্তিপত্র এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে পণ্য জাহাজীকরণ করিতে হইবে।

(৮) এলসি’র শর্ত বা নিয়ম লঙ্ঘন-

(ক) মনোনীত ব্যাংক কর্তৃক ঋণপত্র খুলিবার পূর্বে বা এলসি’র মেয়াদ শেষ হইবার পর এবং ঋণপত্র ব্যতিরেকে আমদানির ক্ষেত্রে ক্রয় বা বিক্রয় চুক্তিপত্র সম্পাদনের পূর্বে অথবা উক্ত চুক্তিপত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণের পরে মালামাল জাহাজীকরণ করা হইলে তাহা এই আদেশ লঙ্ঘনক্রমে আমদানি হিসাবে গণ্য হইবে; এবং

(খ) শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য পণ্যাদি আমদানির ক্ষেত্রে অন্যান্য শর্তপূরণ সাপেক্ষে ঋণপত্র খুলিবার পূর্বে জাহাজীকরণ করা হইলে তাহা এই আদেশ লঙ্ঘনক্রমে আমদানি হিসাবে গণ্য হইবে না।

(৯) আমদানির লক্ষ্যে ক্রয় বা বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন- নিবন্ধিত স্থানীয় ইনডেন্টর কর্তৃক জারিকৃত ইনডেন্ট বা বিদেশি উৎপাদনকারী বা বিক্রেতা বা সরবরাহকারী কর্তৃক জারিকৃত প্রোফরমা ইনভয়েস বা ক্রয় চুক্তি বা বিক্রয় চুক্তি এর বিপরীতে ঋণপত্র প্রতিষ্ঠা করা যাইবে। পণ্যের মান ও সরবরাহের শর্ত ও সীমা এবং অর্থ পরিশোধের শর্তাবলি উক্ত ইনভয়েস বা প্রোফরমা ইনভয়েসে উল্লেখ থাকিতে হইবে।

(১০) আমদানির ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহের অনুসরণীয় পদ্ধতি- আমদানির ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহকে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে, যথা:-

(ক) বেসরকারি খাতে স্বীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং নিবন্ধিত আমদানিকারকগণ কর্তৃক মালামাল আমদানির উদ্দেশ্যে ঋণপত্র খুলিবার জন্য আনুষঙ্গিক কাগজপত্রাদি তাহাদের নিজ নিজ মনোনীত ব্যাংকে দাখিল করিতে হইবে;

(খ) আইআরসি হইতে সুনির্দিষ্টভাবে অব্যাহতি প্রদান না করা হইলে বেসরকারি সকল আমদানির ক্ষেত্রে মনোনীত ব্যাংক এই মর্মে নিশ্চিত হইবে যে, সংশ্লিষ্ট আমদানিকারকের হালনাগাদ আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র (আইআরসি) রহিয়াছে;

(গ) স্থলপথে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে গন্তব্য স্থলবন্দরের নাম সংশ্লিষ্ট ঋণপত্রে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে;

(ঘ) নূতন শিল্প স্থাপনের উদ্দেশ্যে পোষক কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ক্যাপিটাল মেশিনারিজ এবং প্রাথমিক যন্ত্রাংশ আমদানির জন্য এলসি খুলিবার ও কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত মালামাল খালাসের জন্য শিল্প আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র (শিল্প আইআরসি) দাখিল করিবার বা প্রধান নিয়ন্ত্রকের অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন হইবে না। অবাধ সেক্টরভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ক্যাপিটাল মেশিনারি ও যন্ত্রাংশ আমদানির জন্য পোষকের কোনো আনুষ্ঠানিক অনুমোদনপত্রের প্রয়োজন হইবে না;

(ঙ) ঋণপত্র খুলিবার সময় বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ আমদানি পণ্যের যথাযথ বর্ণনা, পণ্যের সঠিক এইচএস কোড লিপিবদ্ধকরণ এবং উহার বিনিময় মূল্য (transaction value) উল্লেখ করিবে এবং তফসিলি ব্যাংক উক্ত ব্যবস্থা পালন করিতেছে কিনা সেই বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক যথাযথ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করিবে;

(চ) ঋণ, অনুদান, বিনিময় অথবা বিশেষ বাণিজ্য চুক্তির (এসটিএ) অধীন আমদানির ক্ষেত্রে মনোনীত ব্যাংক, আমদানিকারকের এলসির দরখাস্ত ফরম এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় দলিলপত্র এলসি খুলিবার অনুরোধ জানাইয়া নির্ধারিত ব্যাংকের নিকট প্রেরণ করিবে এবং নির্ধারিত ব্যাংক বিধি মোতাবেক এলসি খুলিবে; এবং

(ছ) আমদানি ও রপ্তানিকারক তাহার প্রয়োজন অনুযায়ী তাহার মনোনীত ব্যাংক পরিবর্তন করিতে পারিবে এবং ব্যাংক পরিবর্তনের তথ্য নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(১১) নিবন্ধন ও পারমিট সংক্রান্ত ফিস- আমদানিকারক, রপ্তানিকারক ও ইন্ডেন্টর নিবন্ধন, নবায়ন ও পারমিট সংক্রান্ত ফিস এবং এতৎসম্পর্কিত বিষয়াদি সময় সময়, সরকার কর্তৃক জারিকৃত প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৭। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য উদারীকরণ।- (১) বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) এর Trade Facilitation Agreement এর শর্ত অনুযায়ী আমদানি পণ্য দ্রুত খালাসের ব্যবস্থাপনা গড়িয়া তুলিবার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে, যথা:-

(ক) Compliant প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শিল্প ভোক্তা ক্যাটাগরির আমদানি ও বাল্ক পণ্য খালাসের লক্ষ্যে Authorized Economic Operator চালু করা;

(খ) আগাম আমদানি ম্যানিফেস্ট গ্রহণ, উহার সংশোধন এবং সে ভিত্তিতে শুল্কায়ন, শুল্ককর আদায় ইলেকট্রনিক্স পদ্ধতিতে আদায় করার ব্যবস্থাপনা গড়িয়া তুলিবে; এবং

(গ) সকল প্রকার লাইসেন্স, পারমিট, ইত্যাদি কার্যক্রম অনলাইন প্লাটফরম এর মাধ্যমে জারি ও পণ্য খালাস প্রক্রিয়ায় উহার ব্যবহার সংশ্লিষ্টদের নিশ্চিত করিতে হইবে।

(২) আমদানিকৃত পণ্যের খালাস পদ্ধতি-

(ক) ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খালাসকৃত পণ্য চালানের কায়িক ও অন্যান্য পরীক্ষা ইত্যাদি সম্পাদন করে পণ্য খালাস বা ছাড়পত্র প্রদান করিতে হইবে;

(খ) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে আমদানি পণ্য চালান খালাসের লক্ষ্যে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার আওতায় নমুনা সংগ্রহ, ল্যাবরেটরি পরীক্ষা, সনদ বা লাইসেন্স বা পারমিট বা অনুমতিপত্র বা ছাড়পত্র জারি করিবে এবং পাশাপাশি এই সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় ফিস বা মাশুল বা চার্জ বা শুল্ক-করাদি পরিশোধ, প্রভৃতি ক্ষেত্রে, ইলেকট্রনিক পেমেন্ট পদ্ধতি চালু করিবে;

(গ) কোনো পণ্য ছাড়করণের ক্ষেত্রে রাসায়নিক পরীক্ষা প্রযোজ্য হইলে উক্ত পণ্যের প্রথমবার রাসায়নিক পরীক্ষার ফলাফল বিরূপ হইলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আমদানিকারকের আবেদনের ভিত্তিতে উক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত রেফারেল ল্যাবরেটরীতে আমদানিকারককে দ্বিতীয়বার

রাসায়নিক পরীক্ষা করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে এবং উহার ফলাফল গ্রহণ করিতে পারিবে; এবং

(ঘ) আমদানিকারকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আমদানির অনুমতি জারি এবং আমদানি সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সকলের অবগতির জন্য অনলাইনে প্রকাশ করিবে।

৮। **মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলে ঋণপত্র, ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি কিংবা প্রাধিকারভুক্ত অন্যান্য পদ্ধতি ব্যতীত আমদানি।-** (১) সরকার, সরকারি গেজেটে, প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষণা করিয়া খাদ্য, ভোজ্য তেল ও জ্বালানী বা অন্য কোনো নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য এবং রপ্তানি সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে অথবা বিদেশি বিনিয়োগ উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে ইনভেস্ট বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় বা বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উন্নয়নকৃত ও নির্মিত কোনো অঞ্চল বা অবকাঠামোকে নিজস্ব জনবল দ্বারা বা নিয়োজিত এজেন্ট কর্তৃক মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল এবং কেন্দ্রীয় বন্ডেড ওয়্যারহাউজ স্থাপন ও পরিচালনা করিতে পারিবে এবং মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলে মূল্যসীমা নির্বিশেষে Letter of Credit (LC), সেলস কনট্রাক্ট, টেলিফোনিক ট্রান্সফার (TT) এবং Free of Cost (FOC) ভিত্তিতে বা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত উপায়ে Importer on Record এর মাধ্যমে বা অনুমোদিত আমদানিকারক কর্তৃক পণ্য আমদানি করা যাইবে এবং কাস্টমস কর্তৃপক্ষ স্থানীয় ভোগের জন্য warehoused goods এর উপর অবতরণ মাশুল আদায় করিবে।

(২) রপ্তানিমুখী পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত শিল্প ভোক্তা ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র বা আমদানি ঋণপত্র খুলিয়া উক্ত মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল হইতে পণ্য বা উপকরণ কাস্টমস আইনের বিধানের আলোকে আমদানি করিতে পারিবে।

(৩) স্থানীয় ভোগের জন্য খালাসের লক্ষ্যে শিল্প ভোক্তা বা আমদানিকারক ব্যাংক ঋনপত্র বা ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন করিয়া মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল হইতে উপকরণ ও পণ্য শুল্ককর পরিশোধ করিয়া অবাধে দেশের অভ্যন্তরে আমদানি করিতে পারিবে।

(৪) কাস্টমস কর্তৃপক্ষের অনাপত্তি গ্রহণ করিয়া মুক্ত বাণিজ্য কর্তৃপক্ষ উক্ত অঞ্চল হইতে কোনো পণ্য তৃতীয় কোনো দেশে রপ্তানির অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলে পণ্য আনয়ন ও রপ্তানির পর বৈদেশিক মুদ্রা প্রত্যাবাসন, ইত্যাদি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রণীত আদেশ মোতাবেক ব্যবস্থিত হইবে।

(৬) উক্তরূপ পণ্য আমদানি ও রপ্তানির হিসাব কাস্টমস কর্তৃপক্ষ ও মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে সংরক্ষণ করিবে এবং, সময় সময়, বা বৎসর ভিত্তিক বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোকে সরবরাহ করিবে।

তৃতীয় অধ্যায়
আমদানি সংক্রান্ত বিশেষ বিধানাবলি

৯। যৌথ আমদানি।- (১) আমদানিকারকগণ তাহাদের সুবিধামত এক বা একাধিক দলে যৌথভাবে আমদানি করিতে পারিবেন।

(২) যৌথভাবে আমদানির পদ্ধতি পরিশিষ্ট-২ এ উল্লেখ করা হইয়াছে।

(৩) শিল্প ভোক্তাগণ অন্য শিল্প ভোক্তার সহিত গোষ্ঠীভুক্ত হইতে পারিবেন।

(৪) বাণিজ্যিক আমদানিকারকগণ অপর বাণিজ্যিক আমদানিকারকের সহিত এক বা একাধিক গোষ্ঠীভুক্ত হইতে পারিবেন।

১০। প্রকৃত ব্যবহারকারী কর্তৃক আমদানি। - (১) আমদানিকারক হিসাবে নিবন্ধিত নহে এইরূপ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিজ ব্যবহারের জন্য অনুমতি ব্যতিরেকে সর্বোচ্চ ২০ (বিশ) হাজার মার্কিন ডলার পর্যন্ত মূল্যের অবাধে আমদানিযোগ্য পণ্য আমদানি করিতে পারিবেন।

(২) প্রকৃত ব্যবহারকারীর ২০ (বিশ) হাজার মার্কিন ডলার এর অধিক মূল্যের পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে প্রধান নিয়ন্ত্রকের পূর্বানুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (১) ও (২) এ বর্ণিত প্রকৃত ব্যবহারকারীগণ কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্য প্রধান নিয়ন্ত্রকের অনুমতি ব্যতিরেকে বিক্রয় করা যাইবে না।

১১। পেশাজীবী কর্তৃক আমদানি।- (১) প্রবাসী পেশাজীবীর সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি আমদানি- প্রবাসী বাংলাদেশি পেশাজীবীগণ প্রধান নিয়ন্ত্রকের কোনো অনুমতি বা পারমিট গ্রহণ ব্যতিরেকে বিদেশে উপার্জিত নিজ অর্থ হইতে মূল্যসীমা নির্বিশেষে নিজ পেশাগত কর্মের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আমদানি করিতে পারিবেন।

(২) প্রবাসী বাংলাদেশী কর্তৃক প্রেরিত উপহার সামগ্রী- প্রবাসী বাংলাদেশিগণ কর্তৃক দেশে অবস্থানরত নিজ পরিবারের সদস্যদের ব্যবহারের জন্য অবাণিজ্যিক পরিমাণে প্রেরিত ২০ (বিশ) হাজার ডলার মূল্যসীমা পর্যন্ত উপহার সামগ্রী (নিয়ন্ত্রিত তালিকাভুক্ত পণ্যসহ) কোনো প্রকার পারমিট ব্যতিরেকে প্রদেয় শুল্ক ও কর যথারীতি পরিশোধ সাপেক্ষে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ হইতে সরাসরি ছাড় করাইতে পারিবেন এবং উল্লিখিত মূল্যসীমার মধ্যে প্রতি অর্থ বৎসরে আমদানিকৃত কোনো একটি পণ্যের সংখ্যা ইলেকট্রনিক্স সামগ্রীর ক্ষেত্রে ১ (এক) টির অধিক এবং অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রে ৫ (পাঁচ) টির অধিক হইবে না।

(৩) বিদেশি পেশাজীবী কর্তৃক আমদানি- বিদেশি পেশাজীবী কর্তৃক বাংলাদেশে সরকারি বা বেসরকারি যেকোনো প্রতিষ্ঠানের কারিগরি সহায়তা বা কমিশনিং বা অন্য যেকোনো সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নিজ পেশাগত কর্মের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি প্রধান নিয়ন্ত্রকের কোনো অনুমতি বা পারমিট গ্রহণ ব্যতিরেকে মূল্যসীমা নির্বিশেষে সাময়িকভাবে আমদানি করিতে পারিবেন, তবে সেক্ষেত্রে আমদানির সময় কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট আমদানিকৃত মালামালের তালিকা এন্ট্রিপূর্বক খালাসযোগ্য হইবে এবং ফেরতের সময় উক্ত তালিকা কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট জমা প্রদানপূর্বক মালামাল ফেরত নিবেন।

ব্যাখ্যা।- এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পেশাজীবী অর্থ ডাক্তার, প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী, আইনজীবী, কৃষিবিদসহ সকল শ্রেণির পেশাজীবীকে বুঝাইবে।

১২। নমুনা, বিজ্ঞাপন সামগ্রী ও উপহার সামগ্রী আমদানি।- (১) প্রতি অর্থ বৎসরে প্রধান নিয়ন্ত্রকের অনুমতি এবং পারমিট ব্যতিরেকে, বিনামূল্যে (FoC) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে সিএফআর মূল্যসীমার মধ্যে নমুনা, বিজ্ঞাপন সামগ্রী এবং উপহার সামগ্রী আমদানি করা যাইবে, যথা:-

ক্রমিক নং	আমদানিকারকের শ্রেণি	নমুনা, বিজ্ঞাপন সামগ্রী ও উপহার সামগ্রী	সিএফআর মূল্যসীমা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	ঔষধের আমদানিকারক, তদীয় ইনডেন্টর ও এজেন্ট	ভেষজ এবং এলোপ্যাথিক ঔষধ	২০ (বিশ) হাজার মার্কিন ডলার মাত্র।
২।	সকল আমদানিকারক, ইনডেন্টর ও এজেন্ট	অন্যান্য নমুনা, বিজ্ঞাপন সামগ্রী	২০ (বিশ) হাজার মার্কিন ডলার মাত্র।
৩।	বাংলাদেশে স্থাপিত স্থানীয় বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান	ভোক্তাগণের নিকট পরিচিতির উদ্দেশ্যে বিক্রয়ের জন্য নূতন ব্রান্ডের পণ্য	১০ (দশ) হাজার মার্কিন ডলার মাত্র।
৪।	ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান	উপহার সামগ্রী	৫ (পাঁচ) হাজার মার্কিন ডলার মাত্র।
৫।	বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, সরকারি ল্যাবরেটরী বা সংস্থা বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাসহ গবেষণায়	গবেষণা ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে (Research & Development) গবেষণা সামগ্রী	২০ (বিশ) হাজার মার্কিন ডলার মাত্র।

	নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান		

সংশ্লিষ্ট আমদানিকারকের ব্যবসার সহিত জড়িত অন্যান্য সামগ্রীর মধ্যে ডায়েরি, পুস্তিকা, পোস্টার, দিনপঞ্জিকা, প্রচারপত্র, কারিগরি পুস্তিকা ও কোম্পানির নাম মুদ্রিত বা খোদাইকৃত বলপেন, চাবির রিং এবং লাইটার বিজ্ঞাপন সামগ্রীর অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং এছাড়াও বিভিন্ন দাতা সংস্থা হইতে অনুদান বা উপহার হিসেবে প্রেরিত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা সংস্থা ও বিভাগ বা মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ প্রধান নিয়ন্ত্রক বরাবর দাখিল সাপেক্ষে আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর হইতে আমদানির পূর্বানুমতি বা অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

*(২) রপ্তানির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ডিজাইনের সামগ্রী উৎপাদনের সুবিধার্থে অথবা বিদেশি ক্রেতাদের পছন্দ অনুসারে স্থানীয়ভাবে মালামাল উৎপাদনের সুবিধার্থে প্রতি অর্থ বৎসরে প্রধান নিয়ন্ত্রকের পূর্বানুমতি ও পারমিট ছাড়া বিনামূল্যে নমুনা সামগ্রী আমদানির জন্য বিভিন্ন শ্রেণির রপ্তানিকারকগণ নিম্নরূপ সুবিধা পাইবেন, যথা:-

ক্রমিক নং	রপ্তানিকারকের শ্রেণি	নমুনা আমদানির বার্ষিক মূল্যসীমা বা সর্বোচ্চ সংখ্যা	শর্ত
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্প	(ক) ক্যাটাগরি প্রতি ৩০ (ত্রিশ) টি করিয়া সর্বোচ্চ ৩,০০০ (তিন হাজার) টি নমুনা; (খ) তৈরি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান পোশাক প্রস্তুতের সুবিধার্থে পূর্ববর্তী বৎসরে রপ্তানিকৃত পোশাকে ব্যবহৃত কাপড়ের শতকরা ২ (দুই) ভাগ আমদানি সুবিধা পাইবে;	প্রযোজ্য নহে
২।	রপ্তানিমুখী জুতা ও চামড়াজাত শিল্প	সর্বোচ্চ ৩ (তিন) হাজার জোড়া নমুনা	প্রযোজ্য নহে
৩।	রপ্তানিমুখী ট্যানারি শিল্প	সর্বোচ্চ ৩ (তিন) হাজার পিস পাকা চামড়ার নমুনা	প্রযোজ্য নহে
৪।	অন্যান্য রপ্তানিকারক বা উৎপাদক	১০ (দশ) হাজার মার্কিন ডলার মাত্র	(ক) রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর সুপারিশপত্র দাখিল সাপেক্ষে; (খ) উৎপাদন ও সরবরাহ এবং সেবা প্রদানে নিয়াজিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত প্রয়োজনীয় নমুনা সামগ্রী, যাহা নমুনা হিসেবে আমদানিকৃত এবং যাহা বাণিজ্যিকভাবে বিক্রয় করা যাইবে না; (গ) আমদানিকৃত পণ্যের পরিমাণ অবশ্যই আমদানিকারকের ব্যবসার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে হইবে।

(৩) রপ্তানি পণ্য প্রস্তুতের লক্ষ্যে আদেশে উল্লিখিত শর্তসমূহ পালন করিয়া বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করিয়া নিষিদ্ধ বা শর্তযুক্ত দ্রব্যাদিও উল্লিখিত নিজ নিজ মূল্য বা পরিমাণের মধ্যে নমুনা হিসাবে আমদানি করা যাইবে।

* সেপ্টেম্বর ২৪, ২০২৬ তারিখের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী সন্নিবেশিত হয়েছে

(৪) উপ-অনুচ্ছেদ (১) ও (২) এ বর্ণিত মূল্যসীমার অতিরিক্ত নমূনা ও বিজ্ঞাপনী পণ্য আমদানি করিবার প্রয়োজন হইলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

(৫) তৈরি অবস্থায় আমদানি নিষিদ্ধ দ্রব্যাদি স্থানীয়ভাবে সংযোজন বা উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন হইলে সংশ্লিষ্ট সেক্টরের স্বীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতি সাপেক্ষে এইরূপ পণ্যের প্রত্যেক প্রকার মডেল অনূর্ধ্ব ২ (দুই) টি করিয়া বিনামূল্যে আমদানি করা যাইবে এবং দেশি ও বিদেশি সরবরাহকারীর স্থানীয় এজেন্টগণও টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজন হইলে এইরূপ সামগ্রী নমুনা হিসাবে আমদানির অনুরূপ সুবিধা পাইবেন।

(৬) নমুনা বা স্যাম্পল হিসাবে বাণিজ্যিক ব্যবহার অনুপযোগী পণ্য সহজ পদ্ধতিতে দ্রুত ছাড়যোগ্য হইবে।

১৩। অন্ট্রাপো বাণিজ্যের লক্ষ্যে আমদানি। - (১) আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর হইতে প্রদত্ত import permit on returnable basis এর মাধ্যমে ক্রেতা কর্তৃক প্রদেয় ঋণপত্রের বিপরীতে অন্ট্রাপো বাণিজ্যের নিমিত্ত পণ্য আমদানি করা যাইবে এবং উক্তরূপ আমদানির ক্ষেত্রে পণ্যের ঘোষণায় অন্ট্রাপো বা সাময়িক আমদানি (temporary import) কথাটি উল্লেখ থাকিতে হইবে।

(২) আমদানি ও রপ্তানি বন্দর একই হইলে আমদানিকৃত পণ্য বন্দরের বাহিরে নেওয়া যাইবে না।

(৩) আমদানি ও রপ্তানি বন্দর ভিন্ন হইলে ফেরতের শর্তে শুল্ককর পরিশোধ সাপেক্ষে অথবা শতভাগ ব্যাংক গ্যারান্টির বিপরীতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদনক্রমে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ রপ্তানি বন্দরে স্থানান্তরপূর্বক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পণ্য রপ্তানি করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) অন্ট্রাপো ভিত্তিক রপ্তানির লক্ষ্যে কমপক্ষে ৪ (চার) শতাংশের অধিক মূল্য সংযোজন করিতে হইবে।

(৫) অন্ট্রাপো বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আমদানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শুল্ককর পরিশোধের পরিবর্তে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সমপরিমাণ ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান করা যাইবে।

১৪। অস্থায়ী আমদানির সাধারণ নিয়মাবলি। - (১) প্রদর্শনীর জন্য অস্থায়ীভাবে আমদানিকৃত পণ্য রপ্তানি-বিদেশি প্রস্তুতকারীগণের এজেন্ট এবং প্রতিনিধিগণ বাংলাদেশে প্রদর্শনীর জন্য নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে অস্থায়ীভাবে তাহাদের প্রিন্সিপাল অথবা প্যারেন্ট কোম্পানির যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম আমদানি করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম ১ (এক) বৎসরের মধ্যে উৎসে প্রেরণ করিতে হইবে; এবং

(খ) সময়মত উৎসে প্রেরণ করা হইবে এই মর্মে প্রত্যয়নপত্র এবং একটি ব্যাংক গ্যারান্টি অথবা আইনগত দলিল উক্ত পণ্য খালাসের সময় আমদানিকারক কর্তৃক দাখিল করিতে হইবে।

(২) উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য অস্থায়ীভাবে আমদানিকৃত পণ্য রপ্তানি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অথবা অন্য কোনো সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনে, ফেরতের ভিত্তিতে, যেই সমস্ত সরঞ্জাম বা সামগ্রী আমদানি করিবার প্রয়োজন হয় তাহাতে কোনো নিষিদ্ধ কিংবা শর্তযুক্ত পণ্য অন্তর্ভুক্ত থাকিলে উক্ত সকল পণ্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতিক্রমে ফেরত প্রদানের শর্তে অস্থায়ী ভিত্তিতে আমদানি করা যাইবে।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (১) ও (২) এ বর্ণিত অস্থায়ী আমদানির ভিত্তিতে আমদানিকৃত পণ্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের নিকট বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতিক্রমে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বৎসরভিত্তিক যৌক্তিক অবচয় গণনাপূর্বক নিরূপিত মূল্যে শুল্কায়ন ও শুল্ককর পরিশোধ সাপেক্ষে হস্তান্তর করা যাইবে।

(৪) পুন:রপ্তানির লক্ষ্যে আমদানি-

(ক) আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর হইতে প্রদত্ত import permit on returnable basis এর মাধ্যমে ক্রেতা কর্তৃক প্রদত্ত রপ্তানি ঋণপত্রের বিপরীতে ডিউটি ড্র ব্যাকের আওতায় শুল্ককর পরিশোধ অথবা শতভাগ ব্যাংক গ্যারান্টি অথবা বন্ডেড ওয়্যারহাউস এর আওতায় শতভাগ রপ্তানির উদ্দেশ্যে যে কোনো পণ্য আমদানি করা যাইবে;

(খ) পুন:রপ্তানি পণ্যের প্যাকেট বা মোড়কে "বাংলাদেশে প্রক্রিয়াকৃত (Processed in Bangladesh)" বাক্যটি এবং পণ্যের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার তারিখ, প্যাকিং এর তারিখ,

প্যাকিংকৃত বস্তুর বিবরণ প্রতিটি পাত্র বা কন্টেইনার বা মোড়কের গায়ে লিপিবদ্ধ বা ছাপানো থাকিতে হইবে;

(গ) আমদানিকৃত পণ্য প্রক্রিয়াকরণপূর্বক রপ্তানির ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি ও আনুষ্ঠানিকতা পালন করিতে হইবে; এবং

(ঘ) পুন:রপ্তানির ক্ষেত্রে অন্যূন মূল্য সংযোজনের হার হইবে ১০ (দশ) শতাংশ তবে, স্বর্ণালংকার শিল্পের পুন:রপ্তানির ক্ষেত্রে অন্যূন মূল্য সংযোজনের হার হইবে ৩ (তিন) শতাংশ।

ব্যাখ্যা।- Rules of Origin (RoO) এর নির্ধারিত মূল্য সংযোজনের হারের নিম্নে মূল্য সংযোজনের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষ (Competent Authority) উক্ত রপ্তানির জন্য কোনো Certificate of Origin (CoO) জারি করিবে না।

(৫) রপ্তানিকৃত পণ্য ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় বা অন্য কোনো কারণে তাহা ফেরত আসিলে বন্দর হইতে খালাস ও পুন:রপ্তানি-

(ক) তৈরি পোশাকসহ অন্যান্য পণ্য রপ্তানি করিবার পর তাহা ত্রুটিযুক্ত হওয়ায় অথবা অন্য কোনো কারণে ফেরত আসিলে তাহা বন্দর হইতে খালাস ও পুন:রপ্তানির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট লিয়েন ব্যাংকের সুপারিশের ভিত্তিতে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাহা রপ্তানিকারকের বন্ডেড ওয়্যারহাউসের অনুকূলে খালাস ও পুন:রপ্তানির জন্য ছাড়পত্র প্রদান করা হইবে; এবং

(খ) বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সবিহীন অথবা স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহারপূর্বক রপ্তানিকৃত তৈরি পোশাক বা অন্যান্য পণ্য ত্রুটিযুক্ত হওয়ায় অথবা অন্য কোনো কারণে ফেরত আসিলে সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারক কর্তৃক উক্ত পণ্য ফেরত আসিবার কারণ সংশোধনপূর্বক ১ (এক) বৎসরের মধ্যে পুন:রপ্তানি করিবার অঙ্গীকারনামা দাখিল করিয়া রপ্তানিকারকের অনুকূলে খালাস করা যাইবে, তবে অঙ্গীকারনামা অনুযায়ী পণ্য পুন:রপ্তানি করিতে ব্যর্থ হইলে প্রচলিত মূসক আইন অনুযায়ী স্থানীয় পর্যায়ে মূসক প্রদান সাপেক্ষে মূসক চালান অনুযায়ী গৃহীত রেয়াতের সমপরিমাণ মূসক পরিশোধ ও উক্ত আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, কেবল স্থানীয় কাপড়ের ক্ষেত্রে, স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, হিমায়িত চিংড়ি ও মাছ এবং অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মান নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র গ্রহণ করিতে হইবে।

(৬) ত্রুটিযুক্ত বা অন্য কোনো কারণে আমদানিকৃত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে -

(ক) আমদানিকৃত যে পণ্য সরবরাহকারী বা রপ্তানিকারক ফেরত নিতে আগ্রহী এবং বাংলাদেশ হইতে কোনো বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণ করা হয় নাই সেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট লিয়েন ব্যাংকের প্রত্যয়নের ভিত্তিতে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ খালাস না করিয়া শুল্ক আইনের বিধানাবলী পালন করিয়া বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে উক্ত আমদানি বাবদ বৈদেশিক মুদ্রা প্রত্যাবাসিত হয় নাই এমন প্রত্যয়নপত্রসহ সুপারিশের ভিত্তিতে রপ্তানির জন্য ছাড়পত্র প্রদান করিবেন; এবং

(খ) আমদানিকৃত যে সকল পণ্য সরবরাহকারী বা রপ্তানিকারক ফেরত নিতে আগ্রহী এবং ইতোমধ্যে বাংলাদেশ হইতে বৈদেশিক মুদ্রায় মূল্য পরিশোধ করা হইয়া থাকিলে ক্রেতা-বিক্রেতার (buyer- seller) দ্বিপাক্ষিক সম্মতিতে ইনভেন্টরি (inventory) প্রস্তুতের ভিত্তিতে ত্রুটিযুক্ত কাপড় ও অন্যান্য পণ্যের পরিমাণ নির্দিষ্টকরত: তৎপ্রেক্ষিতে বৈদেশিক মুদ্রা টি.টি (T.T) অথবা At sight LC এর মাধ্যমে পরিশোধ অথবা সমপরিমাণ পণ্য প্রতিস্থাপনের পর সংশ্লিষ্ট লিয়েন ব্যাংকের প্রত্যয়নের ভিত্তিতে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ তাহা পুন:রপ্তানির ছাড়পত্র প্রদান করিবে।

(৭) ওয়ারেন্টি রিপ্লেসমেন্টের মাধ্যমে আমদানি ও রপ্তানি- ওয়ারেন্টি রিপ্লেসমেন্ট হিসাবে পণ্যাদি আমদানি এবং তৎপ্রেক্ষিতে ত্রুটিপূর্ণ মালামাল সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারীর নিকট ফেরত প্রদানের জন্য প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর হইতে পারমিট গ্রহণ করিতে হইবে।

১৫। পুন:আমদানির জন্য অস্থায়ী রপ্তানি।- (১) কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান পূর্বে আমদানিকৃত মেশিনারি, ইকুইপমেন্ট বা সিলিন্ডার, ইত্যাদি মেরামত, রি-ফিলিং বা মেইনটেন্যান্স ইত্যাদির জন্য বিদেশে প্রেরণের ক্ষেত্রে পোষক কর্তৃপক্ষের সুপারিশের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অঙ্গীকারনামা দাখিল করিতে হইবে, অন্যান্য ক্ষেত্রে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট পণ্যের সমমূল্যের ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান করিতে হইবে।

(২) কোনো সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং সামরিক বাহিনী ও পুলিশ বিভাগের ক্ষেত্রে উল্লিখিত সমমূল্যের ব্যাংক গ্যারান্টির পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট পোষক কর্তৃপক্ষের অনুমতিপত্র কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(৩) বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম টারবাইন (গিয়ারবক্সসহ বা ছাড়া) বা সমজাতীয় মেশিনারির ক্ষেত্রে টারবাইন উৎপাদনকারী অথবা ওভারহলকারী (overhauling) প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পাদিত চুক্তিপত্রের শর্ত বা ঋণপত্র মোতাবেক টারবাইন (গিয়ার বক্সসহ বা ছাড়া) ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানি করত উহা প্রতিস্থাপনপূর্বক (replacement) মেয়াদোত্তীর্ণ টারবাইন (গিয়ার বক্সসহ বা ছাড়া) সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে রপ্তানি করিবার জন্য বিদ্যুৎ বিভাগের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। এইক্ষেত্রে ওভারহলকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তি মোতাবেক সার্ভিস চার্জ বা প্রতিস্থাপন ব্যয় ঋণপত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পরিশোধ করা যাইবে।

১৬। ইনভেস্ট বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ ও রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকায় (ইপিজেড) এবং মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলে আমদানি এবং উক্ত এলাকা হইতে রপ্তানি।- (১) ইনভেস্ট বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা (ইপিজেড) এবং মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলে অবাধে আমদানিযোগ্য পণ্যের আমদানি এবং উক্ত স্থান হইতে রপ্তানি এই আদেশের বহির্ভূত থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল (Free Trade Zone) এ অবস্থিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উক্ত মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল হইতে সরাসরি বাংলাদেশের বাহিরে রপ্তানির উদ্দেশ্যে বা প্রক্রিয়াজাত করে রপ্তানির উদ্দেশ্যে উক্ত মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলে কাঁচামাল বা পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে (অস্ত্র, গোলাবারুদ, বিস্ফোরক ব্যতীত) পরিবেশ সংক্রান্ত বিধান ব্যতীত (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অন্য কোনো বিধি নিষেধ প্রযোজ্য হইবে না:

আরও শর্ত থাকে যে, এই আদেশের পরিশিষ্ট-১ এর (খ) এ বর্ণিত নিষিদ্ধ পণ্যাদি আমদানির ক্ষেত্রে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে এবং এছাড়া আমদানি নীতি আদেশ ২০০৯-২০১২ তে এই শর্ত আরোপের পূর্বে ইপিজেড এলাকায় প্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিজ কারখানায় কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার্য পণ্যাদি আমদানির ক্ষেত্রে এই শর্ত শিথিলযোগ্য হইবে।

(২) ইনভেস্ট বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ, রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড) এবং মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলে আমদানি অথবা রপ্তানি সম্পর্কিত ব্যাংকিং ও কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স পদ্ধতি, যথাক্রমে, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সময় সময় জারিকৃত নির্দেশাবলি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(৩) ইনভেস্ট বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ, ইপিজেড এবং মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল এলাকায় আমদানি এবং রপ্তানি বিষয়ক সকল পরিসংখ্যান সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রক্ষিত হইবে।

(৪) অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলে স্থাপিত রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং ইপিজেড এলাকায় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের উপকরণ বাংলাদেশের অভ্যন্তর হইতে সংগ্রহ করিবার প্রয়োজন হইলে উক্ত পণ্য দেশের অভ্যন্তর হইতে রপ্তানি করা হইবে এবং উক্তরূপ উপকরণের মূল্য কোনো কনভার্টেবল মূদ্রায় পরিশোধ করিতে হইবে।

(৫) ইনভেস্ট বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ ও ইপিজেড এলাকায় রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহারের জন্য বাংলাদেশের অভ্যন্তর হইতে উপকরণ বা যে কোনো পণ্য ক্রয় করিতে পারিবে।

(৬) ইনভেস্ট বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ বা ইপিজেড কর্তৃপক্ষ তাহাদের আওতাভুক্ত সংশ্লিষ্ট শিল্প ইউনিটের অনুকূলে ইস্যুকৃত একটি পাস বই-এ লিপিবদ্ধ রাখিয়া তাহাদের অনুকূলে আমদানি বা রপ্তানির হিসাব সংরক্ষণ করিবে।

(৭) ইনভেস্ট বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ ও ইপিজেড এলাকায় কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের কোনো যন্ত্রপাতি মেরামতের জন্য এলাকার বাহিরে আনিবার প্রয়োজন হইলে তাহার জন্য ইনভেস্ট বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ ও ইপিজেড কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয়

"ইন পাস" ও "আউট পাস" ইস্যু করিবে এবং এই পাসের ভিত্তিতে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ যথাযথ রেজিস্টারে এন্ট্রি করিয়া উহা মেরামতের উদ্দেশ্যে বাহিরে নেওয়ার ও মেরামত শেষে ভিতরে আনিবার অনুমতি প্রদান করিবে।

(৮) ইনভেস্ট বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ ও ইপিজেড এলাকায় অবস্থিত শিল্পের উপকরণ উৎপাদনকারী কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান হইতে দেশের অভ্যন্তরে স্থাপিত শিল্পে ব্যবহারের জন্য উপকরণ, কাঁচামাল আমদানি করা যাইবে।

১৭। আমদানি নীতি আদেশ লঙ্ঘনের দায়ে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আটককৃত পণ্য নিষ্পত্তি।- (১) এই আদেশের কোনো বিধান অথবা উহার অধীন জারিকৃত কোনো প্রজ্ঞাপন লঙ্ঘনের কারণে আমদানিকৃত পণ্য কাস্টমস কর্তৃপক্ষ আটক করিলে বা খালাস স্থগিত করিলে নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত বা শর্তযুক্ত পণ্যের ক্ষেত্রে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং অবাধে আমদানিযোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রে প্রধান নিয়ন্ত্রক হইতে ক্লিয়ারেন্স পারমিট (সিপি) গ্রহণ করিয়া উক্ত পণ্য খালাস করিতে হইবে।

(২) কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো আমদানি পণ্যের চালান আটক করা হইলে বা খালাস স্থগিত করিলে সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক চালানটি খালাসের জন্য ক্লিয়ারেন্স পারমিট (সিপি) গ্রহণের ক্ষেত্রে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের লিখিত পত্র অথবা চালানটি আটক করিবার কারণ ও ক্লিয়ারেন্স পারমিট (সিপি) গ্রহণের নির্দেশনা সংবলিত পত্র বা আটক মেমো বা আটক আদেশ (যেই ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য) এবং আমদানি সংক্রান্ত ডকুমেন্টস (কমার্শিয়াল ইনভয়েস, বিল অব লেডিং, বিল অব এন্ট্রি এবং প্যাকিং লিস্ট)সহ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বা প্রধান নিয়ন্ত্রক বরাবর আবেদন করিতে হইবে।

(৩) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বা প্রধান নিয়ন্ত্রক উপ-অনুচ্ছেদ (২) এ বর্ণিত আবেদনসমূহ আমদানি নীতি আদেশের বিধান মোতাবেক নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৪) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বা প্রধান নিয়ন্ত্রক হইতে সিপি কিংবা অন্য কোনো পরামর্শ পাওয়া গেলে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ আইন মোতাবেক পণ্য নিষ্পত্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(৫) এই আদেশে উল্লিখিত নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত বা শর্তযুক্ত কিন্তু অখালাসকৃত কোনো পণ্য কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিলামে অর্ন্তভূক্ত করিবার পূর্বে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

১৮। রিভিউ, আপিল এবং রিভিশনের উদ্দেশ্যে গৃহীত ক্ষেত্রসমূহে আমদানি সুবিধার দাবি।- আমদানিযোগ্য নয় এমন কোনো পণ্য আমদানির জন্য বা আমদানির শর্ত শিথিল করিবার জন্য Review, Appeal and Revision Order, 1977 এর অধীন উক্ত পণ্য আমদানির জন্য কোনো দাবি গ্রাহ্য হইবে না।

১৯। আদেশ লঙ্ঘনক্রমে আমদানি।- এই আদেশের কোনো বিধান অথবা উহার অধীন প্রধান নিয়ন্ত্রক কর্তৃক জারিকৃত কোনো প্রজ্ঞাপন বা গণবিজ্ঞপ্তি লঙ্ঘন করিয়া কোনো পণ্য আমদানি করা হইলে উহা আইনের বিধানাবলি লঙ্ঘনক্রমে করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং আইনের সংশ্লিষ্ট বিধানের আলোকে শাস্তিযোগ্য হইবে।

২০। আদেশ সংশোধন অথবা পরিবর্তন।- সরকার, দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের সম্প্রসারণের স্বার্থে, প্রয়োজনে, এই আদেশের যে কোনো বিধান সংশোধন, পরিবর্তন বা শিথিল করিতে পারিবে।

২১। রপ্তানি সম্পর্কিত বিধানাবলির প্রযোজ্যতা।- এই আদেশে রপ্তানি সম্পর্কিত যে সকল বিধানাবলি রহিয়াছে তাহা রপ্তানির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

২২। ব্যাখা ও স্পষ্টীকরণ।- এই আদেশের কোনো বিধানের ব্যাখা কিংবা স্পষ্টীকরণের বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়
শিল্প খাতে আমদানির বিধানাবলি

২৩। শিল্প আমদানি ও নিবন্ধন সনদ গ্রহণের বিধানাবলি।- এই আদেশে ভিন্নরূপ কিছু উল্লেখ না থাকিলে-

(ক) পোষক কর্তৃপক্ষের সুপারিশের ভিত্তিতে শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল, মোড়ক সামগ্রী ও খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানির নিমিত্ত 'নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ' তথা প্রধান নিয়ন্ত্রক কর্তৃক শিল্প আমদানি নিবন্ধন সনদ জারি করা হইবে এবং উক্ত শিল্প আমদানি নিবন্ধন সনদের মেয়াদ হইবে ৫ (পাঁচ) বৎসর;

(খ) শিল্প আমদানি নিবন্ধন সনদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে পোষক কর্তৃপক্ষের সুপারিশক্রমে প্রধান নিয়ন্ত্রক কর্তৃক উহা ৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্য নবায়নযোগ্য হইবে; এবং

(গ) কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বিলুপ্ত হইলে উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের আমদানি নিবন্ধন সনদ (আইআরসি) বিলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, তবে উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বিলুপ্তির ১২০ (একশত বিশ) দিনের মধ্যে বিলুপ্তিকৃত আইআরসি সংশ্লিষ্ট আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ দপ্তরে হস্তান্তর করিতে হইবে।

২৪। মদ, বিয়ার ও অ্যালকোহলজাত পণ্য আমদানির নির্ধারিত শর্তাবলি।- (১) বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী হোটেলসমূহ কর্তৃক আমদানি—

(ক) বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী হোটেলসমূহ এইচএস হেডিং ২২.০৩ হইতে ২২.০৬ ও ২২.০৮ ও উহার বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য সকল এইচএস কোড এবং এইচএস হেডিং ১৬.০১ ও উহার বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য শুকরের মাংসের সসেজসহ আমদানিযোগ্য পণ্যসমূহ আমদানি করিতে পারিবে;

(খ) দফা (ক) তে উল্লিখিত এইচএস হেডিং ২২.০৩ হইতে ২২.০৬ এবং ২২.০৮ পণ্যসমূহ বিদেশ হইতে আমদানির পরিবর্তে প্রচলিত হারে শুল্ক ও কর প্রদান সাপেক্ষে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী হোটেলসমূহ বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের শুল্কমুক্ত বিপণি হইতেও ক্রয় করিতে পারিবে;

(গ) দফা (ক) এ বর্ণিত আমদানি (স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত পণ্যসহ) এর জন্য সংশ্লিষ্ট হোটেলকে নিম্নবর্ণিত (ঘ), (ঙ) ও (চ) এর শর্তাদি পূরণ করিতে হইবে;

(ঘ) শর্ত সাপেক্ষে আমদানিযোগ্য পণ্য আমদানি সংশ্লিষ্ট হোটেল কর্তৃক বিগত বৎসরে অর্জিত মোট বৈদেশিক মুদ্রার শতকরা ২৭ (সাতাশ) ভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে তবে, মোট অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার সর্বোচ্চ শতকরা ১২ (বারো) ভাগের মধ্যে এ্যালকোহলিক বেভারেজ ও যন্ত্রাংশ আমদানি সীমাবদ্ধ থাকিবে এবং অবশিষ্ট শতকরা ১৫ (পনের) ভাগ অন্যান্য শর্তাধীনে আমদানিযোগ্য পণ্য আমদানির জন্য ব্যবহার করা যাইবে;

(ঙ) ঋণপত্র বা চুক্তিপত্রের মাধ্যমে আমদানির সময় ঋণপত্র ইস্যুকারী ব্যাংক আলোচ্য হোটেল এর পূর্ববর্তী বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের হিসাব রেকর্ড করিবে; এবং

(চ) ঋণপত্র খোলার পূর্বে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী হোটেলসমূহ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হইতে উহাদের আইআরসিতে প্রয়োজনীয় এনডোর্সমেন্ট করাইতে হইবে।

(২) লাইসেন্স প্রাপ্ত বা অনুমোদিত ক্লাব, রেস্টুরেন্ট, রিসোর্ট, মোটেল, বার কর্তৃক আমদানি-

(ক) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর হইতে বার লাইসেন্স বা অনুমতি প্রাপ্ত ক্লাব, রেস্টুরেন্ট, রিসোর্ট, মোটেল, বারসমূহ বিয়ার ও সকল প্রকার মদ এইচএস হেডিং ২২.০৩ হইতে ২২.০৬ এবং ২২.০৮ এর বিপরীতে সকল এইচএস কোডের পণ্য উক্ত অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ ও আর্থিক সীমা অনুযায়ী বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতির ভিত্তিতে আমদানি করিতে পারিবে; এবং

(খ) দফা (ক) এ বর্ণিত কোনো প্রতিষ্ঠান বিয়ার ও মদ (এইচএস হেডিং ২২.০৩ হইতে ২২.০৬ এবং ২২.০৮) বিদেশ হইতে আমদানির পরিবর্তে প্রচলিত শুল্ককর প্রদান সাপেক্ষে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের শুল্কমুক্ত বিপণি হইতেও ক্রয় করিতে পারিবে।

(৩) অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মদ ও বিয়ার আমদানি-

(ক) উপ-অনুচ্ছেদ (১) ও (২) এ বর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহ ছাড়াও বিদেশি নাগরিক কর্মরত রহিয়াছে এইরূপ কোনো প্রতিষ্ঠানের বিয়ার ও মদ (এইচএস হেডিং ২২.০৩ হইতে ২২.০৬ এবং ২২.০৮) আমদানির প্রয়োজন হইলে সংশ্লিষ্ট পোষক কর্তৃপক্ষের সুপারিশ, অনুমোদিত পরিমাণ ও আর্থিক সীমা অনুযায়ী উক্ত পানীয় নির্দিষ্ট শর্তাধীনে আমদানি করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ আমদানির জন্য সংশ্লিষ্ট আমদানিকারককে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর হইতে লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র গ্রহণ করিতে হইবে:

আরো শর্ত থাকে যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হইতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যারহাউজ এন্ড ডিউটি ফ্রি শপসমূহ কর্তৃক আমদানির ক্ষেত্রে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র গ্রহণের প্রয়োজন হইবে না;

(খ) দফা (ক) এ বর্ণিত পণ্যসমূহ বিদেশ হইতে আমদানির পরিবর্তে প্রচলিত শুল্ক ও কর প্রদান সাপেক্ষে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অনুমোদনক্রমে, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের শুল্কমুক্ত বিপণি হইতেও ক্রয় করিতে পারিবে।

২৫। শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাঁচামাল ও অন্যান্য পণ্যাদি আমদানির শর্তাবলি।- (১) তৈরি পোশাক, স্পেশালাইজড টেক্সটাইল ও হোসিয়ারি শিল্প, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, জাহাজ নির্মাণ শিল্প এবং ফার্নিচার ও ফার্নিশিং প্রতিষ্ঠানসমূহের আমদানি-

*(ক) অপ্রত্যাহারযোগ্য ঋণপত্র বা চুক্তিপত্র বা টিটি বা ক্রয়াদেশ এর বিপরীতে তৈরি পোশাক রপ্তানির জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র বা চুক্তিপত্রের বিপরীতে বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) অথবা বাংলাদেশ নীটওয়ার ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিকেএমইএ) কর্তৃক জারীকৃত ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন (ইউডি) এ অনুমোদিত পরিমাণের কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী (নিষিদ্ধ ও শর্তযুক্ত তালিকাভুক্ত পণ্যসহ) আমদানি করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, অভ্যন্তরীণ উৎস হইতে কাঁচামাল ও মোড়কসামগ্রী ক্রয়ের ক্ষেত্রে দেশীয় মুদ্রায় ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র খোলা যাইবে:

আরো শর্ত থাকে যে, গ্রে-কাপড় ছাড়া অন্যান্য কাপড় আমদানির ক্ষেত্রে কেবল ১৮.২৯ মিঃ বা তদূর্ধ্ব পরিমাণ নিয়মিত ও অবিচ্ছিন্ন থান কাপড় আমদানি করা যাইবে এবং কোনো প্রকার কাটা বা টুকরো কাপড় আমদানি করা যাইবে না;

*তবে শর্ত থাকে যে, শুধুমাত্র কৃত্রিম তন্তু দ্বারা তৈরি বিশেষ ধরণের তৈরি পোশাক- যেমন, সীমলেস (সেলাইবিহীন) স্পোর্টসওয়্যার, উচ্চমূল্যের ফ্যাশন আইটেম ও ফাংশনাল পোশাক তৈরিতে ব্যবহৃত বিশেষ ধরনের কাপড় আকৃতি ও সাইজ নির্বিশেষে সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনের (বিজিএমইএ/বিকেএমইএ) সুপারিশক্রমে আমদানি করা যাইবে।

(খ) নিশ্চিত (confirmed) ও অপ্রত্যাহারযোগ্য ঋণপত্র, টিটি ও চুক্তির ভিত্তিতে রপ্তানির ক্ষেত্রে বন্ডেড ওয়্যারহাউস পদ্ধতির অধীন পরিচালিত স্বীকৃত লেদারগুডস এন্ড ফুটওয়্যার, জাহাজ নির্মাণ শিল্প এবং ফার্নিচার ও ফার্নিশিং প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত পরিমাণের কাঁচামাল ও মোড়কসামগ্রী (নিষিদ্ধ ও শর্তযুক্ত তালিকাভুক্ত পণ্যসহ) আমদানি করিতে পারিবে;

(গ) রপ্তানি ঋণপত্রের বা ক্রয়াদেশের বিপরীতে ঋণপত্র খুলিয়া ইউডি (ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন) এর প্রাপ্যতা অনুযায়ী ডুপ্লেক্স বোর্ড ও কলার ব্যাক বোর্ড পেপারসহ সমুদয় উপকরণ পাশ বহিতে এন্ট্রি করিয়া আমদানি করিতে পারিবে;

(ঘ) দফা (ক) ও (খ) তে বর্ণিত শিল্প প্রতিষ্ঠান মনোনীত ব্যাংকের মাধ্যমে ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র বা চুক্তিপত্রের বিপরীতে কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী আমদানি করিতে পারিবে এবং এইরূপ ব্যবস্থায় ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র বা চুক্তিপত্রের বিপরীতে আমদানিকৃত কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী খালাস করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে আইপি বা সিপি গ্রহণ করিতে হইবে না;

(ঙ) বন্ডেড ওয়্যারহাউজ হিসেবে নিবন্ধিত এক্সেসরিজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র বা চুক্তিপত্র বা প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র বা চুক্তিপত্রের বিপরীতে নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে ইউটিলাইজেশন পারমিট (ইউপি) প্রদান করা যাইবে, যথা:

* সেপ্টেম্বর ২৪, ২০২৬ তারিখের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী সন্নিবেশিত হয়েছে

(অ) যে ক্ষেত্রে কোনো ঋণপত্র বা চুক্তিপত্রের বিপরীতে উপকরণ আমদানির পর কার্টুন ও এক্সেসরিজ আমদানির মূল্য পরিশোধ করা সম্ভব না হয় সেইক্ষেত্রে অন্য কোনো ঋণপত্র বা চুক্তিপত্রের বিপরীতে উপকরণ আমদানির পর নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত অর্থ উদ্বৃত্ত থাকিলে উক্ত অর্থ সংশ্লিষ্ট ঋণপত্রের বিপরীতে কার্টুন ও এক্সেসরিজ আমদানির মূল্য নগদ পরিশোধকল্পে সমন্বয় করা যাইবে এবং উক্তরূপ সমন্বয় অনধিক ০৭ (সাত) টি ঋণপত্রের মধ্যে করিতে হইবে;

(আ) কোনো ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র বা চুক্তিপত্রের সহিত অন্য যেইসকল ঋণপত্রের উদ্বৃত্ত অর্থ সমন্বয় করা হয় উহার সংশ্লিষ্ট যাবতীয় তথ্যাদি (যথা- সংশ্লিষ্ট ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র নম্বর, সূত্র ও তারিখ ঋণপত্র গ্রহীতার নাম ও ঠিকানা, পণ্যের বিবরণী এবং পরিমাণ ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য তথ্য) ইউপি বা ইউডিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে;

(ই) সরবরাহকৃত পণ্যের এ্যাকসেসরিজ কাঁচামাল এর ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র বা চুক্তিপত্রের কোনো অবস্থাতেই ১২ (বার) মাসের অধিক সময় সমন্বয়হীন অবস্থায় রাখা যাইবে না;

(ঈ) আমদানির ৯ (নয়) মাসের মধ্যে অভ্যন্তরীণ (ইনল্যান্ড) ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রের অর্থের সমন্বয় করিতে হইবে; এবং

(উ) পণ্য চালানসমূহের মূল্য নির্বিশেষে দফা (অ) হইতে (ঈ) এর শর্তসমূহ প্রযোজ্য হইবে;

(চ) তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজনের সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ বাংলাদেশে ফেরত আনয়ন করিতে হইবে এবং মূল্য সংযোজনের ন্যূনতম হার নিম্নরূপ হইতে হইবে, যথা:-

(১)	**(২)**	**(৩)**
১।	প্রতি ডজন এফওবি ৬০ (ষাট) মার্কিন ডলার পর্যন্ত মূল্যের সকল প্রকার (ওভেন ও নীট) পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে	শতকরা (৩০) ত্রিশ ভাগ
২।	প্রতি ডজন এফওবি ৬০ (ষাট) মার্কিন ডলারের অধিক মূল্যের সকল প্রকার (ওভেন ও নীট) পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে	শতকরা ১০ (দশ) ভাগ
৩।	সকল প্রকার শিশু পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে	শতকরা ১৫ (পনের) ভাগ
৪।	অন্তর্বাস ও সিনথেটিক ফাইবারের তৈরী বিশেষায়িত পণ্য	শতকরা ২০ (বিশ) ভাগ
৫।	জুতা ও চামড়াজাত পণ্য	শতকরা ২০ (বিশ) ভাগ
৬।	নন লেদার জুতা ও ব্যাগ	শতকরা ২০ (বিশ) ভাগ
৭।	জাহাজ	শতকরা ২০ (বিশ) ভাগ
৮।	ফার্নিচার	শতকরা ২০ (বিশ) ভাগ
৯।	Aluminium Foil (Thickness: 5.3 to 6 Micron) Unit: 1.00 KG	শতকরা ২০ (বিশ) ভাগ

(২) বিনামূল্যে বা **Free of Cost (FoC)** বা **On no cost basis** আমদানি-

*(ক) রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য এবং পাদুকা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, জাহাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান এবং ফার্নিচার ও ফার্নিশিং পণ্য সংযোজিত রপ্তানির মূল্য দেশে প্রত্যাবাসনের শর্তে তাহাদের পণ্য উৎপাদনে প্রয়োজনীয় উপকরণ বা কাঁচামাল বিনামূল্যে বা Free of Cost (FoC) বা On no cost basis আমদানি করিতে পারিবে:

ক্রমিক নং	রপ্তানি খাত	উপকরণের ধরণ	এফওসি ভিত্তিতে আমদানির সীমা
১।	তৈরি পোশাক, ওভেন ও শিশু পোশাক	ফ্রেবিক্স (কটন) ও অন্যান্য উপকরণ	পূর্ববর্তী বৎসরের রপ্তানি পণ্যের শতকরা ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ
		ফ্রেবিক্স (ম্যান মেইড ফাইবার) ও অন্যান্য উপকরণ	ক্রয়াদেশ মূল্যের শতকরা ৭০ (সত্তর) ভাগ (ইউডি-তে অনুমোদিত সহগের ভিত্তিতে)
২।	অন্তর্বাস ও সিনথেটিক ফাইবারের তৈরী বিশেষায়িত পণ্য	সিনথেটিক ফেব্রিক্স ও অন্যান্য উপকরণ	ক্রয়াদেশ মূল্যের শতকরা ৭০ (সত্তর) ভাগ (ইউডি-তে অনুমোদিত সহগের ভিত্তিতে)
৩।	জুতা ও চামড়াজাত পণ্য	চামড়া, সোল ও অন্যান্য উপকরণ	পূর্ববর্তী বৎসরের রপ্তানি পণ্যের শতকরা ৬০ (ষাট) ভাগ
৪।	নন লেদার জুতা ও ব্যাগ	সোল ও অন্যান্য উপকরণ	পূর্ববর্তী বৎসরের রপ্তানি পণ্যের শতকরা ৬০ (ষাট) ভাগ
৫।	জাহাজ	স্টিল ম্যাটেরিয়ালস, মেশিনারীজ, ইলেকট্রিক্যাল পণ্য, ইন্টেরিয়র একমোডেশন ফার্নিশিং পণ্য, কজুমেবলস, এক্সেসরিজ কমিউনিকেশন, ন্যাভিগেশন ইক্যুইপমেন্ট, LSA/FFA, HVAC এবং অন্যান্য আনুষাঙ্গিক দ্রব্যাদি।	International Classification Society ও প্রিন্সিপাল অফিসার, নৌ বাণিজ্য দপ্তরের প্রত্যয়নপত্র অনুযায়ী আমদানিযোগ্য
৬।	ফার্নিচার	কাঠ, ফেব্রিক্স ও যন্ত্রাংশ	পূর্ববর্তী বৎসরের রপ্তানি পণ্যের উপর নিম্নরূপভাবে নির্ধারিত হইবে: (ক) কাঠের ক্ষেত্রে শতকরা ৪০ (চল্লিশ) ভাগ; (খ) ফ্রেবিক্সের ক্ষেত্রে শতকরা ২০ (বিশ) ভাগ; এবং (গ) যন্ত্রাংশের ক্ষেত্রে শতকরা ১০ (দশ) ভাগ।
৭।	Aluminium Foil (Thickness: 5.3 to 6 Micron) Unit: 1.00 KG	Aluminium Sheet Alloy (200 To 300 Micron)	পূর্ববর্তী বৎসরের রপ্তানি পণ্যের শতকরা ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ

(খ) কনসাইনমেন্ট ভিত্তিতে বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) অথবা বাংলাদেশ নীটওয়ার ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিকেএমইএ) কর্তৃক ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন (ইউডি) এবং লেদারগুডস এন্ড ফুটওয়্যার,

* সেপ্টেম্বর ২৪, ২০২৬ তারিখের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী সন্নিবেশিত হয়েছে

জাহাজ নির্মাণ শিল্প এবং ফার্নিচার ও ফার্নিশিং পণ্যের ক্ষেত্রে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত বিধানের আলোকে নির্ধারিত পরিমাণে কাঁচামাল খালাসযোগ্য হইবে এবং উহার জন্য বাংলাদেশ হইতে কোনো বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণ করা যাইবে না;

(গ) কনসাইনমেন্ট ভিত্তিতে আমদানিকৃত সামগ্রীর বর্ণনা, পরিমাণ ও মূল্য অবশ্যই ইনভয়েসে উল্লেখ করিতে হইবে, তবে আমদানিকৃত কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী ইন্টার বন্ড ট্রান্সফার এর মাধ্যমে হস্তান্তর বা স্থানান্তর করা যাইবে এবং গ্রে-কাপড়, নিট কাপড় ও সাদা কাপড় বিভিন্ন ডাইং এবং প্রিন্টিং বা প্রসেসিং প্লান্টে স্থানান্তর করা যাইবে।

(ঘ) নন বন্ডেড প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রযোজ্যমতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক, সময় সময়, জারিকৃত আদেশে উল্লিখিত শর্ত ও সীমা সাপেক্ষে প্রযোজ্য শুল্ক ও করের বিপরীতে ব্যাংক গ্যারান্টি দাখিলের মাধ্যমে Free of Cost (FoC) এর মাধ্যমে নিশ্চিত চুক্তির বিপরীতে ক্রেতার চাহিদা মোতাবেক কাঁচামাল আমদানি করিতে পারিবে; এবং

(ঙ) তৈরি পোশাক, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য এবং পাদুকা, জাহাজ এবং ফার্নিচার রপ্তানির ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজনের সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ বাংলাদেশে ফেরত আনয়ন করিতে হইবে এবং মূল্য সংযোজনের ন্যূনতম হার নিম্নরূপ হইতে হইবে, যথা:-

ক্রমিক নং	রপ্তানি খাত	উপকরণের ধরণ	মূল্য সংযোজনের ন্যূনতম হার
১।	তৈরি পোশাক, ওভেন ও শিশু পোশাক	ফ্রেবিক্স (কটন)	শতকরা ৩০ (ত্রিশ) ভাগ
		ফ্রেবিক্স (ম্যান মেইড ফাইবার)	শতকরা ৩০ (ত্রিশ) ভাগ
২।	অন্তর্বাস ও অন্যান্য সিনথেটিক ফাইবারের তৈরী বিশেষায়িত কাপড়ের অন্যান্য পণ্য	সিনথেটিক ফেব্রিক্স	শতকরা ৪০ (চল্লিশ) ভাগ
৩।	জুতা ও চামড়াজাত পণ্য	চামড়া, সোল ও অন্যান্য উপকরণ	শতকরা ৩০ (ত্রিশ) ভাগ
৪।	নন লেদার জুতা ও ব্যাগ	সোল ও অন্যান্য উপকরণ	শতকরা ৩০ (ত্রিশ) ভাগ
৫।	জাহাজ	স্টীল (এম এস) শীট, ইঞ্জিন ও মেশিনারীজ	শতকরা ৩০ (ত্রিশ) ভাগ
৬।	ফার্নিচার	কাঠ, ফেব্রিক্স ও যন্ত্রাংশ	শতকরা ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ
৭।	Aluminium Foil (Thickness: 5.3 to 6 Micron) Unit: 1.00 KG	Aluminium Sheet Alloy (200 To 300 Micron)	শতকরা ৩০ (ত্রিশ) ভাগ

(৩) সরকার প্রয়োজন মনে করিলে, সময় সময়, মূল্য সংযোজনের নূন্যতম হার ও এফওসি ভিত্তিতে আমদানির সীমা পুন:নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৪) বন্ডেড ওয়্যার হাউস পদ্ধতিতে পরিচালিত রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক শুধু রোল বা থান আকারে কাপড় আমদানি করিতে হইবে।

*তবে শর্ত থাকে যে, শুধুমাত্র কৃত্রিম তন্তু দ্বারা তৈরি বিশেষ ধরণের তৈরি পোশাক যেমন, সীমলেস (সেলাইবিহীন) স্পোর্টসওয়্যার, উচ্চমূল্যের ফ্যাশন আইটেম ও ফাংশনাল পোশাক তৈরিতে ব্যবহৃত বিশেষ ধরনের কাপড় আকৃতি ও সাইজ নির্বিশেষে সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনের (বিজিএমইএ/বিকেএমইএ) সুপারিশক্রমে আমদানি করা যাইবে।

(৫) এই আদেশে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, অন্যান্য রপ্তানি পণ্যের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ মূল্য সংযোজনের হার এবং ঐ সমস্ত পণ্যের ক্ষেত্রে রপ্তানি ঋণপত্রের নীট এফওবি মূল্যের বিপরীতে কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী আমদানির জন্য রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর প্রজ্ঞাপিত সর্বোচ্চ শতাংশ পর্যন্ত ব্যাক টু ব্যাক এলসি বা চুক্তিপত্র স্থাপন করা যাইবে।

*(৬) নিশ্চিত ও অপ্রত্যাহারযোগ্য ঋণপত্র বা চুক্তিপত্রের ভিত্তিতে স্পেশালাইজড টেক্সটাইল ও হোসিয়ারি পণ্য রপ্তানির জন্য ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র বা চুক্তিপত্রের বিপরীতে ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন (ইউডি) বা ইউটিলাইজেশন পারমিশন (ইউপি) মোতাবেক নির্ধারিত পরিমানে কাঁচামাল ও মোড়কসামগ্রী (নিষিদ্ধ ও শর্তযুক্ত তালিকাভুক্ত পণ্যসহ) আমদানি করিতে পারিবে।

(৭) স্যুয়েটার খাতের অনুমোদিত পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে স্যুয়েটার, জাম্পার, পুলওভার, মাফলার, হাতমোজা ও মোজা টুকরা আকারে, প্যানেল বা রোল বা থান আকারে বা খন্ড খন্ড আকারে আমদানি করা যাইবে না, তবে এই সমস্ত পণ্যের কাঁচামাল হিসাবে কেবল সব ধরনের সুতা আমদানির অনুমতি দেওয়া হইবে।

(৮) অন্যান্য রপ্তানিমুখী শিল্পের ক্ষেত্রে পোষক কর্তৃপক্ষের সুপারিশের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট রপ্তানি আদেশ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন হইলে নিষিদ্ধ বা শর্তাধীন আমদানিযোগ্য কাঁচামাল, মোড়ক সামগ্রী এবং যন্ত্রাংশ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতিক্রমে রপ্তানিমুখী শিল্পসমূহকে আমদানির অনুমতি দেওয়া হইবে এবং এইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে আমদানিকৃত নিষিদ্ধ অথবা শর্তাধীন আমদানিযোগ্য পণ্য বা পণ্যসমূহের মূল্যের শতভাগ ব্যাংক গ্যারান্টি দাখিল করিতে হইবে। যে সকল রপ্তানিমুখী শিল্প বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের অধীনে পরিচালিত উহাদের ক্ষেত্রে অনুরূপ ব্যাংক গ্যারান্টি দাখিলের প্রয়োজন হইবে না।

(৯) বন্ডেড ওয়্যার হাউস পদ্ধতির অধীন পরিচালিত অন্যান্য সকল সেক্টরের স্বীকৃত প্রস্তুতকারী ও রপ্তানিকারক শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে উহাদের পণ্য রপ্তানির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী আমদানি করিতে পারিবে এবং এইরূপ সুবিধা প্রত্যক্ষ রপ্তানিকারক ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হইবে।

(১০) প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র বা চুক্তিপত্রের বিপরীতে কাঁচামাল আমদানি করা যাইবে; এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের অথরাইজেশনের প্রয়োজন নাই।

*(১১) উপ-অনুচ্ছেদ ২ এর আলোকে আমদানির পরবর্তীতে বন্ডেড ওয়্যার হাউস পদ্ধতির আওতায় পরিচালিত শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র বা চুক্তিপত্র বা ক্রয়াদেশের বিপরীতে অথবা মাস্টার রপ্তানি ঋণপত্র এবং ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র ছাড়াই কেবল ক্রেতা কর্তৃক নিশ্চিত চুক্তির বিপরীতে Free of Cost (FoC) ভিত্তিতে ক্রেতার চাহিদামত বিজিএমইএ/বিকেএমইএ এর প্রত্যয়নপত্রের ভিত্তিতে কাঁচামাল ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি এবং মোড়ক সামগ্রী আমদানি করিতে পারিবে, এইরূপ ক্ষেত্রে-

(ক) বিদ্যমান কারখানার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট লিয়েন ব্যাংক কর্তৃক বিগত বৎসরের রপ্তানি তথা পারফরমেন্সের বিষয়ে ইস্যুকৃত সনদপত্রের উপর ভিত্তি করিয়া বিজিএমইএ বা বিকেএমইএ'র প্রত্যয়নপত্রের মাধ্যমে অনুচ্ছেদ ২৫ এর উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর দফা (ক) এর টেবিলেরর ক্রমিক নং-১ (মিক্সসহ সকল ধরনের কটন ফেব্রিক্স) অনুযায়ী পরিমাণ নির্ধারণ করা হইবে; এবং

*(খ) নতুন কারখানা, বন্ধ কারখানা পুনরায় চালু হলে বস্ত্র অধিদপ্তর বা ইনভেস্ট বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত উৎপাদন ক্ষমতার শতকরা ৫০ ভাগ পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া আমদানি করিতে পারিবে। পরবর্তিতে উপ-অনুচ্ছেদ ১১ এর নির্দেশনার আলোকে এফওসি ভিত্তিতে আমদানি করিতে পারিবে।

**(১২) [বিলুপ্ত করা হইয়াছে]

* সেপ্টেম্বর ২৪, ২০২৬ তারিখের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী প্রতিস্থাপিত হয়েছে

** সেপ্টেম্বর ৮, ২০২৬ তারিখের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী বিলুপ্ত করা হয়েছে

(১৩) উপ-অনুচ্ছেদ (১১) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া শুধুমাত্র শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থানীয় উৎপাদনকারী ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হইতে স্থানীয় ঋণপত্র বা ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র বা চুক্তিপত্র বা এফওসি ভিত্তিতে কাঁচামাল ও আনুষঙ্গিক দ্রবাদি সংগ্রহ করিতে পারিবে।

*(১৪) স্থানীয় নন-বন্ডেড প্রতিষ্ঠান টেক্সটাইল পণ্য বা রাসায়নিক পণ্য বা অন্য কোনো উপকরণ প্রচ্ছন্ন বন্ডেড প্রতিষ্ঠান হতে ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র বা চুক্তিপত্রের মাধ্যমে বিজিএমইএ বা বিকেএমইএ এর প্রত্যয়ন পত্রের ভিত্তিতে রপ্তানি আদেশের বিপরীতে ইউডি'তে উল্লিখিত পরিমান কাঁচামাল সংগ্রহ করিতে পারিবে।

(১৫) তৈরি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত চালানে নগণ্য পরিমাণ বা মূল্যের টুকরা বা কাটা কাপড় পাওয়া গেলে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সম্পূর্ণ কন্টেইনার বা চালান আটক না করিয়া কেবল টুকরা বা কাটা কাপড় আটক করিতে হইবে।

(১৬) তৈরি পোশাক শিল্পের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট রপ্তানি আদেশ সম্পাদনের জন্য আমদানিকৃত এমব্রয়ডার্ড কাপড়, ব্যাজ, লেবেল, স্টিকার ও প্যাচসহ সংশ্লিষ্ট কাঁচামালের ক্ষেত্রে ১৮.২৯ মিঃ এর নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হইবে না।

(১৭) রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক বা বস্ত্র শিল্পের জন্য ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র বা চুক্তিপত্রের প্রতিষ্ঠার পূর্বে অথবা এলসি ব্যতিরেকে আমদানির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট চুক্তিপত্র সম্পাদনের পূর্বে কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী যদি জাহাজীকরণ করা হয় তাহা হইলে ইহা আমদানি নীতি আদেশের লঙ্ঘন হিসাবে গণ্য হইবে না।

(১৮) পোশাক শিল্প কারখানায় ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কাঁচামাল ও মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে ঋণপত্র খোলা ব্যতিরেকে মূল্যসীমা নির্বিশেষে আমদানি করা যাইবে।

(১৯) বন্ডেড ওয়্যারহাউস পদ্ধতির অধীনে পরিচালিত করোগেটেড কার্টন, থ্রেড, পলিব্যাগ, বাটার ফ্লাই, লেবেল, ইন্টারলাইনিং গামটেপ, চামড়া, চামড়াজাত দ্রব্যাদি, ফুটওয়্যার ইত্যাদি প্রস্তুতকারক শতভাগ রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানের কেমিক্যালসহ কাঁচামাল ও এক্সেসরিজ আমদানির ক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি বা চুক্তিপত্রের সুবিধার পাশাপাশি পূর্ববর্তী প্রক্রিয়া অর্থাৎ বন্ডেড ওয়্যারহাউস এর আওতায় ক্যাশ এলসি পদ্ধতিতে আমদানির ব্যবস্থাও চালু থাকিবে।

(২০) বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স প্রাপ্ত শতভাগ রপ্তানিমুখী অলংকার উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুমোদিত উপকরণ আমদানির ক্ষেত্রে ঋণপত্র খোলার প্রয়োজন হইবে না, তবে উক্তরূপে ঋণপত্র না খুলিয়া আমদানিকৃত উপকরণ ছাড়করণের জন্য কাস্টমস কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

(২১) আংশিক রপ্তানিমুখী শিল্পের কাঁচামাল ও প্রয়োজনীয় উপকরণ আমদানি-

(অ) স্থানীয় উৎপাদনকারী শিল্পসমূহকে রপ্তানিতে উৎসাহিত করিবার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ বিপণনের পাশাপাশি আংশিক রপ্তানিতব্য পণ্যের আমদানিকৃত কাঁচামাল ও প্রয়োজনীয় উপকরণ শতভাগ ব্যাংক গ্যারান্টির বিপরীতে ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন এবং ইউটিলাইজেশন পারমিশনের ভিত্তিতে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ ছাড় প্রদান করিবে; এবং

(আ) রপ্তানির উদ্দেশ্যে আমদানিকৃত কাঁচামাল দ্বারা প্রস্তুত রপ্তানি পণ্যের মূল্য সংযোজন হার বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন নির্ধারণ করিবে ও কাঁচামালের প্রাপ্যতা ইপিবি অথবা পণ্য সংশ্লিষ্ট পোষক নোটিফিকেশনের মাধ্যমে জারি করিবে।

(২২) শতভাগ রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পসহ যেকোনো রপ্তানিমুখী বন্ডেড প্রতিষ্ঠান ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে নন বন্ডেড যেকোনো উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হইতে বিদ্যমান মূল্য সংযোজন কর আইন ও বিধি অনুসরণপূর্বক যেকোনো উপকরণ, কাঁচামাল সংগ্রহ করিতে পারিবে।

(২৩) অন্যান্য রপ্তানিকারক শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল আমদানি-

(ক) অস্বচ্ছ হীরা **(rough diamond)** **(এইচএস কোড ৭১০২.১০, ৭১০২.২১, ৭১০২.৩১)-**

(অ) সুপারভাইজড বন্ডেড ওয়্যার হাউস পদ্ধতির অধীন পরিচালিত শতভাগ রপ্তানিমুখী ফিনিশড হীরা প্রস্তুতকারক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ, ঋণপত্র খোলা ব্যতিরেকে, কাঁচামাল

* সেপ্টেম্বর ২৪, ২০২৬ তারিখের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী প্রতিস্থাপিত হয়েছে

হিসাবে অস্বচ্ছ হীরা (rough diamond) মূল্য পরিশোধ ব্যতিরেকে, কনসাইনমেন্ট ভিত্তিতে অথবা বিদেশি ক্রেতা কর্তৃক নিশ্চিত রপ্তানি চুক্তি বা আদেশের বিপরীতে এই উপ-অনুচ্ছেদের অন্যান্য শর্তপূরণ সাপেক্ষে সাইট বা ইউজেন্স এলসি পদ্ধতিতে অস্বচ্ছ বা অমসৃণ হীরা (rough diamond) আমদানি করিতে পারিবে, তবে রপ্তানি চুক্তি বা আদেশের বিপরীতে আমদানির ক্ষেত্রে, মূল্য সংযোজন অর্থসহ আমদানি ব্যয় ন্যূনতম রপ্তানি মূল্য হিসাবে বিবেচিত হইবে, যাহা বৈধ ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রত্যাবাসন করিতে হইবে;

(আ) অমসৃণ হীরা প্রসেসিং এর ক্ষেত্রে কাটিং লস হইবে অনূর্ধ্ব শতকরা ৭৫ (পঁচাত্তর) ভাগ;

(ই) আমদানিকৃত প্রতি ক্যারেট অমসৃণ হীরার মূল্য সংযোজনের পরিমাণ ন্যূনতম ১০ (দশ) মার্কিন ডলার হিসাবে মোট রপ্তানিযোগ্য ফিনিশড হীরার মোট মূল্য সংযোজনের পরিমাণ অর্থ ব্যাংকিং চ্যানেলে এলসি ডকুমেন্টারি কালেকশন, Cash Against Document (CAD) বা টিটি (TT) এর মাধ্যমে, প্রত্যাবাসনের শর্তে, রপ্তানিকারকগণ ফিনিশড হীরা রপ্তানি করিতে পারিবে; এবং

(ঈ) অমসৃণ হীরা (Rough Diamond) আমদানি ও রপ্তানি (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ও কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত নিয়ম অনুসরণ সাপেক্ষে অমসৃণ হীরা আমদানি ও রপ্তানি করা যাইবে;

(খ) গ্রে-কাপড়-

(অ) স্বীকৃত টেক্সটাইল ফিনিশিং (মেকানাইজড) ইউনিট কর্তৃক ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি'র বিপরীতে বন্ডেড ওয়্যার হাউস পদ্ধতিতে সকল প্রকার গ্রে-কাপড় এই শর্তে আমদানি করা যাইবে যে, আমদানিকৃত সমস্ত গ্রে-কাপড় ফিনিশিং, ডাইং বা প্রিন্টিং এর পর রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পকে সরবরাহ করিতে হইবে অথবা তাহা সম্পূর্ণরূপে বিদেশে রপ্তানি করিতে হইবে;

(আ) উপ-দফা (অ) এর বিধান অনুযায়ী আমদানিকৃত গ্রে-কাপড় ফিনিশিং, ডাইং বা প্রিন্টিং এর পর সরাসরি বিদেশে রপ্তানি করা হইলে, একই অর্থ বৎসরে আমদানিকৃত গ্রে-কাপড়ের সমপরিমাণ স্থানীয় গ্রে কাপড় ফিনিশিং, ডাইং বা প্রিন্টিং এর পর রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পের নিকট সরবরাহ করিতে হইবে;

(ই) গ্রে-কাপড় আমদানি সম্পর্কিত শর্তাবলি যথাযথভাবে পালনের বিষয়ে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো মনিটর করিবে;

(ঈ) স্বীকৃত টেক্সটাইল ফিনিশিং (মেকানাইজড) ইউনিট ছাড়াও রপ্তানিমুখী পোশাক প্রস্তুতকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি'র বিপরীতে ও বন্ডেড ওয়্যারহাউস পদ্ধতিতে নিজ নিজ কাস্টমস্ পাসবুকে অন্তর্ভুক্তির পরিমাণ প্রয়োজনীয় পরিমাণ গ্রে-কাপড় আমদানি করা যাইবে, তবে আমদানিকৃত উক্ত গ্রে-কাপড় দ্বারা তৈরি পোশাক সম্পূর্ণরূপে বিদেশে রপ্তানি করতঃ নিয়ম অনুযায়ী ঐ পরিমাণ গ্রে-কাপড় পাস বুকে অন্তর্ভুক্ত করাইয়া সমন্বয় করিতে হইবে;

(উ) সুনির্দিষ্ট রপ্তানি আদেশের বিপরীতে রপ্তানি শিল্পে ব্যবহার ও সরাসরি রপ্তানির উদ্দেশ্যে প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া গ্রে-কাপড় আমদানি করা যাইবে; এবং

(ঊ) রপ্তানিমুখী স্পেশালাইজড টেক্সটাইল (ডাইং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং অথবা ডাইং, প্রিন্টিং, ফিনিশিং, উইভিং বা স্পিনিং) কেবল যাহাদের প্রযুক্তিগত যোগ্যতা আছে, সুপারভাইজড বন্ডেড ওয়্যার হাউসের আওতায় ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র ব্যতিরেকে প্রয়োজনীয় গ্রে কাপড় ও সুতা আমদানি করিতে পারিবে।

২৬। শিল্প প্রতিষ্ঠানের পণ্য উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল আমদানির জন্য শর্তাবলি।- (১) কোনো প্রকার মূল্যসীমা, সাইজ, গেজ বা জিংক প্রলেপের পরিমাণের বাধ্যবাধকতা ছাড়াই প্রাইম ও সেকেন্ডারি কোয়ালিটির এমএস শীট ও প্লেট (হট রোল), জিপি শীট, স্টেইনলেস স্টীল শীট, সিআরসিএ শীট, সিলিকন শীট, বিপি শীট বা টিন প্লেট (মিস প্রিন্ট) বাণিজ্যিক আমদানিকারক এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অবাধে আমদানিযোগ্য হইবে।

(২) ওয়েস্ট ও স্ক্র্যাপ আমদানি-

(ক) আয়রন এন্ড স্টিল স্ক্র্যাপ (এইচএস হেডিং ৭২.০৪ এবং উহার বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য সকল এইচএস কোড): শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে প্রকৃত ব্যবহারকারী স্বীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠান উহার আমদানি স্বত্ব অনুসারে আয়রন ও স্টিল ওয়েস্ট এন্ড স্ক্র্যাপ আমদানি করিতে পারিবে;

(খ) এ্যালুমিনিয়াম ওয়েস্ট এন্ড স্ক্র্যাপ (এইচএস হেডিং ৭৬.০২ এর এইচএস কোড ৭৬০২.০০ এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য): শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে প্রকৃত ব্যবহারকারী স্বীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠান উহার আমদানি স্বত্ব অনুসারে এ্যালুমিনিয়াম ওয়েস্ট এন্ড স্ক্র্যাপ আমদানি করিতে পারিবে;

(গ) কালেট স্ক্র্যাপ অব গ্লাস (এইচএস হেডিং ৭০.০১): শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে প্রকৃত ব্যবহারকারী স্বীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠান উহার আমদানি স্বত্ব অনুসারে কালেট স্ক্র্যাপ অব গ্লাস আমদানি করিতে পারিবে;

(ঘ) কপার ওয়েস্ট এন্ড স্ক্র্যাপ (এইচএস হেডিং ৭৪.০৪ এর এইচএস কোড ৭৪০৪.০০ এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য): শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে প্রকৃত ব্যবহারকারী স্বীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠান উহার আমদানি স্বত্ব অনুসারে কপার ওয়েস্ট এন্ড স্ক্র্যাপ আমদানি করিতে পারিবে;

(ঙ) পেপার অথবা পেপার বোর্ড ওয়েস্ট এন্ড স্ক্র্যাপ (এইচএস হেডিং ৪৭.০৭ এবং উহার বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য সকল এইচএস কোড): শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহারের জন্য আমদানিযোগ্য হইবে।

(চ) প্লাস্টিক ওয়েস্ট এন্ড স্ক্র্যাপ (এইচএস হেডিং ৩৯.১৫ এর এইচএস কোড ৩৯১৫.৯০ এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য): শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল হিসাবে প্লাস্টিক বা এ্যাকরেলিক ব্যবহার করে কেবল ঐ সকল স্বীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠান পোষক কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত পরিমাণ ও সুপারিশ এবং নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ব্রেক এ্যাকরেলিক হিসেবে পরিচিত প্লাস্টিক বোতল ও অন্যান্য প্লাস্টিক পণ্য (in the form of waste, parings and scrap) আমদানি করিতে পারিবে;

(ছ) রাবার টায়ার ওয়েস্ট এন্ড স্ক্র্যাপ (এইচএস হেডিং ৪০.১২ এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য): শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল হিসাবে রাবার বা স্ক্র্যাপ ব্যবহার করে কেবল ঐ সকল স্বীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠান পোষক কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত পরিমাণ ও সুপারিশ এবং নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আমদানি করিতে পারিবে; এবং

(জ) পরিবেশ ও সুরক্ষা-সংক্রান্ত বিশেষ শর্তাবলি: এইচ এস হেডিং ৩৯.১৫ ভুক্ত স্ক্র্যাপ পণ্য আমদানির সঙ্গে সঙ্গে আমদানিকৃত পণ্যের উৎস এবং উৎস দেশ সম্পর্কে পরিবেশ অধিদপ্তরকে অবহিত করিতে হইবে; এবং পরিবেশ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুযায়ী আমদানিকৃত পণ্য পরিবেশ দূষণের কারণ হইতে পারে এমন কোনো টক্সিক বা তেজস্ক্রিয় দ্রব্য আছে কিনা সে সম্পর্কে জাহাজীকরণের পূর্বে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সার্ভেয়ার প্রতিষ্ঠান এর নিকট হইতে প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শন (পিএসআই) সার্টিফিকেট আমদানিকারককে দাখিল করিতে হইবে।

(৩) শোধিত ও অশোধিত উদ্ভিজ্জ তৈল আমদানি-

(ক) নারিকেল তৈল (এইচএস হেডিং ১৫.১৩ এবং উহার বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য সকল এইচএস কোড): স্বীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যিক আমদানিকারক কর্তৃক নারিকেল তৈল আমদানি করা যাইবে, তবে মাথার চুলে ব্যবহারের জন্য আমদানিতব্য নারিকেল তৈলের এসিড ভ্যালু ০.৬

এর উর্ধ্বে হইবে না এবং সাবান শিল্পের জন্য আমদানিতব্য নারিকেল তৈলের এসিড ভ্যালু ১০.০ পর্যন্ত থাকিতে পারিবে;

(খ) ক্রুড সয়াবিন- (এইচএস হেডিং ১৫.০৭ এর অধীনে এইচ এস কোড ১৫০৭.১০ এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য): ভোজ্য তৈল উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব রিফাইনারি থাকিলে অথবা অন্য কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান কোনো রিফাইনারির সহিত চুক্তিবদ্ধ থাকিলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতিক্রমে চুক্তিতে বর্ণিত পরিমাণ ক্রুড সয়াবিন তৈল আমদানি করিতে পারিবে;

(গ) ক্রুড পাম অয়েল বা ক্রুড পাম অলিন- এইচএস হেডিং ১৫.১১ এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য সকল এইচ এস কোড): ভোজ্য তৈল উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব রিফাইনারি থাকিলে অথবা অন্য কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান কোনো রিফাইনারির সহিত চুক্তিবদ্ধ থাকিলে উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতিক্রমে ক্রুড পাম অয়েল বা ক্রুড পাম অলিন আমদানি করিতে পারিবে;

(ঘ) পরিশোধিত পাম অলিন (এইচএস হেডিং ১৫.১১ এবং উহার বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য সকল এইচএস কোড): পরিশোধিত পাম অলিন আমদানির জন্য এই আদেশের অনুচ্ছেদ ২৮ (মানুষের খাদ্য দ্রব্যাদি আমদানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শর্তাদি) এ বর্ণিত সকল বিধান প্রতিপালন করিতে হইবে এবং রপ্তানিকারক দেশের স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ এবং শিল্প ও বণিক সমিতির নিকট হইতে উহা মানুষের খাওয়ার উপযোগী মর্মে পৃথক পৃথক সনদপত্র পেশ করিতে হইবে এবং পণ্য খালাসের সময় এই সকল সনদপত্র সংশ্লিষ্ট আমদানিকারককে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিতে হইবে;

(ঙ) আমদানিকৃত ক্রুড সয়াবিন তৈল এবং ক্রুড পাম অলিন জাহাজ হইতে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে ট্যাংক টার্মিনালে সংরক্ষণ করিবে এবং ট্যাংক টার্মিনালে বন্ড পদ্ধতিতে খালাস করিতে হইলে সংরক্ষিত তৈল বন্ডেড ওয়্যার হাউস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শুল্ক-করাদি পরিশোধ সাপেক্ষে খালাস করা যাইবে, তবে কোনো আমদানিকারক জাহাজ হইতে সরাসরি খালাস করিতে চাহিলে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে যৌথ সার্ভে রিপোর্ট বা Arrival Ullage Report এবং বিল অব লেডিং এ বর্ণিত পরিমাণের উপর শুল্ক পরিশোধ সাপেক্ষে খালাস করিতে পারিবে;

(চ) ভিন্ন ভিন্ন তারিখে আমদানিকৃত পণ্য ভিন্ন ভিন্ন ট্যাংকে রক্ষিত থাকিবে, যাহাতে মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ নিশ্চিত করা যায়;

(ছ) উপ-অনুচ্ছেদ (৩)(ক), ৩(খ), (৩)(গ) ও ৩(ঘ) এ বর্ণিত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ২৮ (মানুষের খাদ্য দ্রব্যাদি আমদানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শর্তাদি) এর বিধানসহ সংশ্লিষ্ট সকল বিধিবিধান এবং সরকারি সকল নিয়মনীতি যথাযথভাবে প্রতিপালন করিতে হইবে;

(জ) ভোজ্য নিষিদ্ধ তৈলজাত পণ্য: ভোজ্য তৈল হিসাবে নিম্নবর্ণিত পণ্য, যথাঃ- ঘন (solid) বা আধাঘন (semi solid) পাম তৈল, যাহা দেখিতে ভেজিটেবল ঘি এর অনুরূপ, আরবিডি পাম স্টিয়ারিন ও ট্যালো; এবং অশোধিত পাম স্টিয়ারিন আমদানিযোগ্য হইবে না; এবং

(ঝ) ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্ট আছে এমন ভোজ্য তৈল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান শোধিত এবং অশোধিত (রিফাইন্ড এন্ড ক্রুড) পাম তৈল আমদানি করিতে পারিবে।

(৪) ঝুঁকিপূর্ণ কেমিক্যাল আমদানি-

(ক) মিথানল বা মিথাইল এ্যালকোহল-

(অ) শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে প্রকৃত ব্যবহারকারী স্বীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠান উহার আমদানি স্বত্ব অনুসারে মিথানল বা মিথাইল এ্যালকোহল (এইচএস হেডিং ২৯.০৫ এর অধীন এইচএস কোড ২৯০৫.১১ এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য) আমদানি করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ মিথানল আমদানির ক্ষেত্রে শিল্প খাতে আমদানির সাধারণ নিয়মাবলি সংক্রান্ত বিধান প্রযোজ্য হইবে না;

(আ) স্বীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠান ছাড়াও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতিক্রমে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান মিথানল বা মিথাইল এলকোহল আমদানি করিতে পারিবে;

(খ) বিষাক্ত ও ক্ষতিকর কাঁচামালের লেবেলিং: শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল যাহা জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর উপাদান এবং বিষাক্ত রাসায়নিক উপাদানে তৈরি তাহা আমদানির ক্ষেত্রে প্রতিটি ড্রামে, বোতলে বা প্যাকেটে বিষাক্ত (poisonous) কথাটি দৃশ্যমান স্থানে লিখিত বা মুদ্রিত থাকিতে হইবে।

(৫) আরবিডি পাম স্টিয়ারিন এবং ট্যালো আমদানি-

(ক) সাবান উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পোষকের সুনির্দিষ্ট সুপারিশের ভিত্তিতে কেবল তাহাদের আমদানিস্বত্ব অনুসারে আরবিডি পাম স্টিয়ারিন এবং ট্যালো আমদানি করা যাইবে;

(খ) আরবিডি পাম স্টিয়ারিন এবং ট্যালো আমদানির পর পোষক কর্তৃপক্ষকে উহার আমদানির পরিমাণ ও ব্যবহার সম্পর্কে অবহিত করিতে হইবে এবং পূর্ববর্তী সুপারিশের ভিত্তিতে আমদানিকৃত পণ্যের যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর পোষক কর্তৃপক্ষ পরবর্তী শেয়ার আমদানির অনুমতি প্রদান করিবে; এবং

(গ) আরবিডি পাম স্টিয়ারিন এবং ট্যালো বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আমদানিযোগ্য হইবে না।

(৬) ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী আমদানি-

(ক) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ও স্বীকৃত ঔষধ প্রস্তুতকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উহাদের বার্ষিক উৎপাদন চাহিদার ভিত্তিতে মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর হইতে কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রীর বিবরণ, মূল্য ও পরিমাণ সম্বলিত তালিকার (ব্লকলিস্ট) অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে এবং উক্ত ব্লকলিস্ট বহির্ভূত কোনো পণ্য অবাধে আমদানিযোগ্য হইলেও সংশ্লিষ্ট ঔষধ শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উহা আমদানি করা যাইবে না;

(খ) ঔষধ শিল্পের যে সমস্ত কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী আমদানির ক্ষেত্রে মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের অনুমোদনের অতিরিক্ত কোনো কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণের শর্ত এই আদেশে উল্লিখিত রহিয়াছে সেইক্ষেত্রে উক্ত কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী আমদানির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে এবং অনুমোদিত ব্লকলিস্টের অনুলিপি যথারীতি মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর কর্তৃক কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট এবং প্রধান নিয়ন্ত্রক, আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে সরবরাহ করিতে হইবে; এবং

(গ) আমদানিকৃত কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী আমদানি সংক্রান্ত ইনভয়েস ও কাঁচামালের বিশ্লেষণ প্রতিবেদন মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র অথবা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শন এজেন্ট (Pre-shipment Inspection Agent) এর নিকট হইতে প্রতিটি পণ্যের পরিমাণ, মূল্য ও গুণাগুণ সম্পর্কে প্রদত্ত সনদপত্রের ভিত্তিতে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ উহা ছাড় প্রদান করিবে।

(৭) **আইডব্লিউটি অপারেটর, হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশুর খামার এবং মাছ ধরা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক পণ্যাদি আমদানি-** বিদ্যমান বিধি-বিধান সাপেক্ষে শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃত নহে এইরূপ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ অপারেটর, মাছ ধরা প্রতিষ্ঠান এবং হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশুর খামার উহাদের প্রয়োজনানুযায়ী আমদানিযোগ্য পণ্যসমূহ আমদানি করিতে পারিবে, তবে এইরূপ আমদানির জন্য এই আদেশে উল্লিখিত শর্তাদি ও নিয়মাবলি যথাযথভাবে পালন করিতে হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়
বাণিজ্যিক খাতে আমদানির বিধানাবলি

২৭। বাণিজ্যিকভাবে পণ্য আমদানির কতিপয় বিধানাবলি।- (১) বাণিজ্যিক আমদানিকারক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত পণ্যের তালিকা বহির্ভূত সকল শিল্পের কাঁচামাল, মোড়ক সামগ্রী ও খুচরা যন্ত্রাংশ চুক্তিতে নির্ধারিত পন্থায় (অনুচ্ছেদ ৬ অনুযায়ী) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে অবাধে আমদানিযোগ্য হইবে।

(২) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীনে বাংলাদেশে রেজিস্ট্রিকৃত বিদেশি কোম্পানি বা সংস্থা উহাদের আমদানিযোগ্য বাণিজ্যিক পণ্য প্রধান নিয়ন্ত্রকের পূর্বানুমতি ছাড়াই বাণিজ্যিক আমদানি নিবন্ধন সনদপত্রের বিপরীতে আমদানি করিতে পারিবে।

২৮। মানুষের খাদ্য দ্রব্যাদি আমদানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শর্তাদি।- (১) যেকোনো দেশে উৎপাদিত দুগ্ধ, দুগ্ধজাত খাদ্যদ্রব্যাদি, ভোজ্য তৈল ও অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী আমদানির ক্ষেত্রে-

(ক) আমদানিকৃত দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত খাদ্যদ্রব্য Added Melamine মুক্ত, দুগ্ধ আহরণ করা হয় এরুপ গাভী Estrogenic Hormones and Hormone growth promotants (HGPs) treatment মুক্ত এবং ভারী ধাতুর মাত্রা Codex Standard অনুযায়ী রহিয়াছে মর্মে রপ্তানিকারক দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সনদপত্র আমদানিকারককে অবশ্যই কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে;

(খ) যে সকল সবজি বীজ ও শস্য সরাসরি খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে সেই সকল সবজি বীজ ও শস্য আমদানির ক্ষেত্রেও দফা (ক) তে উল্লিখিত বিধান প্রযোজ্য হইবে; এবং

(গ) যেকোনো দেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানির ক্ষেত্রে শিপিং ডকুমেন্টের সহিত রপ্তানিকারক দেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক খাদ্যদ্রব্য মানুষের খাওয়ার উপযোগী (fit for Human Consumption) মর্মে প্রত্যয়ন (certification) থাকিতে হইবে এবং তাহা ব্যাংকিং মাধ্যমে শিপিং দলিলাদির সহিত থাকিতে হইবে।

(২) কেবল উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ বর্ণিত শর্তাদি সন্তোষজনকভাবে পূরণ করিবার পরই কাস্টমস কর্তৃপক্ষ ও বন্দর কর্তৃপক্ষ জাহাজ হইতে সংশ্লিষ্ট মাল জেটিতে নামাইবার অনুমতি প্রদান করিবেন।

(৩) জাহাজ বন্দরে পৌঁছাইবার পর খাদ্য পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা দপ্তরের বিদ্যমান বিধিবিধান মোতাবেক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতি অনুসরণপূর্বক নিষিদ্ধ এন্টিবায়োটিক পরীক্ষা করিতে হইবে এবং পরীক্ষার ফলাফল বিরূপ হইলে সম্পূর্ণ চালান ফেরত পাঠাতে হইবে অথবা ধ্বংস করিতে হইবে।

(৪) বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন সময় সময় বাজার হইতে উক্ত দ্রব্যাদির নমুনা সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষা করিবে এবং তাহাতে ক্ষতিকর মাত্রার তেজস্ক্রিয়তা পাওয়া গেলে উক্ত সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা যাইবে।

(৫) আমদানিকৃত আরবিডি পাম স্টিয়ারিনের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ের জন্য বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই) বা বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর) বা বাংলাদেশ রেফারেন্স ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্টস (বিআরআইসিএম) অথবা বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের স্বীকৃত অন্য কোনো পরীক্ষাগার কর্তৃক পরীক্ষা করাইতে হইবে এবং তদুদ্দেশ্যে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ, আমদানিকারক বা তাহার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে আরবিডি পাম স্টিয়ারিনের নমুনা সংগ্রহ করিবে এবং উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ আমদানিকৃত উক্ত দ্রব্যাদির নমুনা পরীক্ষার ব্যবস্থা করিবে এবং তাহা আমদানি দলিলে বর্ণিত আরবিডি পাম স্টিয়ারিন কিনা, সে সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন ৪৮ ঘন্টার মধ্যে কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৬) আমদানিকৃত বা আমদানিতব্য যে সমস্ত খাদ্যের পরীক্ষণ পদ্ধতি খাদ্য মন্ত্রণালয় নির্ধারণ করিয়াছে সেই সমস্ত খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসৃত হইবে।

(৭) পচনশীল খাদ্যদ্রব্য হিসাবে বিদেশ হইতে হিমায়িত মাংস ও সামুদ্রিক খাদ্য আমদানির ক্ষেত্রে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দিষ্ট নি:শর্ত ও অব্যহত ব্যাংক গ্যারান্টির বিপরীতে আমদানিকারকের জিম্মায় তাহার ওয়্যারহাউসে সাময়িকভাবে রাখা যাইবে।

(৮) দুগ্ধজাত খাদ্য (মিল্ক ফুড) নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে এইচএস হেডিং ০৪.০২ বা ১৯.০১ এবং উহার বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য সকল এইচএস কোডে বর্ণিত দুগ্ধজাত খাদ্য, ননিযুক্ত শিশু খাদ্যসহ সকল প্রকার দুগ্ধজাত খাদ্যসামগ্রী আমদানি করা যাইবে, যথা:-

(ক) দুগ্ধজাত শিশুখাদ্য খুচরা মোড়কে ২.৫ কেজি পর্যন্ত কেবল টিনসহ বায়ুরুদ্ধ মোড়ক বা Bag in Box এ আমদানি করিতে হইবে;

(খ) ননিযুক্ত দুগ্ধজাত খাদ্য খুচরা মোড়কে ২.৫ কেজি পর্যন্ত টিন বা Bag in Box পাত্রে আমদানি করিতে হইবে;

(গ) ইনভেস্ট বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ বা বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন বা জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান (আইপিএইচএন) কর্তৃক স্বীকৃত প্যাকিং বা ক্যানিং সেক্টরের স্বীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্থানীয়ভাবে মোড়কজাতকরণের (খুচরা) উদ্দেশ্যে বৃহৎ বায়ুরুদ্ধ (Hermetic Container) মোড়কে ননিযুক্ত দুগ্ধজাত খাদ্য ও শিশুখাদ্য আমদানি করিতে হইবে;

(ঘ) আমদানিকৃত ননিযুক্ত দুগ্ধজাত খাদ্যসহ সকল ধরনের শিশুখাদ্যের টিন বা বায়ুরুদ্ধ মোড়ক বা Bag in Box এর উপর দৃশ্যমান স্থানে "মায়ের দুধের বিকল্প নাই" কথাটি বাংলায় অথবা ইংরেজিতে সুস্পষ্টভাবে ও অপেক্ষাকৃত বড় হরফে লিখিত থাকিতে হইবে;

(ঙ) মিল্ক ফুডের টিন বা বায়ুরুদ্ধ মোড়ক বা Bag in Box এর উপর দুধের উপাদান এবং বিভিন্ন উপকরণের আনুপাতিক হার বাংলায় অথবা ইংরেজিতে লিখিত থাকিতে হইবে;

(চ) প্রতিটি টিনসহ বায়ুরুদ্ধ মোড়ক বা Bag in Box এর গায়ে মিল্ক ফুড প্রস্তুতের তারিখ ও মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার তারিখ বাংলা অথবা ইংরেজিতে সুস্পষ্টভাবে এমবুস অথবা অমোচনীয় কালি দ্বারা কম্পিউটারাইজড প্রিন্টিং করা থাকিতে হইবে;

(ছ) প্রতিটি টিনসহ বায়ুরুদ্ধ মোড়ক বা Bag in Box এর গায়ে মিল্ক ফুড এর প্রকৃত ওজন (নেট ওয়েট) বাংলা বা ইংরেজিতে লিখিত থাকিতে হইবে এবং দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত শিশুখাদ্য আমদানির ক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান (IPHN) কর্তৃক প্রদত্ত রেজিস্ট্রেশন নম্বর স্পষ্টাক্ষরে প্রতিটি টিন বা টিনসহ বায়ুরুদ্ধ মোড়ক বা Bag in Box এর গায়ে উল্লিখিত থাকিতে হইবে; এবং

(জ) শিশু খাদ্যের অর্থাৎ যাহাতে শতকরা ১৯ (উনিশ) ভাগ পর্যন্ত ফ্যাট জাতীয় দ্রব্য থাকে সেইক্ষেত্রে প্রতিটি টিনসহ বায়ুরুদ্ধ মোড়ক বা Bag in Box এর মধ্যে মাপিবার চামচও সরবরাহ করিতে হইবে।

(৯) ননিবিহীন গুঁড়াদুধ নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে আমদানি করা যাইবে, যথা:-

(ক) বস্তায় অথবা টিনের সিলযুক্ত প্যাকিংয়ে;

(খ) রপ্তানিকারক দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সত্যায়িত বিশ্লেষণ সনদ পেশকরণ এবং উক্ত সনদে এই মর্মে একটি ঘোষণা থাকিতে হইবে যে, আমদানিকৃত গুঁড়া দুধ মানুষের খাওয়ার জন্য উপযোগী; এবং

(গ) বস্তা বা টিন বা পাত্রের উপর দুধ তৈরির তারিখ ও মানুষের খাওয়ার উপযোগিতার মেয়াদ শেষ হইবার তারিখ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(১০) প্যাকিং সংক্রান্ত বিধান -

(ক) সকল প্রকার খাদ্য ও পানীয় আমদানির ক্ষেত্রে প্রতিটি পাত্র বা কন্টেইনার বা মোড়কের গায়ে সুস্পষ্টভাবে প্রিন্ট বা এমবুস বা অমোচনীয় কালি দ্বারা উপাদানসমূহ, উৎপাদনের তারিখ ও মেয়াদোত্তীর্ণ হইবার তারিখ উল্লেখ করিতে হইবে, যাহা পৃথকভাবে লেবেল ছাপাইয়া তাহা মোড়ক বা পাত্র বা কন্টেইনারের গায়ে লাগানো যাইবে না;

(খ) বাল্ক (Bulk) শিপমেন্টের ক্ষেত্রে উপাদানসমূহ, উৎপাদনের তারিখ ও মেয়াদোত্তীর্ণ হইবার তারিখ সংবলিত কমার্সিয়াল ইনভয়েস বা প্যাকিং লিস্ট বা অন্য প্রযোজ্য ডকুমেন্টস কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার ন্যূনতম ০৬ (ছয়) মাস পূর্বে জাহাজীকরণ করতে হইবে:

আরো শর্ত থাকে যে, মানুষের খাওয়ার উপযুক্ত কিনা এ সংক্রান্ত প্রত্যয়ন পত্রে উক্ত পণ্যের মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ উল্লিখিত থাকিতে হইবে।

(১১) সংরক্ষিত খাদ্যে preservative, additive এবং রং ব্যবহার করিলে উহার মাত্রা ও বিবরণ প্রিন্ট বা এমবুসের মাধ্যমে উল্লেখ থাকিতে হইবে যাহা পৃথকভাবে লেবেল লাগানো যাইবে না।

(১২) খাদ্য ও পানীয় প্রস্তুতে ব্যবহার্য কাঁচামালসমূহের মধ্যে যেইগুলি নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে ব্যবহার অনুপযোগী হইয়া পড়ে সে সকল পণ্য আমদানির ক্ষেত্রেও উৎপাদন ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ পাত্র বা কন্টেইনার বা মোড়কের গায়ে লিখিত বা মুদ্রিত থাকিতে হইবে।

(১৩) আমদানিতব্য সকল খাদ্যদ্রব্য (সরাসরি খাওয়া বা পান করা যায় বা প্রক্রিয়াকরণের পরে খাদ্য বা পানীয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়) আমদানির ক্ষেত্রে উৎস নির্বিশেষে এইরূপ খাদ্যদ্রব্য ক্ষেত্র অনুসারে কোন্ বয়সের মানুষের খাওয়ার উপযোগী তাহা উল্লেখ করা সহ "মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর নয়", "ক্ষতিকর কোনো দ্রব্য মিশ্রিত নাই" এবং "ক্ষতিকর জীবাণুমুক্ত" মর্মে রপ্তানিকারক দেশের সরকার বা সরকার অনুমোদিত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নপত্র শিপিং ডকুমেন্টের সহিত সংযোজন করিতে হইবে।

(১৪) বাংলাদেশে খাদ্যদ্রব্য আমদানির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চা অনুসরণ করিয়া ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং খালাসোত্তর নিরীক্ষার ভিত্তিতে উক্ত খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে এ আদেশের পরিশিষ্ট-৪ এ অন্তর্ভুক্ত খাদ্যদ্রব্য বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই) এর নির্ধারিত ফরমে বিএসটিআই এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ বা সংশ্লিষ্ট সংস্থা "মনুষ্য খাদ্যের উপযুক্ততা" বিষয়ে ছাড়পত্র প্রদান করিবে। পণ্য খালাসের ক্ষেত্রে পরীক্ষার প্রয়োজন হইলে বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর), বাংলাদেশ রেফারেন্স ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্টস (বিআরআইসিএম) বা বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড (বিএবি) কর্তৃক অনুমোদিত (Accredited) ল্যাব যাহা খাদ্য ব্যবসার সাথে জড়িত নহে বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ল্যাবরেটরিতে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে ছাড়পত্র প্রদান করিতে হইবে।

(১৫) কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশে আমদানিকৃত খাদ্যদ্রব্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা দপ্তর কর্তৃক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার আওতায় উক্ত খাদ্যদ্রব্য ছাড় করিবার পূর্বে খাদ্যদ্রব্যের নমুনা (সর্বোচ্চ ৫% আমদানি চালানের ক্ষেত্রে) বিএসটিআই বা বিসিএসআইআর বা বিআরআইসিএম বা বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড (বিএবি) কর্তৃক অনুমোদিত (Accredited) ল্যাব এর নিকট সরবরাহ করিবে এবং নমুনা সংগ্রহ করিবার পূর্বে আমদানিকারক বা তার প্রতিনিধিকে অবহিত করিতে হইবে এবং অনুমোদিত ল্যাবরেটরির পরীক্ষায় উহা খাদ্যমান সম্পন্ন না হইলে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ উক্ত খাদ্য বাজেয়াপ্ত করিবার কার্যক্রম গ্রহণসহ আমদানিকারকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(১৬) বিএসটিআই নির্ধারিত খাদ্যমানের চাইতে নিম্নমানের খাদ্যদ্রব্য আমদানি হইলে তাহা আমদানিকারকের নিজ খরচে রপ্তানি উৎস দেশে বা তৃতীয় কোনো দেশে ফেরত পাঠাইতে হইবে এবং খাদ্যদ্রব্য আমদানির ক্ষেত্রে ঋণপত্রে উক্তরূপ শর্ত সংযোজন করিতে হইবে।

(১৭) সরকারি ত্রাণসামগ্রী হিসাবে খাদ্যদ্রব্য আমদানি করা হইলে খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত ল্যাবটেস্ট পরীক্ষায় "মানুষের খাওয়ার উপযোগী" প্রত্যয়ন প্রাপ্তি সাপেক্ষে খালাস করা যাইবে।

(১৮) মানুষের খাদ্য হিসাবে জিএমও (GMO-Genetically Modified Organism), এলএমও (LMO-Living Modified Organism) আমদানির ক্ষেত্রে Bangladesh Biosafety Guidelines ও বাংলাদেশ জীব নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২ অনুসরণ করিতে হইবে।

(১৯) বন্ডেড ওয়্যারহাউজের অধীন পরিচালিত শতভাগ রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পোষক কর্তৃপক্ষের সুপারিশ সাপেক্ষে শুধুমাত্র রপ্তানির উদ্দেশ্যে মাছ ও মাংস আমদানি করা যাইবে।

২৯। মৎস্য, হাঁস-মুরগির ও পশু সংশ্লিষ্ট দ্রবাদি আমদানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শর্তাদি।- (১) মৎস্য খাদ্য, হাঁস-মুরগির খাদ্য, পশুর খাদ্য ও পশুপুষ্টি উপকরণ আমদানির ক্ষেত্রে মৎস্য অধিদপ্তর বা প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে এবং নিম্নবর্ণিত শর্তাদি প্রতিপালন করতে হবে:

(ক) রপ্তানিকারক দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত খাদ্যদ্রব্য মৎস্য বা হাঁস-মুরগি বা পশুর খাওয়ার উপযোগী এই মর্মে প্রত্যয়নপত্র;

(খ) উৎস দেশ সংক্রান্ত সনদপত্র (সার্টিফিকেট অব অরিজিন);

(গ) হরমোন ও স্টেরয়েড মুক্ত এই মর্মে প্রত্যয়নপত্র;

(ঘ) **আমদানিকৃত প্যাকেটজাত পণ্যের প্যাকেটের গায়ে "কেবল মৎস্য বা পশুখাদ্যে ব্যবহৃত হইবে" মর্মে উল্লেখ থাকিতে হইবে**;

(ঙ) আমদানিকৃত পণ্যের প্যাকেটের গায়ে প্রিন্ট বা এমবুস বা অমোচনীয় কালি দ্বারা উপাদানসমূহ, উৎপাদনের তারিখ ও মেয়াদোত্তীর্ণ হইবার তারিখ বা সময় অবশ্যই উল্লেখ করিতে হইবে;

(চ) বাল্ক (Bulk) শিপমেন্টের ক্ষেত্রে উপাদানসমূহ, উৎপাদনের তারিখ ও মেয়াদোত্তীর্ণ হইবার তারিখ বা সময় সম্বলিত কমার্সিয়াল ইনভয়েস বা প্যাকিং লিস্ট বা অন্য প্রযোজ্য ডকুমেন্টস কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে; এবং

(ছ) মৎস্য ও পশু খাদ্যের মধ্যে ব্যবহৃত উপকরণ নিরাপদ উৎস্য থেকে সংগৃহীত এবং এতে Insecticide ও Pesticide এর সর্বোচ্চ অবশিষ্টাংশ Maximum Residue Level (MRL) এর পরিমাণ উল্লেখ করত: উৎস্য দেশের যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত সনদপত্র দাখিল করিতে হইবে;

(২) পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত শিল্পে, মৎস্য শিল্পে এবং ডেইরি ও ডেইরিজাত শিল্পে ব্যবহার্য ভ্যাকসিন, ঔষধ, ডায়াগনস্টিক রিএজেন্ট বা কিট, জীবানুনাশক, মৎস্য খাদ্য উপকরণ ও অন্যান্য একুয়া ইনপুটস প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মৎস্য অধিদপ্তর বা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতিক্রমে আমদানিযোগ্য হইবে।

(৩) মৎস্য বা হাঁস-মুরগি বা পশুখাদ্য আমদানির জন্য ঋণপত্র বা চুক্তিপত্র বা অন্যান্য বৈধ উপায়ে আমদানির সময় উপ-অনুচ্ছেদ (১) ও (২) এর শর্তাবলি পালন করিতে হইবে এবং তা ঋণপত্র বা চুক্তিপত্র বা সংশ্লিষ্ট দলিলে উল্লেখ করিতে হইবে।

(৪) পশু ও পশুজাত পণ্য, উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্য এবং মৎস্য ও মৎস্য পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে কোয়ারেন্টাইন শর্তাবলি প্রযোজ্য হইবে এবং উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্য আমদানি ও রপ্তানিতে উদ্ভিদ সংগনিরোধ আইন, ২০১১ এবং পশু ও পশুজাত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পশু ও পশুজাত পণ্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০০৫ এবং মৎস্য ও মৎস্য পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রন) আইন, ২০২০ এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে এবং উপর্যুক্ত পণ্যসমূহের চালান খালাসের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যতদুর সম্ভব ঝুঁকি ব্যাবস্থপনার মাধ্যমে সনদ বা লাইসেন্স বা পারমিট বা অনুমতিপত্র বা ছাড়পত্র প্রদান করিবে এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার আওতায় খালাসকৃত পণ্যচালানের বেলায় ক্ষেত্রমত, খালাসোত্তর নিরীক্ষা পরিচালনা করিবে।

(৫) জীবন্ত মৎস্য (অ্যাকুয়ারিয়াম বা বাহারি মৎস্যসহ), প্রজননক্ষম মৎস্য, মৎস্য বীজ (ক্রায়োপ্রিজারভড মিল্টসহ) ও মৎস্যচাষে ব্যবহৃত সংশ্লিষ্ট উপকরণ আমদানির ক্ষেত্রে মৎস্য সংগনিরোধ আইন, ২০১৮, ও মৎস্য হ্যাচারী আইন, ২০১০ এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

(৬) মুরগির বাচ্চা, হাঁস-মুরগি ও পাখির ডিম-

(ক) কেবল গ্র্যান্ড প্যারেন্টস ও প্যারেন্টস স্টকের ১ (এক) দিনের হাঁস ও মুরগির বাচ্চা (এইচএস হেডিং ০১.০৫ এর অধীন শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য) এবং গ্র্যান্ড প্যারেন্টস ও প্যারেন্টস স্টকের হাঁস,

মুরগি ও পাখির হ্যাচিং ডিম (এইচএস হেডিং ০৪.০৭ এর অধীন শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অনাপত্তি সনদ (NOC) গ্রহণ সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত শর্তে আমদানি করা যাইবে, যথা:-

(অ) আমদানিতব্য মুরগির বাচ্চা সংক্রামক ব্যাধিমুক্ত এই মর্মে রপ্তানিকারক দেশের সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র থাকিতে হইবে;

(আ) World Organization for Animal Health (WOAH) এর Guideline অনুযায়ী এভিয়ান ইনফ্লুয়েন্জা বা বার্ড ফ্লু মুক্ত জোনিং বা কম্পার্টমেন্টালাইজেশনের স্বপক্ষে রপ্তানিকারক দেশের Competent Authority কর্তৃক জোনিং বা কম্পার্টমেন্টালাইজেশনের সার্টিফিকেট বা ঘোষণা দাখিল করিতে হবে;

(ই) মুরগির বাচ্চা আমদানির ক্ষেত্রে আমদানিকারককে অবশ্যই ঋণপত্র খুলিবার সময় তাহার হ্যাচারি বা ব্রিডার ফার্ম রহিয়াছে এই মর্মে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পরিচালক বা ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র ব্যাংকে প্রদর্শন করিতে হইবে;

(ঈ) আমদানিকৃত ডিমের প্রতিটি চালানের রপ্তানিকারক দেশের সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বা ক্ষমতা প্রাপ্ত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা বা বার্ড ফ্লু ভাইরাস ও ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া মুক্ত মর্মে সনদ থাকিতে হইবে; এবং

(উ) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতিক্রমে গবেষণা কার্যে ব্যবহারের জন্য Specific Pathogen Free (SPF) ডিম এবং Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) মুক্ত গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেঁড়া আমদানির করা যাইবে;

(খ) হাঁস-মুরগি ও পাখির ডিম (এইচএস হেডিং ০৪.০৭ এর অধীন শ্রেণিবিন্যাস যোগ্য) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতিক্রমে আমদানি করা যাইবে।

(৭) গবাদিপশু (এইচএস হেডিং ০১.০২ এর অধীন শ্রেণিবিন্যাস যোগ্য) এবং গবাদিপশুর হিমায়িত সিমেন (এইচএস হেডিং ০৫.১১ এর অধীন শ্রেণিবিন্যাস যোগ্য)-

(ক) গবাদিপশু যেমন ফ্রিজিয়ান, শাহিওয়াল ও জার্সি জাতের- Pure-bred breed গরু এবং Murrah, Niliravi এবং Mediteranean জাতের- Pure-bred breed মহিষ ব্যতিত অন্যান্য গরু এবং মহিষ আমদানি নিষিদ্ধ:

তবে শর্ত থাকে ফ্রিজিয়ান, শাহিওয়াল, জার্সি ও ব্রামাহ (Brahmah) জাতের গরুর এবং Murrah, Niliravi এবং Mediterannen জাতের মহিষের হিমায়িত সিমেন (ডিপ ফ্রোজেন সিমেন) এবং এমব্রায়ো (Embryo) আমদানি করা করা যাইবে:

আরো শর্ত থাকে যে, গবেষণা কাজের জন্য যেকোনো উন্নত জাতের গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেঁড়ার হিমায়িত সীমেন (ডিপ ফ্রোজেন সীমেন) ও এমব্রায়ো (Embryo) আমদানি করা যাইবে;

(খ) দফা (ক) তে বর্ণিত সীমেনের জাত এবং উহা সংক্রামক ও যৌনব্যাধিমুক্ত এবং রপ্তানিকারক দেশ Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) মুক্ত, এই মর্মে উক্ত দেশের যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সনদপত্র থাকিতে হইবে এবং আমদানিকৃত ডিপ-ফ্রোজেন সিমেন (Deep Frozen Semen) ও এমব্রায়ো (Embryo) বন্দরে আগমনের পর খালাসোত্তর নিরীক্ষা (Post Clearance Audit) পরিচালনার উদ্দেশ্যে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Risk Management) পদ্ধতির ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় নমুনা সংগ্রহপূর্বক পণ্য খালাসের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার ফলাফল প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আমদানিকৃত ডিপ-ফ্রোজেন সিমেন ও এমব্রায়ো বাজারজাত, বিতরণ বা ব্যবহার করা যাইবে না।

(৮) জীবন্ত মৎস্য (অ্যাকুয়ারিয়াম/বাহারি মৎস্যসহ), প্রজননক্ষম মৎস্য, মৎস্য বীজ (ক্রায়োপ্রিজারভড মিল্টসহ) ও মৎস্যচাষে ব্যবহৃত সংশ্লিষ্ট উপকরণ আমদানির ক্ষেত্রে মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৬৮ নং আইন) ও মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০ (২০১০ সালের ১৪ নং আইন) এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

(৯) হাঁস-মুরগি ও পাখি আমদানির ক্ষেত্রে Avian Influenza মুক্ত মর্মে রপ্তানিকারক দেশের যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(১০) টিন জাতীয় মোড়কে আমদানিকৃত মাছের ক্ষেত্রে (Canned Fish) মোড়কের গায়ে পণ্য প্রস্তুত ও মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার তারিখ এবং প্রকৃত ওজন (নেট ওয়েট) বাংলা বা ইংরেজিতে সুস্পষ্টভাবে এমবুস অথবা অমোচনীয় কালি দ্বারা কম্পিউটারাইজড প্রিন্টিং করা থাকিতে হইবে এবং পৃথকভাবে লেবেল ছাপাইয়া মোড়কের গায়ে লাগানো যাইবে না।

(১১) মাছ আমদানির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারক দেশের সরকার বা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক মাছে ফরমালিন নাই এই মর্মে সনদপত্র কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(১২) আমদানিকৃত মাছে ফরমালিন ব্যবহার করা হইয়াছে কিনা তাহা সরকার স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাদেশের প্রবেশ বন্দর (Port of Entry) এ পরীক্ষা করাইতে হইবে এবং ফরমালিন নাই এই মর্মে প্রত্যয়ন সাপেক্ষে খালাসযোগ্য হইবে।

(১৩) গরু, ছাগল ও মুরগির মাংস ও মানুষের খাওয়ার উপযোগী এবং অন্যান্য পশুর মাংস আমদানির ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি গ্রহণ করিতে হইবে এবং মোড়কের গায়ে রপ্তানিকারক দেশের মাংস উৎপাদনের তারিখ ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ এমবুস বা প্রিন্টেড থাকিতে হইবে এবং উহাতে সংরক্ষণের পদ্ধতি উল্লেখ করিতে হইবে এবং পৃথকভাবে লেবেল ছাপাইয়া মোড়কের গায়ে লাগানো যাইবে না।

(১৪) আমদানিকৃত পণ্য Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) এবং Avian influenza মুক্ত মর্মে রপ্তানিকারক দেশের যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সনদপত্র থাকিতে হইবে।

(১৫) মাংস আমদানির ক্ষেত্রে "যে কোনো ধরণের সংক্রামক রোগ মুক্ত" মর্মে রপ্তানিকারক দেশের যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রত্যয়নপত্র কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

৩০। বিশেষ কিছু পণ্যের আমদানির বিধানাবলি।- (১) বিস্ফোরক- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন বিস্ফোরক পরিদপ্তরের প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শকের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে নিম্নরূপ পণ্যসমূহ আমদানি করা যাইবে না, যথা:-

(ক) এইচএস হেডিং ২৯.০৪ এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য ট্রাই নাইট্রোটলুইন, এইচএস হেডিং ৩৬.০১ হইতে ৩৬.০৪ এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য বিস্ফোরকসহ কোনো প্রকার বিস্ফোরক দ্রব্য;

(খ) এইচএস হেডিং ২৫.০৩, ২৮.০২ এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য সালফার, এইচএস হেডিং ২৮.০৪ এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য ফসফরাস, এইচএস হেডিং ২৮.২৯ এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য পটাশিয়াম ক্লোরেট, এইচএস হেডিং ২৮.৩৪ এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য পটাশিয়াম নাইট্রেট, বেরিয়াম নাইট্রেট, সোডিয়াম নাইট্রেট, এ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, এইচএস হেডিং ২৮.০৫ এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য এ্যালুমিনিয়াম পাউডার, এইচএস হেডিং ২৮.৩০ এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য আর্সেনিক সালফাইড এবং ক্যালসিয়াম কার্বাইডসহ কোনো প্রকার প্রজ্বলনীয় কঠিন পদার্থ, জারক পদার্থ, বিষাক্ত পদার্থ;

(গ) টিসিবি এর মাধ্যম ছাড়া অন্য কোনো আমদানিকারক বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিস্ফোরক পদার্থ আমদানি করিতে পারিবে না;

(ঘ) টিসিবি কর্তৃক আমদানিকৃত বিস্ফোরক পদার্থ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অবগত করাইয়া প্রকৃত ব্যবহারকারীর নিকট বিক্রয় করা যাইবে;

(ঙ) সরকার কর্তৃক স্বীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শকের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে উহাদের রেজিস্ট্রিকৃত স্বত্ব পর্যন্ত ঐ জাতীয় বিস্ফোরক সামগ্রী আমদানি করিতে পারিবে, তবে এইরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুচ্ছেদ ২০ এর আওতায় আমদানি স্বত্বের অতিরিক্ত বিস্ফোরক দ্রব্য আমদানি করা যাইবে না;

(চ) প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক ছাড়পত্র প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে আমদানিতব্য পটাশিয়াম ক্লোরেটের পরিমাণ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে; এবং

(ছ) শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানি স্বত্বের বিপরীতে আমদানিকৃত বিস্ফোরক পদার্থ শুধু উহাদের কারখানায় উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হইবে, তবে উহা বিক্রয়, স্থানান্তর অথবা অন্য কোনোভাবে ব্যবহার করা যাইবে না।

(২) তেজস্ক্রিয় পদার্থ- বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ এবং পারমানবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত আয়নায়নকারী বিকিরণ উৎপাদনক্ষম যন্ত্রপাতি, তেজস্ক্রিয় অথবা নিউক্লিয়ার পদার্থসহ সকল বিকিরণ উৎস বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এর পূর্বানুমতি সাপেক্ষে আমদানিযোগ্য হইবে, যথা:-

(ক) এইচএস হেডিং ২৮.৪৪ হইতে ২৮.৪৬, ৮১.০৯, ৮১.১২ ও ৮৫.৩৫ এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য তেজস্ক্রিয় পদার্থ ও আইসোটোপসহ সংশ্লিষ্ট সকল পণ্য, এইচএস হেডিং ৯০.২২ এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য সকল এইচএস কোড এবং এইচএস হেডিং ৯০.২৭ এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য এক্সরে যন্ত্রসহ আয়নায়ণকারী বিকিরণ উৎপাদকক্ষম সংশ্লিষ্ট সকল যন্ত্রপাতি;

(খ) নিউক্লিয়ার পদার্থ, পারমানবিক রি-অ্যাক্টর এবং ইহার যন্ত্রাংশ (এইচএস হেডিং ৮৪.০১, ২৬.১২ এবং উহার বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য সংশ্লিষ্ট এইচএস কোড); এবং

(গ) সকল রাসায়নিক পদার্থ (Chemical) আমদানির ক্ষেত্রে আধার মজবুত এবং সমুদ্র পথে পরিবহনসহ উঠানো নামানোর ক্ষেত্রে সকল প্রকার ঝুঁকি প্রতিরোধ করিবার উপযোগী হইতে হবে এবং আধারের গায়ে অভ্যন্তরস্থ বস্তুর রাসায়নিক বা টেকনিক্যাল নাম (Generic Name) লিখিত থাকিতে হইবে।

(৩) বেসামরিক বিমান বা হেলিকপ্টার- বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতিক্রমে সংশ্লিষ্ট এয়ার নেভিগেশন অর্ডার বা সার্কুলার এর উপযুক্ত ধারা বা নিয়মাবলি প্রতিপালন সাপেক্ষে নূতন কিংবা পুরাতন যেকোনো ধরনের এয়ারক্রাফট (এরোপ্লেন বা হেলিকপ্টার) ও উহার নূতন কিংবা পুরাতন যন্ত্রাংশ (ইঞ্জিন কিংবা ইঞ্জিনের খুচরা যন্ত্রাংশ, অথবা উভয়ই, এয়ারক্রাফটের অন্যান্য যন্ত্রাংশ) সংশ্লিষ্ট এইচএস কোড অনুযায়ী আমদানিযোগ্য হইবে।

(৪) এসিড-

(ক) কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১ নং আইন) এবং এসিড (আমদানি, উৎপাদন, মজুদ, পরিবহণ, বিক্রয় ও ব্যবহার) নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০০৪ এর অধীন লাইসেন্স গ্রহণ করিয়া কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে পোষক কর্তৃক নির্ধারিত আমদানি স্বত্বে বর্ণিত পরিমাণ গাঢ়, তরল অথবা মিশ্রণসহ যে কোনো প্রকার সালফিউরিক এসিড, হাইড্রোক্লোরিক এসিড, নাইট্রিক এসিড, ফসফরিক এসিড, কস্টিক পটাশ, কার্বলিক এসিড, ব্যাটারি ফ্লুইড (এসিড), ক্রোমিক এসিড ও এ্যাকুয়া-রেজিয়া এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত এসিড জাতীয় (করসিভ) অন্যান্য দ্রব্যাদি আমদানি করিতে পারিবে এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান ছাড়াও সরকার কর্তৃক স্বীকৃত শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতিক্রমে উক্ত এসিড আমদানি করিতে পারিবে; এবং

(খ) কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বা নিজস্ব ব্যবহারের উদ্দেশ্যে এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১ নং আইন) এবং এসিড (আমদানি, উৎপাদন, মজুদ, পরিবহণ,

বিক্রয় ও ব্যবহার) নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০০৪ এর অধীন লাইসেন্স গ্রহণ করিয়া বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতি সাপেক্ষে দফা (ক) তে বর্ণিত এসিড আমদানি করিতে পারিবে।

(৫) ফরমালিন ও ফরমালিন জাতীয় পণ্যসমূহ- ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ৫নং আইন) এবং ফরমালিন (আমদানি, উৎপাদন, পরিবহণ, মজুদ, বিক্রয় ও ব্যবহার) নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০১৫ এর সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক ফরমালডিহাইড, ফরমালডিহাইড সলিউশন, মিথানল সলিউশন, মিথাইল অ্যালডিহাইড, মিথাইল অ্যালডিহাইড সলিউশন, মিথাইলডিহাইড, মিথাইলডিহাইড সলিউশন, প্যারাফরমালডিহাইড, প্যারাফরমালডিহাইড সলিউশন, প্যারাফরম, ফরমাজিন, ফরমল, মরবিসিড ও ফরমালিন আমদানিযোগ্য হইবে।

(৬) রাসায়নিক সার-

(ক) এইচএস হেডিং ৩১.০৩ এর আওতায় শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য রং মিশ্রিত ও দানাদার এসএসপি এবং পাউডার এসএসপি অর্থাৎ যে কোনো প্রকার রং মিশ্রিত এসএসপি এবং সকল প্রকার দানাদার এসএসপি এবং পাউডার এসএসপি সার এবং দানাদার ফিউজড ম্যাগনেশিয়াম ফসফেট সার আমদানি নিষিদ্ধ;

(খ) এইচএস হেডিং ৩১.০২ হইতে ৩১.০৫ এবং উহাদের বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য অন্যান্য রাসায়নিক সার দফা (গ) হতে (জ) পর্যন্ত শর্তাদি প্রতিপালন সাপেক্ষে আমদানিযোগ্য হইবে;

(গ) আমদানিকৃত সার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত সার উৎপাদনে ব্যবহৃত উপাদানসমূহের তালিকা জাহাজীকরণ দলিলের সহিত থাকিতে হইবে;

(ঘ) আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সার্ভেয়ার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শন সনদ জাহাজীকরণ দলিলের সহিত থাকিতে হইবে এবং এতৎসঙ্গে বর্ণিত আমদানিকৃত সারের বিনির্দেশিকা (স্পেসিফিকেশন) কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত বিনির্দেশিকার সহিত সংগতিপূর্ণ হইতে হইবে;

(ঙ) কেবল ম্যানুফ্যাকচারার কিংবা তাহার প্রতিনিধির নিকট হইতে সার আমদানি করা যাইবে;

(চ) জাহাজীকরণ দলিলের ইনভয়েস এ আমদানিকৃত সারের বিনির্দেশিকা এবং বাহ্যিক ও রাসায়নিক গুণাবলি (ফিজিক্যাল এন্ড কেমিক্যাল প্রোপারটিজ) সম্পর্কে তথ্যাদি পরিবেশন করিতে হইবে;

(ছ) শর্ত দফা (চ) তে বর্ণিত পরিবেশিত বিনির্দেশিকা ও গুণাবলি কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত বিনির্দেশিকা ও গুণাবলির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হইতে হইবে;

(জ) বিল অব লেডিং এ আন্তর্জাতিক বিধান অনুসারে অন্যান্য তথ্যাদি পরিবেশন করিতে হইবে;

(ঝ) আমদানিকারককে বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার এসোসিয়েশনের সদস্য হইতে হইবে; এবং

(ঞ) দফা (গ) হতে (জ) পর্যন্ত বর্ণিত শর্তাদি পূরণ হইলে আমদানিকৃত সার ‘‘পোস্ট ল্যান্ডিং ইন্সপেকশন’’ ছাড়াই খালাস করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, পরবর্তীতে পরীক্ষায় দূষণীয় পদার্থ পাওয়া গেলে সরবরাহকারী ও আমদানিকারক যৌথভাবে দায়ী থাকিবে।

(৭) গ্রাউন্ড রক ফসফেট (এইচএস হেডিং ২৫.১০ এর এইচএস কোড ২৫১০.২০ এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য) গ্রাউন্ড রক ফসফেট নিম্নবর্ণিত বিধানাবলি পালন সাপেক্ষে আমদানি করা যাইবে, যথা:-

(ক) Total Phosphates (as P2O5) percent 28.00 by weight minimum;

(খ) Particle size: Minimum 90 percent of the materials shall pass through 0.15 mm IS sieve and the balance 10 percent of the materials shall pass through 0.25 mm IS sieve;

(গ) মান নিশ্চিত করিতে নমুনা কৃষি মন্ত্রণালয় অথবা কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত সংস্থায় পরীক্ষার জন্য দাখিল করিতে হইবে এবং নমুনা পরীক্ষায় যথাযথ মান সম্পন্ন পাওয়া গেলে কৃষি মন্ত্রণালয় অনাপত্তি পত্র প্রদান করিবে;

(ঘ) কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি পত্র ব্যাংকে দাখিল করা হইলে ব্যাংক ঋণপত্র খুলিবে; এবং

(ঙ) আমদানিকৃত গ্রাউন্ড রক ফসফেট কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত সংস্থায় পোস্ট ল্যান্ডিং ইন্সপেকশন করাইতে হইবে এবং পরীক্ষায় নমুনা সঠিক পাওয়া গেলে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ পণ্য খালাসের অনুমতি প্রদান করিবে।

(৮) বালাইনাশক এবং উহাদের কাঁচামাল ও উপকরণের আমদানি-

(ক) বালাইনাশক (পেস্টিসাইডস) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ২৪ নং আইন) এবং বালাইনাশক বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধান অনুযায়ী বালাই নাশকের আমদানিযোগ্যতা নির্ধারিত হইবে এবং বালাইনাশক দ্রব্যাদি নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে আমদানি করা যাইবে, যথা:-

(অ) আধার মজবুত এবং সমুদ্র পথে পরিবহণসহ উঠানো নামানোর সকল প্রকার ঝুঁকি প্রতিরোধ করিবার উপযোগী হইতে হইবে;

(আ) আধারের গায়ে অভ্যন্তরস্থ বস্তুর রাসায়নিক বা টেকনিক্যাল নাম লিখিত থাকিতে হইবে; এবং

(ই) আধারের গায়ে বালাইনাশক (পেস্টিসাইডস) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ২৪ নং আইন) এবং বালাইনাশক বিধিমালা, ১৯৮৫ এর আলোকে লেবেলিং করিতে হইবে।

(খ) বাংলাদেশ উত্তম কৃষি পদ্ধতি (Good Agricultural Practice) প্রচলনের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় তদধীন সংস্থা মাটি, ফসল ও উদ্ভিদের জন্য ক্ষতিকর বা প্রকারান্তরে মানব দেহের জন্য ক্ষতিকর বা পরবর্তীতে ক্ষতিকর হইতে পারে এমন কীটনাশক এর আমদানি অনুমতি প্রদান নিয়ন্ত্রণ করিবে, তবে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বাণিজ্য সহজীকরণ চুক্তি (TFA) অনুযায়ী কোনো পণ্যের আমদানিতে এক বা একাধিক উৎস নির্দিষ্টকরণ করা যাইবে না; এবং

(গ) দেশে কীটনাশক ও বালাইনাশক উৎপাদন উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সংস্থার সহিত পরামর্শ করিয়া বৈধ কীটনাশক ও বালাইনাশকের উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণ ও কাঁচামালের একটি তালিকা প্রণয়ন করিয়া তাহা আমদানির লক্ষ্যে প্রকাশ করিবে এবং সংশ্লিষ্ট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনে ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণ উপাদানের আমদানির অনুমতি প্রদান করিবে।

(৯) পুরাতন কাপড়- কেবল নির্বাচিত আমদানিকারকগণ কর্তৃক তাহাদের অনুকূলে প্রদত্ত পূর্বানুমতির ভিত্তিতে এবং নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে পুরাতন কাপড় (এইচএস হেডিং ৬৩.০৯ এবং উহার বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য সকল এইচএস কোড) আমদানি করা যাইবে, যথা:-

(ক) শুধুমাত্র কম্বল, সুয়েটার, লেডিস কার্ডিগ্যান, জীপার জ্যাকেটসহ পুরুষের জ্যাকেট, পুরুষের ট্রাউজার্স, সিনথেটিক ও ব্লেন্ডেড কাপড়ের শার্ট পুরাতন কাপড় হিসাবে আমদানিযোগ্য হইবে;

(খ) প্রত্যেক আমদানিকারকের হিস্যা অনূর্ধ্ব ৭৫ (পচাত্তর) হাজার টাকা হইবে এবং উক্ত হিস্যার মধ্যে পুরাতন কাপড় আমদানির সর্বোচ্চ পরিমাণ নিচের টেবিলে সংশ্লিষ্ট পণ্যের বিপরীতে বর্ণিত ওজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে, যথা:-

ক্রমিক নং	পণ্যের নাম	পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)
১.	কম্বল	১ (এক) মে. টন
২.	সুয়েটার	৩ (তিন) মে. টন

৩.	লেডিস কার্ডিগ্যান	৩ (তিন) মে. টন
৪.	জীপার জ্যাকেটসহ পুরুষের জ্যাকেট	৩ (তিন) মে. টন
৫.	পুরুষের ট্রাউজার	৩ (তিন) মে. টন
৬.	সিনথেটিক ও ব্লেন্ডেড কাপড়ের শার্ট	১ (এক) মে. টন

;

(গ) কোনো একজন আমদানিকারক দফা (খ) তে উল্লিখিত টেবিলে বর্ণিত ৬ (ছয়) টি পণ্যের মধ্যে একাধিক পণ্য আমদানি করিতে চাহিলে সেইক্ষেত্রে তাহার প্রাপ্য ৭৫ (পচাত্তর) হাজার টাকার সামগ্রিক হিস্যার মধ্যে সংশ্লিষ্ট পণ্যগুলির মূল্যের আনুপাতিক হারে নিরূপিত ওজনের মধ্যেই সেইগুলির আমদানি সীমাবদ্ধ থাকিবে;

(ঘ) অন্যান্য প্রাসঙ্গিক শর্তাদি উল্লেখপূর্বক পৃথকভাবে যথাসময়ে প্রধান নিয়ন্ত্রক কর্তৃক গণবিজ্ঞপ্তি জারি করা হইবে এবং উক্ত গণবিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে নির্বাচিত আমদানিকারকগণ কর্তৃক পুরাতন কাপড় আমদানির জন্য ঋণপত্র খোলা যাইবে;

(ঙ) পুরাতন কাপড়ের সকল চালানের সহিত রপ্তানিকারক দেশের শিল্প ও বণিক সমিতি হইতে এই মর্মে একটি সনদপত্র দাখিল করিতে হইবে যে, সংশ্লিষ্ট চালানের মধ্যে আমদানি নিষিদ্ধ কোনো পণ্য নাই;

(চ) পুরাতন কাপড়ের জন্য নিবন্ধিত বাণিজ্যিক আমদানিকারকগণ নির্বাচন প্রক্রিয়া বহির্ভূতভাবে পুরাতন কাপড় আমদানি করিতে পারিবে না;

(ছ) জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে গঠিত ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট জেলা কমিটি কর্তৃক মোট ৩ (তিন) হাজার আমদানিকারক প্রকাশ্য লটারির মাধ্যমে জনসংখ্যার ভিত্তিতে আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত জেলা কোটা অনুযায়ী নির্বাচন করা হইবে; এবং

(জ) সংশ্লিষ্ট আমদানিকারকগণ যাহাতে আমদানিকৃত পুরাতন কাপড় নিজ নিজ জেলায় লইয়া যায় সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় তদারকির ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(১০) ঔষধ -

(ক) বাংলাদেশে বাজারজাতকরণের জন্য ঔষধের মান ও মূল্য সংবলিত-অনুচ্ছেদ ২৬ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৬) এ বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর কর্তৃক সরকারি গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশিত আমদানিযোগ্য ঔষধের তালিকাভুক্ত ঔষধসমূহ এইচএস হেডিং ২৯.৩৫ এর অধীন শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য সালফোনামাইড, এইচএস হেডিং ২৯.৩৭ হইতে ২৯.৩৯ এবং উহাদের বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য সকল পণ্য, এইচএস হেডিং ২৯.৪১ এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য এন্টিবায়োটিকস, এইচএস হেডিং ৩০.০১ এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য সকল পণ্য, এইচএস হেডিং ৩০.০২ এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য লাইভ ভ্যাকসিন (Live vaccine) সহ এইচএস হেডিং ৩০.০৩ ও ৩০.০৪ এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর কর্তৃক পূর্বে অনুমোদন করাইয়া আমদানি করিতে হইবে এবং উক্ত অনুমোদনপত্রে ঔষধের পরিমাণ, ট্রেড নাম ও জেনেরিক নাম, মূল্য ও ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং উৎপাদনের তারিখ ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ উল্লেখ থাকিতে হইবে; ঔষধ ও কসমেটিক আইন, ২০২৩ অনুযায়ী ঔষধ প্রশাসন বা সরকারের পূর্ব অনুমোদন নাই এমন কোনো ঔষধ বাংলাদেশে আমদানি করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার দ্বিপাক্ষিক বা আন্তর্জাতিক চুক্তির মাধ্যমে কোনো দেশে উদ্ভাবিত, উৎপাদিত এবং উক্ত দেশ হইতে জাহাজীকৃত কোনো ঔষধ বা স্বাস্থ্য সামগ্রী উক্ত দেশের ঔষধ মান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষার এবং বাজারজাত করিবার অনুমতি রহিয়াছে এমন পণ্যের আমদানি ও বাজারজাতকরণে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বা ক্ষেত্র বিশেষে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে সহিত পরামর্শ করিয়া আমদানি ও বাজারজাত করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে;

(খ) অনুচ্ছেদ ২৬ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৬) এবং অনুচ্ছেদ ৩০ এর উপ-অনুচ্ছেদ (১০) (ক) তে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের অনুমতিক্রমে এইচএস হেডিং ২৯.৩৬ এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য সকল পণ্য এবং এইচএস হেডিং ৩৫.০৭ এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য এনজাইমস, ঔষধ আমদানিকারক ও ঔষধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিযোগ্য। তবে, ঔষধ আমদানিকারক ও ঔষধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পোষক কর্তৃপক্ষের সুপারিশক্রমে এইচএস হেডিং ২৯.৩৬ এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য সকল পণ্য এবং এইচএস হেডিং ৩৫.০৭ এর আওতাধীন এনজাইমস আমদানিযোগ্য:

তবে শর্ত থাকে যে, উল্লিখিত আমদানিকৃত পণ্য বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর), বিএসটিআই, বাংলাদেশ রেফারেন্স ইন্সটিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্ট এবং বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড এর অনুমোদিত ল্যাব কর্তৃক পরীক্ষান্তে খালাসযোগ্য হইবে এবং এইচ এস হেডিং ২৯.৩৬ এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য ফিড গ্রেড পণ্য এবং এইচএস হেডিং ৩৫.০৭ এর আওতাধীন শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য ফিড গ্রেড এনজাইম মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অনাপত্তি সনদ (NOC) গ্রহণ সাপেক্ষে আমদানিযোগ্য;

(গ) ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের অনুমতিক্রমে এবং এই আদেশের অনুচ্ছেদ ২৬ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৬) ও অনুচ্ছেদ ৩০ এর উপ-অনুচ্ছেদ (১০)(ক) তে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে এইচএস হেডিং ৩০.০৫ এর এইচএস কোড ৩০০৫.৯০ এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য ব্যান্ডেজ (স্টেরাইল সার্জিক্যাল), এইচএস হেডিং ৩৮.২২ এর এইচএস কোড ৩৮২২.০০ এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য কম্পোজিট ডায়াগনস্টিকস (ইনভিভো), এইচএস হেডিং ৯০.১৮ এর এইচএস কোড ৯০১৮.৩১ এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য সিরিঞ্জ (ডিসপোজেবল নিডলসহ অথবা নিডল ছাড়া) ব্লিস্টার প্যাকে অথবা রিবন প্যাকে ও Sterile Prefill Glass Syringe, এইচএস হেডিং ৯০.১৮ এর অধীন এইচএস কোড ৯০১৮.৯০ এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য ব্লাড ব্যাগস (স্টেরাইল) ফর ট্রান্সফিউশন এবং এইচএস হেডিং ৯০১৮.৩৯ এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য Complete Infusion Set আমদানিযোগ্য;

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার কর্তৃক দ্বিপাক্ষিক বা আন্তর্জাতিক চুক্তির মাধ্যমে মেডিক্যাল ইক্যুইপমেন্ট ও মেডিক্যাল ডিভাইস আমদানি করিতে পারিবে;

(ঘ) ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের অনুমতিক্রমে এবং অনুচ্ছেদ ২৫ এর উপ-অনুচ্ছেদ (১) ও অনুচ্ছেদ ২৯ এর উপ-অনুচ্ছেদ (১০) এর দফা (ক) তে বর্ণিত শর্ত প্রতিপালন সাপেক্ষে এইচএস হেডিং ৩৯.২৬ এর অধীন এইচএস কোড ৩৯২৬.৯০ এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য পার্টস এন্ড ফিটিংস ফর ইনফিউশন সেট আমদানি করা যাইবে;

(ঙ) দফা (ক) ও (গ) এর শর্তাংশের বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত সরকার বা ঔষধ প্রশাসনের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোনো মেডিক্যাল ইকুইপমেন্ট, পার্সোনাল প্রটেকটিভ ইকুইপমেন্ট উৎপাদন, বাজারজাতকরণ বা চিকিৎসা উপকরণ বা আনুষঙ্গিক উৎপাদন বা পণ্য আমদানি করা যাইবে না; এবং

(চ) বিদেশে চিকিৎসা হইতে প্রত্যাগত কোনো রোগী তাহার চিকিৎসা ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ব্যাগেজে সর্বোচ্চ ২০০ (দুইশত) মার্কিন ডলার মূল্যের ঔষধ ও প্রয়োজনীয় উপকরণ আমদানি করিতে পারিবে।

(১১) সিগারেট- আমদানিযোগ্য সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে বাংলায় সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ “ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর” স্পষ্টভাবে মুদ্রিত থাকিতে হইবে, তবে বন্ডেড ওয়্যারহাউস কর্তৃক সিগারেট আমদানির ক্ষেত্রে সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে উক্তরূপ সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ বাংলা ব্যতীত অন্য কোনো ভাষায় মুদ্রণ করা যাইবে।

(১২) সিগারেট পেপার শুধুমাত্র মেকানাইজড সিগারেট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিযোগ্য।

(১৩) সফটওয়্যার **(software)**- বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত বিধিবিধান অনুসরণ করিয়া সফটওয়্যার আমদানি করা যাইবে।

(১৪) স্বর্ণ ও রৌপ—

(ক) স্বর্ণ নীতিমালা (Gold Policy) ২০১৮ (সংশোধিত) ২০২১ মোতাবেক স্বর্ণ (স্বর্ণবার ও স্বর্ণালঙ্কার) আমদানিযোগ্য হইবে; এবং

(খ) Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (Act No. VII of 1947) এ প্রদত্ত শর্ত পূরণ সাপেক্ষে রৌপ্য আমদানি করা যাইবে।

(১৫) গ্যাস সিলিন্ডার বা গ্যাসাধার এবং গ্যাস ইন সিলিন্ডার আমদানি-

(ক) বিস্ফোরক অধিদপ্তর হইতে ছাড়পত্র গ্রহণ সাপেক্ষে গ্যাস সিলিন্ডার বা গ্যাসাধার আমদানি করা যাইবে; এবং

(খ) প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শকের ছাড়পত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে গ্যাস ইন সিলিন্ডার (এইচএস হেডিং ২৭.০৫ এবং উহার বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য সকল এইচএস কোড) আমদানি করা যাইবে।

(১৬) পেট্রোলিয়াম তৈল ও বিটুমিনাস মিনারেল ক্রুড হইতে সংগৃহীত সকল তৈল- বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কর্তৃক পেট্রোলিয়াম তৈল, বিটুমিনাস মিনারেল ক্রুড হইতে সংগৃহীত সকল তৈল (এইচএস হেডিং ২৭.০৯ এর অধীন শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য) আমদানিযোগ্য, তবে বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতিক্রমে আমদানিযোগ্য হইবে এবং বেসরকারি খাতের আমদানিকারককে এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৩নং আইন) অনুযায়ী এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন এর নিকট হইতে লাইসেন্স প্রাপ্ত হইতে হইবে।

(১৭) ইথাইলিন অক্সাইড গ্যাস আমদানি-

(ক) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় বা ইনভেস্ট বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ বা ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সুপারিশ মোতাবেক প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শকের পূর্বানুমতিক্রমে শিল্প প্রতিষ্ঠান (Bottling কারখানাসহ) কর্তৃক সিলিন্ডারে করিয়া বা বাল্ক আকারে (এইচএস হেডিং ২৭.০৯ এর এর অধীন শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য) আমদানিযোগ্য হইবে; এবং

(খ) বাল্ক আকারে আমদানির পর সিলিন্ডারভুক্ত করিয়া Explosives Act, 1884 (Act. IV of 1884) ও তদধীন প্রণীত বিধিমালার আওতায় গৃহীত লাইসেন্সধারীদের নিকট বিক্রয়যোগ্য হইবে এবং উক্তরূপে বিক্রিত গ্যাসের বিক্রয়ের হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(১৮) পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য- পেট্রোলিয়ামজাত সকল পণ্য ও লিকুইফাইড ন্যাচারাল গ্যাস (এলএনজি) নিম্নবর্ণিত শর্তে আমদানিযোগ্য হইবে, যথা:-

(ক) লিকুইড প্যারাফিন ব্যতীত পেট্রোলিয়ামজাত সকল পণ্য (এইচএস হেডিং ২৭.১০ এবং উহার বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য সকল এইচএস কোড) বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কর্তৃক আমদানিযোগ্য হইবে, তবে মোটর গাড়ির ইঞ্জিনের জন্য অন্যূন এপিআইএসসি বা সিসি ইঞ্জিন অয়েল ২ (দুই) স্ট্রোক ইঞ্জিনের জন্য টিসি অথবা জেএএসও-এফবি গ্রেডের লুব্রিকেটিং অয়েলসহ সকল প্রকার ফিনিশড লুব্রিকেটিং অয়েল, গ্রীজ ও ট্রান্সফরমার অয়েল বেসরকারি পর্যায়েও আমদানিযোগ্য হইবে;

(খ) দফা (ক) তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সকল প্রকার Base Oil (এইচএস কোড ২৭১০.১৯.২১) বেসরকারি লুব ব্লেন্ডিং প্লান্টসমূহ কর্তৃক আমদানিযোগ্য হইবে, তবে Recycled Lube Base Oil ও Recycled Lube Oil (এইচএস কোড, যথাক্রমে, ২৭১০.১৯.২২ ও ২৭১০.১৯.৩২) আমদানি করা যাইবে না;

(গ) বেসরকারি খাতের আমদানিকারককে এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন, ২০০৩ অনুযায়ী এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন এর লাইসেন্স প্রাপ্ত হইতে হইবে;

(ঘ) লিকুইফাইড ন্যাচারাল গ্যাস (এলএনজি), লিকুইফাইড প্রপেন ও বিউটেনস (এইচএস হেডিং ২৭.১১ এর এইচএস কোড ২৭১১.১১ এর অধীন শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য) বেসরকারি খাতে আমদানিযোগ্য:

তবে শর্ত থাকে যে, বেসরকারি আমদানিকারককে এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন, ২০০৩ অনুযায়ী এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন এর লাইসেন্স প্রাপ্ত হইতে হইবে;

(ঙ) ইথিলিন (Ethylene) এবং প্রোপাইলিন (Propylene) (এইচ এস হেডিং ২৭.১১ এর এইচ এস কোড ২৭১১.১৪ এর অধীন শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য) বিস্ফোরক পরিদপ্তরের পূর্বানুমতি এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের অনাপত্তি গ্রহণসাপেক্ষে বেসরকারি খাতে আমদানিযোগ্য হইবে;

(চ) বেসরকারি খাতে লিকুইফাইড ন্যাচারাল গ্যাস (এলএনজি) আমদানির ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে; এবং

(ছ) কেবল অনুমোদিত ফ্রাকশনেশন প্লান্টের মালিকগণ নিজস্ব প্লান্টে ব্যবহারের জন্য চাহিদা অনুযায়ী বিপিসি'র সহিত চুক্তিবদ্ধ হইলে Bangladesh Petroleum Act, 1974 (Act No. LXIX of 1974) অনুযায়ী এবং উক্ত আইনানুযায়ী, সময় সময়, সরকার কর্তৃক জারিকৃত এতৎসম্পর্কিত বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে কনডেনসেট আমদানি করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি বৎসর আমদানিতব্য কনডেনসেটের পরিমাণ ও কনডেনসেট হইতে উৎপাদিত পণ্যসমূহের আনুপাতিক হার সম্পর্কে পূর্বেই বিপিসি'র অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে এবং প্রতিটি চালানের পূর্বে আমদানিতব্য কনডেনসেটের পরিমাণ বিপিসিকে অবহিত করিয়া “কেবল চালুরত অবস্থায় নিজস্ব প্লান্টে ব্যবহারের জন্য কনডেনসেট আমদানি করা হইতেছে” এই মর্মে বিপিসি'র ন্যূনতম পরিচালক পর্যায়ের একজন কর্মকর্তার প্রত্যয়ন গ্রহণ করিতে হইবে।

(১৯) সকল প্রকার খেলনা পণ্য- প্রতিটি খেলনা কোন্ বয়সের শিশুর জন্য প্রযোজ্য হইবে উহা খেলনার গায়ে অথবা প্যাকেটের গায়ে এমবুস করিয়া মুদ্রিত থাকিবে।

(২০) সকল প্রকার বীজ- সকল প্রকার বীজ আমদানির ক্ষেত্রে উদ্ভিদ সংগনিরোধ আইন, ২০১১ এর অধীন, সময় সময়, জারিকৃত উদ্ভিদ সংগনিরোধ বিধিমালা, ২০১৮ এর প্রযোজ্য বিধি অনুসরন করিতে হইবে।

(২১) কয়লা ও পাথুরে কয়লা (হার্ড কোক)- (এইচএস হেডিং ২৭.০১ ও ২৭.০৪ এবং উহাদের বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য সকল এইচএস কোড)- সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতে কয়লা ও হার্ড কোক (পাথুরে কয়লা) আমদানির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সার্ভেয়ার প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে এই মর্মে প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন সার্টিফিকেট গ্রহণ করিতে হইবে যে, পণ্যের ঘোষিত পরিমাণ, মাপ ও গুণগতমান যথাযথ রহিয়াছে এবং পণ্যে সালফারের পরিমাণ শতকরা ৩ (তিন) ভাগ এর অধিক নাই।

(২২) এমএস বিলেট- কেবল উত্তম মানের (প্রাইম কোয়ালিটি) এমএস বিলেট (এইচএস হেডিং ৭২.০৭ এবং উহার বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য সকল এইচএস কোড) আমদানি করা যাইবে, তবে জাহাজীকরণের পূর্বে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সার্ভেয়ার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিদর্শন সাপেক্ষে এমএস বিলেট আমদানিযোগ্য হইবে এবং প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট মালামাল খালাসের সময় কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(২৩) বয়লার- বয়লারের (এইচএস হেডিং ৮৪.০২ ও ৮৪.০৪ এবং উহাদের বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য সকল এইচএস কোড) গুণগত মান সম্পর্কে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সার্ভেয়ার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্রের ভিত্তিতে বয়লার আমদানিযোগ্য হইবে।

(২৪) পরিমাপক যন্ত্র- (এইচএস হেডিং ৮৪.২৩ ও ৯০.১৬ এবং উহাদের বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য সকল এইচএস কোড) মেট্রিক পদ্ধতির উল্লেখ ব্যতীত প্রস্তুতকৃত ওজন পরিমাপক (বুরেট, পিপেট, বিকার, মেজারিং ফ্লাক্স,

মেজারিং সিলিন্ডার), মাপিবার যন্ত্রপাতি [যথা- সকল ধরনের ওয়েইং স্কেল, দৈর্ঘ্য মাপক (কাঠের স্কেল, কাপড় মাপার জন্য দর্জিদের কাজে ব্যবহৃত ফ্লেক্সিবল টেপ, সেপ কাঠ), লোড সেল, থার্মোমিটার, প্রেশার গেজ, টেক্সিমিটার, ওয়াটার মিটার ইত্যাদি)] ও উহাদের যন্ত্রাংশ (সংযুক্ত বা বিযুক্ত অবস্থায়) আমদানি করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আমদানির ক্ষেত্রে আমদানিকারক বা ডিলারগণকে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) এ নিবন্ধিত হইতে হইবে।

(২৫) যুদ্ধ জাহাজ- সকল প্রকার যুদ্ধ জাহাজ (নূতন এবং পুরাতন উভয়েই) (এইচএস হেডিং ৮৯.০৬ এবং উহার বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য সকল এইচএস কোড) কেবল প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক আমদানিযোগ্য হইবে।

(২৬) তরবারি ও বেয়োনেটসহ সকল পণ্য - তরবারি ও বেয়োনেটসহ সকল পণ্য (এইচএস হেডিং ৯৩.০৭ এবং উহার বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য সকল এইচএস কোড) কেবল ব্যবহারকারী সংস্থাসমূহ কর্তৃক পোষক বা প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্রের ভিত্তিতে আমদানিযোগ্য হইবে।

(২৭) টায়ার কর্ড ফেব্রিক্স- মাছ ধরার জাল প্রস্তুতের উপযোগী সেকেন্ডারি কোয়ালিটির টায়ার কর্ড ফেব্রিক্স বাণিজ্যিক ভিত্তিতে অবাধে আমদানিযোগ্য হইবে।

(২৮) পরিশোধিত এডিবল অয়েল- পরিশোধিত এডিবল অয়েল নিম্নবর্ণিত শর্ত পূরণ সাপেক্ষে আমদানি করা যাইবে, যথা:-

(ক) পরিশোধিত এডিবল অয়েল বাল্ক আকারে, পরিশোধিত এডিবল অয়েল বহনকারী ট্যাংকারেই আমদানি করিতে হইবে;

(খ) উক্ত পণ্য খালাসের পর পরিশোধিত এডিবল অয়েল সংরক্ষণ উপযোগী ট্যাংক টার্মিনালে সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট আমদানিকারককে উক্ত পণ্য দেশের অভ্যন্তরে পরিবহণ বা সরবরাহ করিবার সময় উহা অবশ্যই পরিশোধিত এডিবল অয়েল বহনকারী ট্যাংকারে বা নূতন কনটেইনারে পরিবহণ বা সরবরাহ করিতে হইবে;

(গ) আমদানিতব্য পরিশোধিত এডিবল অয়েল রপ্তানিকারক দেশের স্ট্যান্ডার্ডস মান সম্পন্ন এবং বাংলাদেশের বিএসটিআই মান সম্পন্ন হইতে হইবে এবং এতৎসংক্রান্ত বিষয়ে উভয় দেশের কর্তৃপক্ষের বৈধ সনদপত্র পণ্য খালাসের সময় কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে;

(ঘ) ড্রাম বা বোতল বা কনটেইনারে আমদানির ক্ষেত্রে উহাদের গায়ে পণ্য উৎপাদন ও মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ উল্লিখিত থাকিতে হইবে; এবং

(ঙ) অনুচ্ছেদ ২৩ (মানুষের খাদ্য দ্রব্যাদি আমদানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শর্তাদি) এর বিধানাবলি যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে হইবে।

(২৯) ইথানল (ইথাইল এ্যালকোহল)- ইথানল (ইথাইল এ্যালকোহল) এনালার গ্রেড (আনডিনেচার্ড) ব্যতীত এ জাতীয় সকল পণ্য আমদানি নিষিদ্ধ:

তবে শর্ত থাকে যে, কেবল ইথানল (ইথাইল এ্যালকোহল) এনালার গ্রেড (আনডিনেচার্ড) স্বীকৃত ঔষধ শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের অনুমতি ও নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে আমদানিযোগ্য হইবে।

(৩০) সাউন্ড ট্র্যাকসহ বা ট্র্যাক ছাড়া চলচ্চিত্র-

(ক) ইংরেজি ভাষায় প্রস্তুতকৃত চলচ্চিত্র কোনো প্রকার সাবটাইটেল ব্যতীত এবং উপমহাদেশীয় ভাষা ব্যতীত অন্যান্য ভাষায় প্রস্তুতকৃত চলচ্চিত্র বাংলা অথবা ইংরেজি সাবটাইটেলসহ তথ্য মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি সাপেক্ষে আমদানি করা যাইবে;

(খ) উপমহাদেশীয় ভাষায় প্রস্তুতকৃত কোনো চলচ্চিত্র ছায়াছবি, সাবটাইটেলসহ বা সাবটাইটেল ব্যতীত আমদানি করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন (এফডিসি) এর সুনির্দিষ্ট সুপারিশের ভিত্তিতে যৌথ প্রযোজনায় তৈরি ছায়াছবির প্রিন্ট নেগেটিভ আমদানি বা রপ্তানির জন্য প্রয়োজন অনুসারে আমদানি বা রপ্তানি পারমিট প্রদান করা যাইবে:

আরো শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশে নির্মিত চলচ্চিত্র SAFTA ভুক্ত দেশসমূহে রপ্তানির বিপরীতে সমান সংখ্যক চলচ্চিত্র তথ্য মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট দেশ হইতে আমদানি করা যাইবে;

(গ) সকল চলচ্চিত্র আমদানি চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বা সেন্সর বিধি সাপেক্ষে হইবে।

ব্যাখ্যা।- দফা (ক) এবং (খ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে "উপমহাদেশীয় ভাষা" অর্থ পাক-ভারত উপমহাদেশে (Indo- Pak Subcontinent) ভারত, ভুটান, নেপাল, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ ও পাকিস্থান এ প্রচলিত যে কোনো ভাষা।

(৩১) টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার যন্ত্রপাতি-

(ক) বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন হইতে বেতার ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহারের অনুমতি সাপেক্ষে এবং উক্ত ফ্রিকোয়েন্সিতে ব্যবহৃতব্য বেতার যন্ত্রপাতি আমদানির অনাপত্তি সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্রের ভিত্তিতে বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন, বেসরকারি টেলিভিশন এবং বেসরকারি রেডিও কর্তৃক রেডিও ট্রান্সমিটার ও ট্রান্সরিসিভার ওয়্যারলেস ইকুইপমেন্ট, ওয়াকিটকি এবং সাউন্ড রেকর্ডার বা রিপ্রডিউসারসহ অন্যান্য রেডিও ব্রডকাস্ট রিসিভার আমদানিযোগ্য হইবে;

(খ) সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র এবং বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন এর অনাপত্তির ভিত্তিতে এই উপ-অনুচ্ছেদের দফা (ক) এ বর্ণিত সরকারি সংস্থা ছাড়াও অন্যান্য সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা ও বেসরকারি খাতে দফা (ক) এ বর্ণিত পণ্যাদি আমদানিযোগ্য হইবে; এবং

(গ) বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন হইতে আমদানির অনাপত্তি সাপেক্ষে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক অন্যান্য টেলিযোগাযোগ যন্ত্রাদি আমদানিযোগ্য হইবে।

(৩২) রেডিও নেভিগেশনাল এইড এ্যাপারেটাস, রাডার এ্যাপারেটাস এবং রেডিও রিমোট কন্ট্রোল এ্যাপারেটাস- রেডিও নেভিগেশনাল এইড এ্যাপারেটাস, রাডার এ্যাপারেটাস এবং রেডিও রিমোট কন্ট্রোল এ্যাপারেটাস পোষক মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্রের ভিত্তিতে ব্যবহারকারী এজেন্সি কর্তৃক আমদানিযোগ্য হইবে।

(৩৩) শৃঙ্খলা বাহিনীর জন্য অস্ত্র-সরঞ্জাম- সশস্ত্র বাহিনীসমূহের জন্য ট্যাংক, সাঁজোয়া যান, সমরাস্ত্রসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরঞ্জাম প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বা সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ কর্তৃক আমদানিযোগ্য হইবে এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও অন্যান্য আধা-সামরিক বাহিনীসমূহের প্রয়োজনীয় অস্ত্র-সরঞ্জাম স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক আমদানিযোগ্য হইবে।

(৩৪) ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য- ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুতকৃত বা উক্ত দ্রব্য সংবলিত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৪ অনুসরণ এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩৫) উড প্যাকিং ম্যাটেরিয়ালস বা যন্ত্রপাতি- উড প্যাকিং ম্যাটেরিয়ালস বা উড প্যাকিংকৃত যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে কাঠ বা কাঠ জাতীয় দ্রব্যাদি IPPC (International Plant Protection Convention) এর ISPM-15 (International Sanitary and Phytosanitary Measures-15) নীতি অনুসরণে রপ্তানিকারক দেশের ক্ষমতাপ্রাপ্ত সরকারি সংস্থা কর্তৃক কাঠ ও কাঠ জাতীয় দ্রব্য Heat Treatment দ্বারা জীবাণুমুক্ত মর্মে Phytosanitary Certificate (উদ্ভিদ স্বাস্থ্য প্রমাণপত্র) রপ্তানি সংক্রান্ত দলিলাদির সহিত সংশ্লিষ্ট উদ্ভিদ সংগনিরোধ দপ্তরে ছাড়পত্রের জন্য দাখিল করিতে হইবে।

(৩৬) লবণ- যেকোনো ধরণের লবণ আমদানির ক্ষেত্রে আয়োডিনযুক্ত লবণ আইন, ২০২১ এবং জাতীয় লবণনীতি, ২০২২ এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে এবং এছাড়া, শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল হিসেবে যেকোনো ধরণের লবণ আমদানির ক্ষেত্রে পোষক কর্তৃপক্ষের সুপারিশ দাখিল করিতে হইবে।

*তবে, বন্ড লাইসেন্সধারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত বার্ষিক প্রাপ্যতা ও প্রকৃত ব্যবহারের ভিত্তিতে লবণ আমদানির পরিমাণ নির্ধারিত হইবে এক্ষেত্রে পোষক কর্তৃপক্ষের সুপারিশ গ্রহণ করিতে হইবে না।

(৩৭) কাঁচাতুলা- আমেরিকান কটন অর্থাৎ, Western Hemisphere এলাকায় উৎপাদিত এবং প্যাকিংকৃত সকল কাঁচাতুলা আমদানির ক্ষেত্রে ফিউমিগেশন বাধ্যতামূলক এবং কাঁচাতুলা আমদানির ক্ষেত্রে উদ্ভিদ সংগনিরোধ বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে এবং আমদানির ক্ষেত্রে প্রতি বেলের গায়ে "কান্ট্রি অব অরিজিন" উল্লেখের প্রয়োজন হইবে না, কিন্তু ফাইটো স্যানিটারি সার্টিফিকেটে "কান্ট্রি অব অরিজিন" উল্লেখ থাকিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তুলা আমদানির ক্ষেত্রে এই শর্ত শিথিল করা যাইবে।

(৩৮) রাসায়নিক অস্ত্র **(**নিষিদ্ধকরণ**)** আইন এ তালিকাভুক্ত কেমিক্যালসমূহ- এই আদেশের পরিশিষ্ট-৩ এ বর্ণিত কেমিক্যালসমূহ, রাসায়নিক অস্ত্র (নিষিদ্ধকরণ) আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৭ নং আইন) এবং তদধীন প্রণীত তালিকাভুক্তিকরণ বিধিমালা, ২০১০ এর শর্তপূরণ সাপেক্ষে আমদানি করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশে তফসিলভুক্ত রাসায়নিক দ্রব্য আমদানির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Pre Shipment Inspection (PSI) সম্পন্ন করিতে হইবে এবং এলসি বা চুক্তিপত্রে HS Code এর পাশাপাশি CAS Reg No উল্লেখ করিতে হইবে।

(৩৯) (ক) বিএসটিআই কর্তৃক প্রণীত বাংলাদেশ মান প্রতিপালন- এই আদেশের পরিশিষ্ট-৪ এ বর্ণিত পণ্যসমূহ উহাদের নামের বিপরীতে বর্ণিত বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সস্টিটিউশন (বিএসটিআই) কর্তৃক নির্ধারিত বাংলাদেশ মান (বিডিএস) অনুযায়ী বাজারজাতকরণের জন্য পণ্যের আমদানির ক্ষেত্রে মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রযোজ্য হইবে, তবে সরকার, প্রয়োজনে, এই তালিকা, সময় সময়, পরিবর্তন করিতে পারিবে, যথা:-

(অ) যেক্ষেত্রে রপ্তানিকারক সংশ্লিষ্ট পণ্যের এক্রেডিটেড ল্যাবরেটরি কর্তৃক ইস্যুকৃত সার্টিফিকেট প্রদান করিবে না সেইক্ষেত্রে চালানভিত্তিক আমদানিকৃত পণ্যের নমুনা বিএসটিআই অথবা সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত পরীক্ষার রিপোর্ট সম্বলিত সংশ্লিষ্ট পণ্যের মান উত্তীর্ণের প্রত্যয়নপত্র কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল সাপেক্ষে পণ্য খালাস করা যাইবে;

(আ) যেক্ষেত্রে রপ্তানিকারক সংশ্লিষ্ট পণ্যের এক্রেডিটেড ল্যাবরেটরি কর্তৃক ইস্যুকৃত সংশ্লিষ্ট বিডিএস মান অনুযায়ী সার্টিফিকেট প্রদান করিবে সেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আমদানিকৃত পণ্যটি বিনা পরীক্ষায় ছাড় করা যাইবে, তবে এই সকল ক্ষেত্রে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কৌশল হিসাবে দৈব চয়নের মাধ্যমে নির্ধারিত সংখ্যক চালান পরীক্ষা করিতে হইবে; এবং

(ই) যেক্ষেত্রে রপ্তানিকারক বিডিএস মান অনুযায়ী বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট বিভাগ হইতে সিএম লাইসেন্স গ্রহণ করিয়াছে সেইক্ষেত্রে বিনা পরীক্ষায় পণ্য ছাড় করা হইবে, তবে এই সকল ক্ষেত্রেও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কৌশল হিসাবে দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্ধারিত সংখ্যক চালান পরীক্ষা করিতে হইবে;

(খ) এইচএস হেডিং ৭০১৩ এর অন্তর্ভুক্ত পাইরেক্স ও গ্লাসওয়্যার দ্রব্যাদি আমদানির ক্ষেত্রে মানুষের ব্যবহারের উপযোগী মর্মে রপ্তানিকারক দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত স্বাস্থ্য সনদপত্র কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

* সেপ্টেম্বর ২৪, ২০২৬ তারিখের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী সন্নিবেশিত হয়েছে

৩১। শিল্প ও বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট মেশিনারিজ আমদানির বিধানাবলি।- (১) অনুমোদিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্যাপিটাল মেশিনারি ও যন্ত্রাংশ আমদানি:

*(ক) সকল অনুমোদিত শিল্প প্রতিষ্ঠান আমদানি নিবন্ধন সনদ ব্যতীত কোনো প্রতিষ্ঠান শিল্প স্থাপনের প্রয়োজনে ক্যাপিটাল মেশিনারিজ আমদানি করিতে পারিবে।;

(খ) দেশি-বিদেশি বা শতভাগ বিদেশি বিনিয়োগে স্থাপিত বা স্থাপিতব্য অনুমোদিত শিল্পের বিদেশি শেয়ারহোল্ডার, প্রবাসী বাংলাদেশি বা বিনিয়োগকারী ক্যাপিটাল মেশিনারি, যন্ত্রাংশ ও কাঁচামাল পোষক কর্তৃপক্ষের সুপারিশের ভিত্তিতে আমদানি করিতে পারিবে। আমদানি ব্যয় বিনিয়োগকারীদের ইক্যুইটির অংশ হইতে পরিশোধের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন পদ্ধতি অনুসৃত হইবে; এবং

*(গ) কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্যাপিটাল মেশিনারিজসমূহ সচল ও উৎপাদনক্ষম রাখিবার প্রয়োজনে রিপেয়ার ও মেইনটেনেন্সের জন্য প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানি করিতে পারিবে।

(ঘ) সিংগেল ফেজ বৈদ্যুতিক মিটার (এইচএস কোড ৯০২৮.৩০.১০, ৯০২৮.৩০.২০ ও ৯০২৮.৩০.৯০) সম্পূর্ণ তৈয়ারি অবস্থায় আমদানির ক্ষেত্রে উহার মান Electricity Metering Equipment (AC) Particular বা Requirements Part-2 Electromechanical Meters for Active Energy (Class 0.5, 1 and 2): BDS IEC 62053-11:2008 অনুযায়ী হইতে হইবে;বৈদ্যুতিক মিটারের যন্ত্রাংশ (এইচএস কোড ৯০২৮.৯০) আমদানি পর্যায়ে মান পরীক্ষার প্রয়োজন হইবে না, তবে আমদানিকৃত যন্ত্রাংশ দ্বারা পূর্ণাংগ মিটার প্রস্তুত করিয়া বাজারজাত করিবার পূর্বে উহার মান বিডিএস অনুযায়ী হইতে হইবে, যাহা বিএসটিআই কর্তৃক পরীক্ষা করাইতে হইবে।

(২) শিল্প ও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পুরাতন মেশিনারীজ, যন্ত্রাংশ, জাহাজ ও অন্যান্যা ইকুইপমেন্ট আমদানি- সেকেন্ডহ্যান্ড বা রিকন্ডিশন্ড ক্যাপিটাল মেশিনারি ও জেনারেটর বা জেনারেটিং সেট ও অন্যান্য মেশিনারিজ কোনো মূল্যসীমা ছাড়াই শিল্প ও বাণিজ্যিক আমদানিকারক কর্তৃক এই আদেশের বিধিবিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে আমদানি করা যাইবে, তবে পুরাতন মেশিনারি, যন্ত্রাংশ, জাহাজ ও অন্যান্যা ইকুইপমেন্ট আমদানির সময় নিম্নের শর্তাদি পালন করতে হইবে, যথা:-

(ক) আমদানিযোগ্য অনধিক ১০ (দশ) বৎসরের পুরাতন প্লান্ট এবং মেশিনারি;

(খ) যেকোনো পরিমাণ পরিবহণ ক্ষমতাসম্পন্ন নূতন অথবা অনধিক ১৫ (পনের) বৎসরের পুরাতন রেফ্রিজারেটেড জাহাজসহ ইস্পাত অথবা কাঠ নির্মিত মালবাহী ও যাত্রীবাহী জাহাজ;

(গ) মিডওয়াটার প্রকৃতির ট্রলারের ক্ষেত্রে সমুদ্রে মাছ ধরার জন্য অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসরের পুরাতন জাহাজ;

(ঘ) লং লাইনিং বা পার্স সেইনিং প্রকৃতির ট্রলারের ক্ষেত্রে সমুদ্রে মাছ ধরার জন্য নুতন অথবা অনধিক ২০ (বিশ) বৎসরের পুরাতন জাহাজ;

(ঙ) অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে হাইড্রোলিক ক্রেন সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) বৎসরের পুরাতন আমদানি করা যাইবে। প্রাইম মোভার, ডাম্প ট্রাক, ডাম্পার, মিক্সার লরি, সেলফ লোডার আমদানির ক্ষেত্রে উক্ত পণ্যসমূহের অর্থনৈতিক আয়ুষ্কাল কমপক্ষে ১০ (দশ) বৎসর রহিয়াছে এই মর্মে আমদানি উৎসে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সার্ভেয়ার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র অবশ্যই বিল অব লেডিং এর সহিত দাখিল করিতে হইবে এবং উল্লিখিত অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি সংযুক্ত যানবাহনসমূহের শ্রেণি বা ধরন সম্পর্কে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন আবশ্যিকভাবে দাখিল করিতে হইবে;

* সেপ্টেম্বর ২৪, ২০২৬ তারিখের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী প্রতিস্থাপিত হয়েছে

(চ) যে সকল পার্টস, এক্সেসরিজ ও কম্পোন্যান্টস এর আমদানি নিয়ন্ত্রিত সেই সকল পার্টস, এক্সেসরিজ ও কম্পোন্যান্টস মেশিনারির অখন্ড ও অপরিহার্য অংশ হিসাবে আমদানিযোগ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট মেশিনারিও আমদানিযোগ্য হইতে হইবে;

(ছ) শিল্প কারখানায় ব্যবহার্য সেকেন্ড-হ্যান্ড বা রিকন্ডিশন্ড ক্যাপিটাল মেশিনারি, মেডিকেল ইক্যুইপমেন্ট ও যন্ত্রাংশ এবং জেনারেটর বা জেনারেটিং সেট মূল্যসীমা ছাড়াই আমদানিযোগ্য। জেনারেটর বা জেনারেটিং সেট ব্যতীত প্রতিটি মেশিনারির ন্যূনতম অর্থনৈতিক আয়ুষ্কাল ১০ বৎসর থাকিতে হইবে এবং এ বিষয়ে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সার্ভেয়ার প্রতিষ্ঠানের সনদ বিল অব লেডিং-এর সাথে দাখিল করিতে হইবে। রিকন্ডিশন্ড জেনারেটর বা জেনারেটিং সেট সর্বোচ্চ ৫ বৎসরের বেশি পুরনো হইলে আমদানিযোগ্য নয়; এ ক্ষেত্রে রপ্তানিকারক দেশের কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নপত্র প্রয়োজন হইবে। এছাড়া, ত্রুটিপূর্ণ মেশিনারি বা ইক্যুইপমেন্ট আমদানির পর মেরামত করিয়া রপ্তানি বা স্থানীয়ভাবে বিক্রির সময় উপযুক্ততার (efficacy) সনদ গ্রহণ বাধ্যতামূলক। তবে, মেডিকেল ইক্যুইপমেন্ট ও যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের অনাপত্তি গ্রহণ করিতে হইবে;

(জ) বাস, ট্রাক, কার, মিনিবাস ও মাইক্রোবাসের পুরাতন বা রিকন্ডিশন্ড ইঞ্জিন ও গিয়ার বক্স বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আমদানিযোগ্য, তবে এইরূপ ইঞ্জিন ও গিয়ার বক্স আমদানির ক্ষেত্রে আমদানিকৃত পণ্যের অর্থনৈতিক আয়ুস্কাল কমপক্ষে ১০ (দশ) বৎসর রহিয়াছে মর্মে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সার্ভেয়ার প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে প্রত্যয়নপত্র পণ্যাদি খালাসের সময় কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে;

(ঝ) কোস্টার, লঞ্চ, স্বয়ং চালিত বার্জ এবং এই ধরনের অন্যান্য জলযানে ব্যবহার্য ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) অশ্ব শক্তির অধিক শক্তি সম্পন্ন সেকেন্ডহ্যান্ড বা রিকন্ডিশন্ড বা মেরিন ডিজেল ইঞ্জিন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আমদানিযোগ্য হইবে;

(ঞ) সমুদ্রগামী জাহাজ ও অয়েল ট্যাংকার (এইচএস হেডিং ৮৯.০১ এবং এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য সকল এইচএস কোড) ২৫ (পঁচিশ) বৎসরের অধিক পুরাতন হইলে আমদানিযোগ্য হইবে না, তবে আন্তর্জাতিক ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি কর্তৃক প্রদত্ত ফিটনেস সনদ সাপেক্ষে যে কোনো বয়স সীমার আন্তর্জাতিক যাত্রীবাহী ক্রুজ জাহাজ নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের অনুমতি সাপেক্ষে আমদানি করিতে পারিবে;

(ট) স্ক্র্যাপ ভেসেল (এইচএস হেডিং ৮৯.০৮) আমদানির ক্ষেত্রে শিপিং ডকুমেন্টের সহিত "জাহাজে ইনবিল্ট দ্রব্যাদি ব্যতীত অন্য কোনো বিষাক্ত বা বিপজ্জনক বর্জ্য পরিবহন করা হইতেছে না" মর্মে সর্বশেষ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান বা মালিকের প্রত্যয়নপত্র এবং আমদানিকারকের ঘোষণাপত্র দাখিল করিতে হইবে; তবে শর্ত থাকে যে, জাহাজ ভাঙ্গার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন), বাংলাদেশ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৮ নং আইন) এবং এতৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন ও বিধিবিধান অনুসরণ করিতে হইবে; এবং

(ঠ) স্ক্র্যাপ হিসাবে আমদানিকৃত জাহাজে সংযোজিত জেনারেটর ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি, জাহাজের outfittings, মেশিনারীজ, এয়ার কন্ডিশনার, আসবাবপত্র, উপকরণ ও সরঞ্জাম, জীবন রক্ষা সরঞ্জাম, অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জাম, নেভিগেশান এন্ড কমিউনিকেশান সরঞ্জাম, ইলেকট্রনিক্স সরঞ্জাম এবং ক্যাবলস, ইত্যাদি জাহাজের বাহিত পণ্য হিসেবে গণ্য হইবে এবং তা খালাসের লক্ষ্যে কোনো রূপ পরীক্ষার প্রয়োজন হইবে না। তবে, স্ক্র্যাপ জাহাজ পরিদর্শনকালে জাহাজের নির্মাণকালীন (In build) বর্জ্য পদার্থ নিরূপণের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রতিবন্ধক হইবে না।

৩২। যানবাহন।- (১) পাঁচ (০৫) বৎসরের অনধিক পুরাতন গাড়ী, মোটর কার, প্যাসেঞ্জার কার ও ট্রাক আমদানি করা যাইবে, তবে, পুরাতন বা ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক গাড়ি (Electric Vehicle) আমদানি করা যাইবে না।

(২) কোনো আমদানিকারক যানবাহনের বয়সসীমা ও অন্যান্য শর্ত লংঘন করিয়া কোনো যানবাহন আমদানি করিলে তাহা সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে এবং বাজেয়াপ্ত যানবাহন নিলামকারী কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে বিযুক্ত করিয়া স্ক্র্যাপ হিসাবে নিলামে বিক্রয়ের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সরকারি প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্প কর্তৃক আমদানি

৩৩। সরকারি খাতে আমদানি।- (১) সরকার কর্তৃক সুনির্দিষ্ট বরাদ্দের বিপরীতে কোনো মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা বা দপ্তর বা পরিদপ্তর বা সরকারি খাতে শিল্প প্রতিষ্ঠান বা দেশি বা বিদেশি অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প এর আওতায় এবং সরকারি খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা আমদানি নিবন্ধন সনদ বা পারমিট ব্যতিরেকে সরাসরি তাহাদের মনোনীত ব্যাংকের মাধ্যমে আমদানিযোগ্য পণ্যের জন্য ঋণপত্র খুলিয়া এবং বা কোনো প্রকার চুক্তির ভিত্তিতে পণ্য আমদানি করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকারি খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা আমদানিকৃত মালামাল কোনো অবস্থাতেই অপ্রক্রিয়াজাত অবস্থায় বিক্রয়, হস্তান্তর বা অন্য কোনোভাবে ব্যবহার করিতে পারিবে না:

তবে আরো শর্ত থাকে যে, নিয়ন্ত্রিত তালিকায় বা শর্তযুক্ত কোনো পণ্য কোনো মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা দপ্তর বা সংস্থা বা সরকারি প্রকল্প কর্তৃক আমদানির প্রয়োজন হইলে এই আদেশের বিধান অনুযায়ী প্রযোজ্য পোষক কতৃপক্ষ বা প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বা প্রধান নিয়ন্ত্রকের অনুমতি বা ছাড়পত্র গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) বিশেষায়িত বা মূল্যবান পণ্য সরকারি খাতে আমদানির ক্ষেত্রে আমদানিকারক সংস্থা পণ্য জাহাজীকরণের পূর্বে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করাইতে পারিবে।

(৩) জাহাজীকরণের পূর্বে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সার্ভেয়ার প্রতিষ্ঠান দ্বারা পণ্য পরিদর্শন করাইতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকারি সংস্থা কর্তৃক আমদানিকৃত মালামাল প্রাক-পরিদর্শন সনদ ছাড়াই ছাড় করানো যাইবে, যদি আমদানিকারক সংস্থার প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় এই মর্মে প্রত্যয়ন করে যে, মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রাক-পরিদর্শনের শর্ত সংশ্লিষ্ট আমদানির ক্ষেত্রে শিথিল করা হইয়াছে অথবা কোনো একটি নির্দিষ্ট চালানের ক্ষেত্রে প্রাক-পরিদর্শন প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হয় নাই।

(৪) ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) যে কোনো আমদানিযোগ্য পণ্য, অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতিক্রমে নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে অনুমোদিত পরিমাণ নিষিদ্ধ বা শর্তযুক্ত পণ্য আমদানি করিতে পারিবে এবং টিসিবি এই আদেশে প্রদত্ত শিল্প ও বাণিজ্যিক আমদানি সংক্রান্ত সকল সুবিধা ভোগ করিবে।

সপ্তম অধ্যায়

ইম্পোর্ট ট্রেড কন্ট্রোল (আইটিসি) কমিটি

৩৪। আইটিসি কমিটি।- (১) আমদানিকারক এবং কাস্টমস কর্তৃপক্ষের মধ্যে আমদানিকৃত পণ্যের আইটেমের শ্রেণিবিন্যাস অথবা বিবরণ সম্পর্কে কোনো বিরোধের ক্ষেত্রে, আমদানিকারক চট্টগ্রাম, ঢাকা, খুলনা, বেনাপোল এবং সিলেটে গঠিত সংশ্লিষ্ট স্থানীয় আইটিসি কমিটির নিকট বিষয়টি ন্যায়সঙ্গত নিষ্পত্তির জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) প্রধান নিয়ন্ত্রক, স্থানীয় শিল্প ও বণিক সমিতি এবং কাস্টমস কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি সমন্বয়ে স্থানীয় আইটিসি কমিটি গঠিত হইবে এবং আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরের প্রতিনিধি এই কমিটির প্রধান হইবেন।

(৩) বিশেষ কোনো শ্রেণির পণ্য সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন থাকিলে ঐ শ্রেণির প্রতিনিধিত্বকারী সংশ্লিষ্ট পেশাভিত্তিক সমিতির প্রতিনিধিকে স্থানীয় আইটিসি কমিটির সভায় যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে হইবে।

(৪) স্থানীয় আইটিসি কমিটিতে সংশ্লিষ্ট আমদানিকারককে তাহার বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগ প্রদান করিতে হইবে এবং উক্ত কমিটি কর্তৃক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে।

(৫) আমদানিকারক স্থানীয় আইটিসি কমিটির সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হইলে প্রধান নিয়ন্ত্রকের সভাপতিত্বে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সংশ্লিষ্ট পোষক কতৃপক্ষ ও ফেডারেশন অব চেম্বারস অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় আইটিসি কমিটির বরাবরে আপিল করিতে পারিবেন।

(৬) আমদানিকারক আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হইলে Review, Appeal and Revision Order, 1977 এর বিধান অনুসারে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিবের নিকট রিভিশন আবেদন করিতে পারিবেন।

(৭) আপিল আবেদন ছাড়াও প্রধান নিয়ন্ত্রক আইটিসি সম্পর্কিত যে কোনো কেস, প্রয়োজনে, কেন্দ্রীয় আইটিসি কমিটির নিকট উপস্থাপন করিতে পারিবেন।

পরিশিষ্ট-১

নিয়ন্ত্রিত পণ্যের তালিকা

[অনুচ্ছেদ ৩ দ্রষ্টব্য]

'ক'অংশ

ক্রমিক নং	পণ্যের বিবরণ ও বিধান	এইচ এস হেডিং	এইচ এস কোড
(১)	**(২)**	**(৩)**	**(৪)**
১.	(ক) আফিম আমদানি নিষিদ্ধ: তবে শর্ত থাকে যে, আফিম ব্যতীত সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোডভুক্ত ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত পণ্য ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর এবং ঔষধ শিল্প ব্যতীত অন্যান্য শিল্পের জন্য কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পোষক বা মন্ত্রণালয় বা সংস্থা এর পূর্বানুমতি গ্রহণ করিতে হইবে; (খ) বাণিজ্যিকভাবে Carrageenan Powder এবং Konjac Gum বা Powder আমদানির ক্ষেত্রে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে; (গ) আগরআগর ও পেকটিন আমদানির ক্ষেত্রে এই পূর্বানুমতি গ্রহণ করিতে হইবে না।	১৩.০২	সংশ্লিষ্ট এইচএস কোড
২.	(ক) নিজস্ব শিল্প কারখানা বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য ফার্নেস অয়েল আমদানির ক্ষেত্রে- (১) Bangladesh Petroleum Act, 1974 (Act LXIX of 1974) এবং, সময় সময়, সরকার কর্তৃক জারিকৃত এতৎসম্পর্কিত বিধিবিধান আমদানিকারকগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে; (২) আমদানিকারককে প্রচলিত আইন অনুযায়ী বিস্ফোরক এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে। (খ) অন্যান্য ব্যবহারকারীদের নিকট বিক্রয় বা বিপণনের জন্য আমদানির ক্ষেত্রে- (১) Bangladesh Petroleum Act, 1974 (Act LXIX of 1974) এর বিধান অনুসারে এতৎবিষয়ে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের সহিত চুক্তি স্বাক্ষর করিতে হইবে এবং, সময় সময়, সরকার কর্তৃক জারিকৃত এতৎসম্পর্কিত বিধিবিধান প্রযোজ্য হইবে; (২) বিক্রিতব্য পেট্রোলিয়াম পণ্যের গুণগতমান বিএসটিআই এর স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী হইতে হইবে; (৩) আমদানিকারককে প্রচলিত আইন অনুযায়ী বিস্ফোরক এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় লাইসেন্স সংগ্রহ করিতে হইবে; (৪) কেবল ফার্নেস অয়েল ব্যবহারকারী শিল্প কারখানার নিকট সরাসরি ফার্নেস অয়েল বিক্রয় করিতে হইবে; এবং	২৭.১০	সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড

	(৫) মাসিক আমদানিকৃত এবং বিপণনকৃত ফার্নেস অয়েলের পরিমাণ ও গুনগতমান উল্লেখপূর্বক প্রতি মাসের ৫ (পাঁচ) তারিখের মধ্যে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করিতে হইবে।		
৩.	পেট্রোলিয়াম বিটুমিন আমদানির ক্ষেত্রে এইচএস কোড ২৭১৩.২০ এর পণ্য খালাসের পূর্বে ইহার গুণগতমান বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডসস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট (বিএসটিআই) বা বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) বা ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেড হইতে পরীক্ষা করাইতে হইবে।	২৭.১৩	সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড
৪.	হেপ্টাক্লোর-৪০, ডব্লিউপি, ডিডিটি, ডাইক্রোটোপস জেনেরিক নামে বাইড্রিন ব্রান্ড, মিথাইল ব্রোমাইড, ক্লোরেডেন-৪০ ডব্লিউপি এবং ডায়েলড্রিন নামক কীটনাশকসমূহ আমদানি নিষিদ্ধ, তবে এই এইচএস হেডিং এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য অন্যান্য পণ্যসমূহ নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে আমদানিযোগ্য: (ক) এই আদেশের অনুচ্ছেদ ২৫ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৭) এ বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে আমদানিযোগ্য; (খ) সিনথেটিক পাইরিথ্রয়েড গ্রুপের ডেলট্রামেথ্রিন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সার্টিফিকেট ও নিশ্চয়তা প্রদানের ভিত্তিতে কেবল জনস্বাস্থ্যে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানি করা যাইবে; (গ) নিম্নে উল্লিখিত সিনথেটিক পাইরিথ্রয়েড গ্রুপের কীটনাশক বর্ণিত শর্তে আমদানি করা যাইবে- (১) Cyhalothrin, (২) Cypermethrin, (৩) Cyfluthrin, (৪) Fenvelarate, (৫) Alpha Cypermethrin, (৬) Es-Fenvalerate, (৭) Deltamethrin (৮) Danitol 1 EC (Fenpropathrin) (৯) Methyl bromide তবে শর্ত থাকে যে, (অ) আমদানিকৃত কীটনাশকের বিবরণ অবশ্যই কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে প্রদান করিতে হইবে এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর উহার ব্যবহার মনিটর করিবে; (আ) বালাই নাশক বিধিমালা, ১৯৮৫ মোতাবেক অনুমোদিত মাত্রা অনুযায়ী উহা ব্যবহার করিতে হইবে।	৩৮.০৮	সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড
৫.	সামুদ্রিক মৎস্য আইন ২০২০ ও এর অধীনে প্রণীত সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা ২০২৩ ও সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা ও আহরণ সংক্রান্ত কারিগরি নির্দেশমালা, ২০২৩ অনুসারে মৎস্য অধিদপ্তরের পূর্বানুমোদনক্রমে সামুদ্রিক মৎস্য ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য জাল আমদানিযোগ্য হইবে।	৫৬.০৮	সংশ্লিষ্ট এইচএস কোড

৬.	(১) যে কোনো সিসি এর মোটর কার, মাইক্রোবাস, মিনিবাস, জীপসহ অন্যান্য পুরাতন যানবাহন এবং ট্রাক্টর নিম্নবর্ণিত শর্তে আমদানিযোগ্য, যথা:- (অ) কোনো যানবাহনের উৎপাদনের তারিখ হইতে ৫ (পাঁচ) বৎসরের অধিক পুরাতন গাড়ি জাহাজীকরণ করা যাইবে না ; (আ) যে দেশে গাড়ি উৎপাদন হইয়াছে কেবল সে দেশ (কান্ট্রি অব অরিজিন) হইতেই উক্তরূপ পুরাতন গাড়ি আমদানি কর যাইবে এবং তৃতীয় কোনো দেশের মাধ্যমে পুরাতন গাড়ি আমদানি করা যাইবে না: তবে শর্ত থাকে যে, তৃতীয় কোনো দেশে ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহৃত অন্য কোনো দেশে উৎপাদিত পুরাতন বা রিকন্ডিশন্ড গাড়ি আমদানির ক্ষেত্রে, যে দেশে গাড়িটি ব্যবহার করা হইয়াছে (কান্ট্রি অব ইউজ) সে দেশে গাড়িটির রেজিস্ট্রেশন সনদ এবং রেজিস্ট্রেশন বাতিলের সনদ কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে; (ই) জাপান হইতে পুরাতন গাড়ি আমদানির ক্ষেত্রে জাপান অটো এ্যাপ্রেইজাল ইনস্টিটিউট (জেএএআই) ও অন্যান্য দেশে প্রস্তুতকৃত পুরাতন গাড়ি আমদানির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশের স্বীকৃত অটোমোবাইল এসোসিয়েশন কর্তৃক গাড়ির বয়স, মডেল নম্বর এবং চেসিস নম্বর সংবলিত প্রত্যয়নপত্র শুল্কায়ন পর্যায়ে দাখিল করিতে হইবে; (ঈ) আমদানিকৃত পুরাতন গাড়ি প্রস্তুতের তারিখ বা বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে গাড়ির চেসিস প্রস্তুতের তারিখের পরবর্তী বৎসরের প্রথম দিন হইতে গাড়ি প্রস্তুতের তারিখ বা বয়স গণনা শুরু করিতে হইবে; (উ) জাপান হইতে গাড়ি আমদানির ক্ষেত্রে জাপান অটোমোবাইল এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রকাশিত চেসিস বুক এবং অন্যান্য দেশ হইতে আমদানির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার কর্তৃক স্বীকৃত অটোমোবাইল এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রকাশিত চেসিস বুক পরীক্ষা করিয়া গাড়ি তৈরির তারিখ নির্ধারিত হইবে। যে সকল দেশ হইতে চেসিস বুক প্রকাশিত হয় না সে সকল দেশ হইতে পুরাতন গাড়ি বা যানবাহন আমদানি করা যাইবে না; (ঊ) পেট্রোল চালিত গাড়ির ক্ষেত্রে ক্যাটালাইটিক কনভার্টার এবং ডিজেল চালিত গাড়ির ক্ষেত্রে ডিজেল পার্টিকুলেট ফিল্টার সংযোগ সম্পর্কে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত এস.আর.ও. নং-২৯-আইন বা ২০০২, তারিখ ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০২ মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে; (ঋ) সীটবেল্ট ব্যতীত কোনো প্রকার মটরগাড়ি আমদানি করা যাইবে না; (এ) উইন্ডশিল্ড গ্লাস এবং ড্রাইভিং সিটের উভয় পার্শ্বের জানালার	৮৭.০১ হইতে ৮৭.০৪	সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড

	গ্লাস স্বচ্ছ হইতে হইবে যাহাতে গাড়ির অভ্যন্তর দৃশ্যমান (visible) হয়; (ঐ) বিদেশে বাংলাদেশ মিশনে কর্মরত কর্মচারীগণ ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহৃত অনধিক একটি গাড়ি ৫(পাঁচ) বৎসরের পুরাতন হইলেও মিশনের কর্মকাল শেষে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতি সাপেক্ষে দেশে আনয়ন করিতে পারিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, এইরুপ গাড়ি আমদানির ক্ষেত্রে গাড়ির বয়সসীমা ৮(আট) বৎসরের অধিক হইবে না। (২) ১৫০০ সিসির উর্ধ্বে যে কোনো সিসির পুরাতন ট্যাক্সিক্যাব অনুচ্ছেদ (ক) এর শর্ত (আ) হইতে (উ) এ বর্ণিত শর্তাবলি পালন সাপেক্ষে সর্বনিম্ন ১৫০০ সিসি (১ শতাংশ কম হইলেও তাহা ১৫০০ সিসি হিসাবে গণ্য হইবে) ইঞ্জিন ক্যাপাসিটির অনধিক ৩ (তিন) বৎসরের পুরাতন ট্যাক্সিক্যাব আমদানি করা যাইবে।		
৭.	নিম্নবর্ণিত মোটরযানের ব্যবহৃত যন্ত্রাংশ রিপেয়ারিং ও সার্ভিসিং প্রতিষ্ঠান এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিযোগ্য হইবে, যথা:- **(ক) বডি যন্ত্রাংশ-** (১) বাম্পার; (২) ফ্রন্ট গ্রীল; (৩) ডোর এসেম্বলি; (৪) উইন্ড শীল্ড বা উইন্ড শীল্ড গ্লাস; (৫) মিররস; (৬) রেডিয়েটর এসেম্বলি; (৭) লাইট বা ল্যাম্প; (৮) ড্যাশবোর্ড এসেম্বলি; (৯) বোনেট এসেম্বলি; (১০) ফেলডার এসেম্বলি; (১১) ডোর মিরর এসেম্বলি; (১২) সিটস (seats); (১৩) রিয়ার মাডগার্ড এসেম্বলি; (১৪) কেবিন এসেম্বলি বা বডিস (bodies); (১৫) হেড লাইটস (বাল্ব ব্যতীত); (১৬) টেইল ল্যাম্পস (বাল্ব ব্যতীত); (১৭) সাইড লাইটস এসেম্বলি; (১৮) ওয়্যারিং সেট; (১৯) ইএফআই কন্ট্রোল ইউনিট; (২০) স্টার্টার; (২১) অল্টারনেটর;	৮৭.০৮	সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড

	(২২) এডি কম্প্রেসর বা কন্ডেন্সার বা কুলিং চেম্বার এসেম্বলি; (২৩) অন্যান্য রাবার চ্যানেলস এন্ড রাবার মোল্ডিংস; (২৪) ফিউজ বক্স; (২৫) ডিসট্রিবিউটর; (২৬) ডাম্পার; (২৭) নোস কার্ট। **(খ) আন্ডার টেরেন যন্ত্রাংশ-** (১) পাওয়ার স্টিয়ারিং এসেম্বলি; (২) সাসপেনশন শক এ্যাবজর্ভারস; (৩) স্টিয়ারিং হুইলস এসেম্বলি; (৪) স্টিয়ারিং কলাম এন্ড স্টিয়ারিং বক্সেস; (৫) ডিফারেন্সিয়াল এসেম্বলি; (৬) প্রপেলার শেফট এসেম্বলি; (৭) এক্সেলস এসেম্বলি; (৮) ব্রেক ড্রাম এন্ড হাবস (hubs) এসেম্বলি; (৯) ভ্যাকুয়্যাম বুসটার উইথ ব্রেক মাস্টার পাম্প এসেম্বলি; (১০) ব্রেক ড্রামস এসেম্বলি; (১১) হুইল সিলিন্ডার এসেম্বলি; (১২) সাইলেন্সর এন্ড এক্সস্ট পাইপস; (১৩) মাউন্টিং; (১৪) ফুয়েল পাম্প; (১৫) এয়ার ক্লিনার বক্স: (অ) বর্ণিত যন্ত্রাংশসমূহ আমদানির ক্ষেত্রে গুণগতমান সম্পর্কে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সার্ভেয়ার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন সনদপত্র দাখিল করিতে হইবে; (আ) বিক্রিত অথবা সংযোজিত যন্ত্রাংশের জন্য বিক্রেতা অথবা সংযোজনকারীকে কমপক্ষে ২ (দুই) বৎসরের লিখিত গ্যারান্টি প্রদান করিতে হইবে; (ই) রিপেয়ারিং ও সার্ভিসিং প্রতিষ্ঠানকে অটোমোবাইল এন্ড রিপেয়ারিং সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনের সদস্য হইতে হইবে;		
৮.	১৬৫ (একশত পঁয়ষট্টি) সিসি'র উর্ধ্বে সকল প্রকার মোটর সাইকেল আমদানি নিষিদ্ধ, তবে পুলিশ বিভাগের ক্ষেত্রে ১৬৫ (একশত পঁয়ষট্টি) সিসি'র উর্ধ্বসীমার এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না: তবে শর্ত থাকে যে, মোটর সাইকেল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিবন্ধিত শিল্প প্রতিষ্ঠান ৫০০ (পাঁচশত) সিসি পর্যন্ত মোটর সাইকেল উৎপাদনে ব্যবহৃত যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ আমদানি করিতে পারিবে।	৮৭.১১	সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড
৯.	রিভলভার, পিস্তল ও সংশ্লিষ্ট এ্যামিউনিশন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতিক্রমে আগ্নেয়াস্ত্রের অনুমোদিত ডিলার কর্তৃক আমদানিযোগ্য হইবে:	৯৩.০২	সংশ্লিষ্ট এইচ এস

<table>
<tr><td></td><td>তবে শর্ত থাকে যে, বেসরকারি খাতের জন্য নির্ধারিত সংস্থা বা ব্যক্তি বিশেষ কর্তৃক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি বা সুপারিশের ভিত্তিতে ১ (এক) টি এনপিবি রিভলভার বা পিস্তলসহ ৫০ রাউন্ড গুলি এবং ২২ বোর রাইফেল বা ১২ বোর শটগান বা বন্দুকসহ ১০০ রাউন্ড গুলি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতিক্রমে আমদানি করা যাইবে।</td><td></td><td>কোড</td></tr>
<tr><td>১০.</td><td>এয়ারগান, এয়ার রাইফেল বা এয়ার পিস্তল ও এয়ারগান এ্যামিউনিশন আমদানি করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতিক্রমে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (BKSP) বা ক্রীড়া ও শুটিং ক্লাবে ব্যবহারের জন্য এয়ারগান, এয়ার রাইফেল বা এয়ার পিস্তল ও প্রযোজ্য এ্যামিউনিশন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতিক্রমে আমদানি করা যাইবে:

তবে আরও শর্ত থাকে যে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতিক্রমে নিষিদ্ধ বোর ব্যতীত অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্র অনুমোদিত ডিলার কর্তৃক আমদানি এবং বেসরকারি খাতের জন্য টিসিবি বা নির্ধারিত সংস্থা বা ব্যক্তি বিশেষ কর্তৃক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি বা সুপারিশের ভিত্তিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতিক্রমে আমদানি করা যাইবে।</td><td>৯৩.০৩ হইতে ৯৩.০৫</td><td>সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড</td></tr>
<tr><td>১১.</td><td>বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে বাণিজ্যিকভাবে লেড ক্রোমেট আমদানি করা যাইবে না।</td><td>২৮.৪১</td><td>সংশ্লিষ্ট এইচএস কোড</td></tr>
<tr><td>১২.</td><td>মৎস্য অধিদপ্তরের সুপারিশক্রমে চিংড়ি এবং চিংড়ি পোনা বা রেণু আমদানি করা যাইবে।</td><td>০৩.০৬</td><td>সংশ্লিষ্ট এইচএস কোড</td></tr>
<tr><td>১৩.</td><td>ড্রোন নিবন্ধন ও উড্ডয়ন নীতিমালা, ২০২০ অনুযায়ী ড্রোন বা ড্রোনের যন্ত্রাংশ আমদানি করা যাইবে।</td><td>৮৮.০২</td><td>সংশ্লিষ্ট এইচএস কোড</td></tr>
<tr><td>১৪.</td><td>শুধুমাত্র মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধিত সিগারেট এবং বিড়ি উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পণ্যসমূহ আমদানি করা যাইবে:

(ক) সিগারেট পেপার
<table>
<tr><td>Description</td><td>HS Code</td></tr>
<tr><td>Cigarette paper, in the form of booklets or tubes</td><td>4813.10.00</td></tr>
<tr><td>Cigarette paper, in rolls of a width not exceeding 5 cm</td><td>4813.20.00</td></tr>
<tr><td>Other Cigarette paper</td><td>4813.90.00</td></tr>
</table>
(খ) Artificial Filament Tow
<table>
<tr><td>Description</td><td>HS Code</td></tr>
<tr><td>Artificial filament tow of cellulose acetate</td><td>5502.10.00</td></tr>
</table>
</td><td>৪৮.১৩ এবং ৫৫.০২</td><td>সংশ্লিষ্ট এইচএস কোড</td></tr>
</table>

আমদানি নিষিদ্ধ পণ্যের তালিকা

'খ' অংশ

নিম্নবর্ণিত পণ্যসমূহ আমদানিযোগ্য হইবে না, যথা:-

(১) বাংলাদেশ সার্ভে ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক প্রকাশিত মানচিত্র অনুযায়ী বাংলাদেশের সীমারেখা দেখানো হয় নাই এইরূপ মানচিত্র, চার্ট ও ভৌগোলিক গ্লোব;

(২) হরর কমিকস (Horror comics), অশ্লীল ও নাশকতামূলক সাহিত্য ও অনুরূপ ধরনের পুস্তিকা, সংবাদপত্র, সাময়িকী, পোস্টার, ফটো, ফিল্ম, গ্রামোফোন রেকর্ড, অডিও ও ভিডিও ক্যাসেট, টেপ, ইত্যাদি;

(৩) এইরূপ বহি, পুস্তিকা, সংবাদপত্র, সাময়িকী, দলিল দস্তাবেজ, কাগজপত্রাদি, পোস্টার, ফটো ফিল্ম, গ্রামোফোন রেকর্ড, অডিও ও ভিডিও ক্যাসেট, টেপ ইত্যাদি যাহার বিষয়সমূহ বাংলাদেশের যে কোনো শ্রেণির নাগরিকের ধর্মীয় বিশ্বাস অথবা অনুভূতিতে আঘাত হানিতে পারে;

(৪) এই আদেশে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে, সেকেন্ডারি বা সাব-স্ট্যান্ডার্ডস কোয়ালিটি বা নিম্নমানের পণ্য অথবা পুরাতন, ব্যবহৃত, পুন:সংস্কৃত (রিকন্ডিশন্ড) পণ্য অথবা কারখানায় বাতিলকৃত বা জব লট ও স্টক লটের পণ্য;

(৫) রিকন্ডিশন্ড অফিস ইকুইপমেন্ট, ফটোকপিয়ার, টাইপরাইটার মেশিন, টেলেক্স, ফোন, ফ্যাক্স, পুরাতন কম্পিউটার, পুরাতন কম্পিউটার সামগ্রী, পুরাতন ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী;

(৬) এইরূপ পণ্যাদি ও উহার পেটিকা যাহাতে কোনো ধর্মীয় গূঢ়ার্থ সম্পর্কীয় এমন কোনো শব্দ বা উৎকীর্ণ লিপি আছে যাহার ব্যবহার বা বিবরণ বাংলাদেশের কোনো নাগরিকের ধর্মীয় বিশ্বাস বা অনুভূতিতে আঘাত হানিতে পারে;

(৭) এইরূপ পণ্যসামগ্রী ও উহার পেটিকা যাহাতে অশ্লীল ছবি, লিখন বা উৎকীর্ণ লিপি অথবা এই জাতীয় দৃশ্যমান নিদর্শন বিদ্যমান আছে;

(৮) এই আদেশে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে জীবিত শুকর এবং শুকরজাত সকল ধরনের পণ্য;

(৯) সকল প্রকার শিল্প স্লাজ (Industrial Sludge) ও স্লাজ দ্বারা প্রস্তুতকৃত সার এবং যে কোনো সামগ্রী;

(১০) এই আদেশে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে, সকল প্রকার বর্জ্য পদার্থ;

(১১) শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী নির্ধারিত মাত্রার অধিক মাত্রার হর্ণ;

(১২) Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs) এর আওতায় নিম্নবর্ণিত রাসায়নিক কীটনাশক এবং শিল্পজাত রাসায়নিক পণ্য-

Aldrin, Endrin, Chlordane, DDT, Dieldrin, Heptachlor, Mirex, Toxaphene, Hexachlorobenzene (HCB), Polychlorinated Biphenyls (PCBs), Alpha Hexachlorocyclohexane, Beta Hexachlorocyclohexane, Chlordecone, Dicofol, Hexachlorobutadiene, Lindane, Pentachlorophenol (PCP) and Its Salts and Esters, Technical Endosulfan and Its Related Isomers, Hexabromocyclododecane (HBCD), Tetrabromodiphenyl Ether and Pentabromodiphenyl Ether (Commercial Pentabromodiphenyl Ether C-PentaBDE), Polychlorinated Naphthalenes, Hexabromobiphenyl (Hexabromobiphenyl belongs to a wider group of polybrominated biphenyls (PBBs), Hexabromobiphenyl Ether and Heptabromodiphenyl Ether (Commercial Octabromodiphenyl Ether) (C-OctaBDE), Decabromodiphenyl Ether (Commercial mixture, c-decaBDE), Short Chain Chlorinated Paraffins (SCCPs), Pentachlorobenzene (PeCB),

Perfluorooctanoic acid (PFOA), its salts and PFOA-related compounds, Perfluorooctane Sulfonic Acid (PFOS), its salts and Perfluorooctane Sulfonyl Fluoride (PFOSF), Dichlorvos, Dicrotophos, Disulfoton, Ethyl parathion, Methyl parathion, Mercury compouns, Monocrotophos, Phosphamidon, Carbofuran.

(১৩) ক্যাসিনোসহ জুয়া খেলার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ, সরঞ্জাম ইত্যাদি;

(১৪) কাঁচা পপি সীড (এইচএস হেডিং ১২.০৭)

(১৫) ঘাস (এনড্রোপোজেন এসপিপি) ও ভাং (ক্যানাবিস সাটিভা) (এইচএস হেডিং ১২.১১ এর সংশ্লিষ্ট সকল এইচএস কোড);

(১৬) ওয়াইন লীজ, আরগোল (এইচএস হেডিং ২৩.০৭ এর সংশ্লিষ্ট সকল এইচএস কোড);

(১৭) লিকুইফাইড ন্যাচারাল গ্যাস (এলএনজি), লিকুইফাইড প্রপ্রেন ও বিউটেনস (যা এলপিজি'র অংশ) ব্যতীত পেট্রোলিয়াম গ্যাস এবং অন্যান্য গ্যাসীয় হাইড্রোকার্বন (এইচএস হেডিং ২৭.১১ এর সংশ্লিষ্ট সকল এইচএস কোড);

(১৮) পেট্রোলিয়াম কোক এবং পেট্রোলিয়াম বিটুমিন ব্যতীত পেট্রোলিয়াম তৈলের রেসিডিউ সমূহসহ সকল পণ্য আমদানি নিষিদ্ধ (এইচএস হেডিং ২৭.১৩ এর সংশ্লিষ্ট সকল এইচএস কোড);

(১৯) ঘন চিনি (Sodium Cyclamate) (এইচএস হেডিং ২৯.২৯ এর সংশ্লিষ্ট সকল এইচএস কোড);

(২০) কৃত্রিম সরিষার তৈল (এ্যালাইল আইসোথায়ো সায়োনেট) (এইচএস হেডিং ২৯.৩০ এর সংশ্লিষ্ট সকল এইচএস কোড);

(২১) পলিপ্রোপাইলিন ব্যাগ ও পলিইথিলিন ব্যাগ (এইচএস হেডিং ৩৯.২৩ ও ৬৩.০৫ এর সংশ্লিষ্ট সকল এইচএস কোড);

(২২) থ্রি হুইলার যানবাহনের (টেম্পু, অটোরিক্সা ইত্যাদি) দুই স্ট্রোক ইঞ্জিনসহ চেসিস (এইচএস হেডিং ৮৪.০৮ এর এইচএস কোড ৮৪০৮.৯০ তে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য);

(২৩) দুই স্ট্রোক ইঞ্জিন বিশিষ্ট থ্রি হুইলার যানবাহন (টেম্পু, অটোরিক্সা ইত্যাদি) (এইচএস হেডিং ৮৭.০৩ এর সংশ্লিষ্ট সকল এইচএস কোড);

(২৪) গ্যাস সিরিঞ্জ (এইচএস হেডিং ৯০.১৮ এর সংশ্লিষ্ট সকল এইচএস কোড);

(২৫) পুরাতন বা ব্যবহৃত মোটর সাইকেল;

(২৬) মৎস্য ও পশু খাদ্য, সার, জ্বালানি কিংবা অন্য যে কোনো ফরমেট হিসেবে Meat and Bone Meal (MBM) (এইচএস হেডিং ২৩.০১ এর সংশ্লিষ্ট সকল এইচএস কোড)

(২৭) সকল প্রকার পুরাতন/ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক গাড়ি (Electric Vehicle)

(২৮) সকল প্রকার গিলনেট (কারেন্ট জাল)।

পরিশিষ্ট- ২

যৌথভিত্তি (জয়েন্ট বেসিস) তে আমদানির পদ্ধতি

[অনুচ্ছেদ ৯ দ্রষ্টব্য]

১। **বাণিজ্যিক আমদানিকারকদের দল গঠন।-** বাণিজ্যিক আমদানিকারকগণকে, স্বল্পমূল্যে আমদানির জন্য, যৌথভিত্তিতে আমদানি সুবিধা প্রদান করা হইয়াছে বিধায় উক্তরূপ সুবিধা গ্রহণের উদ্দেশ্যে এই আদেশের বিধান সাপেক্ষে আমদানির জন্য মনোনীত অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকে আমদানিকারকদের দল গঠন করা যাইবে এবং এই সকল আমদানিকারক, যাহাদের ঋণপত্র খুলিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন মনোনীত ব্যাংক রহিয়াছে তাহারা নগদ, ঋণ, ক্রেডিট, অথবা একাউন্ট ট্রেড এ্যারেঞ্জমেন্ট বা কাউন্টার ট্রেড এ্যারেঞ্জমেন্ট এর মাধ্যমে যৌথভিত্তিতে তাহাদের শেয়ার নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী আমদানি করিতে পারিবে।

২। **যৌথভিত্তিতে আমদানির জন্য দল গঠনের পদ্ধতি।—**

(১) আমদানিকারককে তাহার মনোনীত ব্যাংকে এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করিতে হইবে যে-

(ক) তিনি বর্তমান আর্থিক বৎসরে তাহার শেয়ার এককভাবে আমদানির জন্য কোনোরূপ আবেদন করেন নাই এবং তিনি সর্বজনাব .... (দলনেতার নাম ও ঠিকানা, আইআরসি নম্বর এবং তাহার মনোনীত ব্যাংকের নাম উল্লিখিত করিতে হইবে) এর নেতৃত্বে উহা যৌথভাবে আমদানি করিতে সম্মত আছেন;

(খ) দলনেতা অথবা দলের সদস্যের সহিত কোনোরূপ খেলাপ অথবা বিরোধের উৎপত্তি হইলে সেই বিষয়ে আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নিকট কোনো দাবি উত্থাপন করিবেন না।

(২) আমদানিকারকের স্বাক্ষর তাহার মনোনীত ব্যাংকের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক তারিখসহ প্রতিপাদন করিতে হইবে।

(৩) আমদানিকারক কর্তৃক প্রদত্ত ঘোষণা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সকল দিক দিয়া সম্পূর্ণ এবং সঠিক বলিয়া নিশ্চিত হওয়ার পর আমদানিকারকের মনোনীত ব্যাংক এই সকল কাগজপত্র দলনেতার মনোনীত ব্যাংকের নিকট প্রেরণ করিবে এবং নিম্নরূপ প্রত্যয়ন করিবে, যথা:-

‘‘..এর দল নেতৃত্বে উল্লিখিত দল গঠনে আমাদের কোনো আপত্তি নাই। এই আমদানিকারক টাকা ....মূল্যের ....(পণ্য) আমদানি করিবার যোগ্য।’’

....

আমদানিকারকের ব্যাংকের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার

তারিখ সংবলিত স্বাক্ষর এবং সিল।

(৪) দলনেতা নিজের শেয়ারসহ দলের সকল সদস্যের মোট আমদানি মূল্যের জন্য এলসি আবেদন ফরম দাখিল করিবেন এবং তিনি একটি ঘোষণাপত্রও এই মর্মে দাখিল করিবেন যে-

(ক) তিনি বর্তমান শিপিং মৌসুমে তাহার শেয়ার দলের একজন সদস্য হিসাবে ছাড়া পৃথকভাবে আমদানির জন্য কোনো আবেদন করেন নাই;

(খ) দলভুক্ত (সদস্য) আমদানিকারকগণ (এখানে দলনেতা তাহার নিজের এবং সকল সদস্যের নাম, ঠিকানা, আইআরসি নম্বর এবং প্রত্যেকের পৃথক পৃথক শেয়ার লিপিবদ্ধ করিবেন) যাহাতে স্বল্পমূল্যে আমদানি করিতে পারেন তজ্জন্য তিনি যৌথভাবে আমদানির জন্য

দলনেতা হিসাবে কাজ করিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়াছেন;

(গ) দলের সদস্যদের সহিত কোনো প্রকার খেলাপ অথবা বিরোধ উৎপত্তি হইলে, উক্ত বিষয়ে আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ বা কর্তৃপক্ষসমূহের নিকট কোনোরূপ দাবি উত্থাপন করিবেন না এই মর্মে অঙ্গীকার করিবেন এবং দলনেতার স্বাক্ষর তাহার ব্যাংকের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তারিখসহ সত্যায়ন করিবে।

(৫) দলনেতা কর্তৃক প্রদত্ত ঘোষণা সকল দিক দিয়া সম্পূর্ণ এবং সঠিক বলিয়া নিশ্চিত হওয়ার পর দলনেতার ব্যাংক নিম্নরূপ প্রত্যয়ন করিবে, যথা:-

''দলের ....সদস্যদের দলনেতা হিসাবে উপরে বর্ণিত আমদানিকারক কর্তৃক কার্যসম্পাদনের বিষয়ে আমাদের কোনো আপত্তি নাই।''

....

দলনেতার ব্যাংকের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার

তারিখ সংবলিত স্বাক্ষর এবং সিল।

(৬) মনোনীত ব্যাংক ঘোষণাপত্র ও প্রত্যয়নপত্র আমদানিকারকের নিজ নিজ আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নিকট অনুবর্তী পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করিবে।

(৭) যে সকল ক্ষেত্রে একই মনোনীত ব্যাংক বা তাহার শাখাসমূহের যোগ্য বাণিজ্যিক আমদানিকারকগণ তাহাদের নগদ বা আইডিএ ঋণ অথবা মুক্তঋণ বা ক্রেডিট শেয়ারের অধীনে আমদানি করিতে ইচ্ছুক সেইসকল ক্ষেত্রে যৌথভাবে আমদানির পদ্ধতি অভিন্ন হইবে এবং ব্যাংক উপরে বর্ণিত সকল কাগজসহ ঘোষণাপত্রে প্রয়োজনীয় প্রত্যয়নপত্র এনডোর্স করিয়া দলনেতার মনোনীত ব্যাংক শাখায় প্রেরণ করিবে।

(৮) একাউন্ট ট্রেড এ্যারেঞ্জমেন্ট বা একাউন্টার ট্রেড এ্যারেঞ্জমেন্ট এবং শর্তাধীন লোন বা ক্রেডিটের অধীনে আমদানির ক্ষেত্রে যৌথভিত্তিতে আমদানি করিতে ইচ্ছুক যোগ্য বাণিজ্যিক আমদানিকারকগণকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাহাদের নিজ নিজ মনোনীত ব্যাংকে ঋণপত্র খুলিবার আবেদনপত্র দাখিল করিতে হইবে তবে মনোনীত ব্যাংক আমদানিকারকের আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র ও যৌথভিত্তিতে আমদানির সকল নিয়মাবলি সম্পন্ন করা হইয়াছে ইহা নিশ্চিত হইবার পর দলনেতা এবং দলের সদস্যদের দাখিলকৃত মোট মূল্যের জন্য ঋণপত্র খুলিবার আবেদনপত্র নির্ধারিত ব্যাংকে প্রেরণ করিবে।

৩। শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যৌথভিত্তিতে আমদানির ক্ষেত্রে, আমদানিকারকগণ দলনেতা নির্বাচন করিবেন এবং তাহাদের নিজ নিজ ব্যাংককে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি দলনেতার মনোনীত ব্যাংককে এই পরিশিষ্টের অনুচ্ছেদ (২) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া ঋণপত্র খুলিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া প্রেরণ করিবেন এবং দলনেতার ব্যাংক উক্ত কাগজপত্রাদি যাচাই করিয়া যৌথভিত্তিতে ঋণপত্র খুলিবে এবং লিখিত সমর্থন দান করিবে।

৪। উভয় প্রকার দল গঠনের ক্ষেত্রেই ঋণপত্র খোলা এবং উহা বিদেশি সরবরাহকারীর নিকট প্রেরণের পরপরই মনোনীত ব্যাংক, ক্ষেত্রমত, দলনেতার আইআরসিতে লিখিত সমর্থন প্রদান করিবে এবং সংশ্লিষ্ট আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষকে ও দলের সদস্যগণের নিজ নিজ ব্যাংককে দলের প্রত্যেক সদস্যের শেয়ার উল্লিখিত করিয়া ঋণপত্রে বিবরণ জানাইবে।

৫। কোনো আমদানিকারক এই আদেশের বিধানসমূহের খেলাপ করিয়া ঋণপত্র খুলিবার অথবা আমদানি করিবার জন্য কাগজপত্রাদি দাখিল করিলে উহা প্রচলিত আইনের বিধান মোতাবেক শাস্তিযোগ্য হইবে।

পরিশিষ্ট-৩

[অনুচ্ছেদ ৩০ (৩৮) দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নং	**বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্যের নাম**	**এইচএস কোড**	**কেমিক্যাল এ্যাবস্ট্রাক্টস সার্ভিস (CAS) নিবন্ধন নম্বর**
(১)	**(২)**	**(৩)**	**(৪)**
(1)	O-Alkyl (≤C10, incl. cycloalkyl) alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-phosphonofluoridates e.g. Sarin: O-Isopropyl methylphosphonofluoridate Soman: O-Pinacolyl methylphosphonofluoridate	2931.59.10 2931.59.20	(107-44-8) (96-64-0)
(2)	O-Alkyl (≤C10, incl. cycloalkyl) N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphoramidocyanidates e.g. Tabun: O-Ethyl N,N-dimethyl phosphoramidocyanidate	2931.49.10	(77-81-6)
(3)	O-Alkyl (H or ≤C10, incl. cycloalkyl) S-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-aminoethyl alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonothiolates and corresponding alkylated or protonated salts e.g. VX: O-Ethyl S-2-diisopropylaminoethyl methyl phosphonothiolate	2931.59.30	(50782-69-9)
(4)	Sulfur mustards: 2-Chloroethylchloromethylsulfide Mustard gas: Bis(2-chloroethyl)sulfide Bis(2-chloroethylthio)methane Sesquimustard: 1,2-Bis(2-chloroethylthio)ethane 1,3-Bis(2-chloroethylthio)-n-propane 1,4-Bis(2-chloroethylthio)-n-butane 1,5-Bis(2-chloroethylthio)-n-pentane Bis(2-chloroethylthiomethyl)ether O-Mustard: Bis(2-chloroethylthioethyl)ether	2930.90.11 2930.90.12 2930.90.13 2930.90.14 2930.90.15 2930.90.16 2930.90.17 2930.90.18 2930.90.19	(2625-76-5) (505-60-2) (63869-13-6) (3563-36-8) (63905-10-2) (142868-93-7) (142868-

			94-8) (63918-90-1) (63918-89-8)
(5)	Lewisite: Lewisite 1: 2-Chlorovinyldichloroarsine Lewisite 2: Bis(2-chlorovinyl)chloroarsine Lewisite 3: Tris(2-chlorovinyl)arsine	 2931.90.10 2931.90.20 2931.90.30	 (541-25-3) (40334-69-8) (40334-70-1)
(6)	Nitrogen mustards: HN1: Bis(2-chloroethyl)ethylamine HN2: Bis(2-chloroethyl)methylamine HN3: Tris(2-chloroethyl)amine	 2921.19.10 2921.19.20 2921.19.30	 (538-07-8) (51-75-2) (555-77-1)
(7)	Saxitoxin	3002.90.10	(35523-89-8)
(8)	Ricin	3002.90.20	(9009-86-3)
(9)	Alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonyldifluorides e.g. DF: Methylphosphonyldifluoride	 2931.59.40	 (676-99-3)
(10)	O-Alkyl (H or ≤C10, incl. cycloalkyl) O-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-aminoethyl alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonites and corresponding alkylated or protonated salts e.g. QL: O-Ethyl O-2-diisopropylaminoethyl methylphosphonite	 2931.59.50	 (57856-11-8)
(11)	Chlorosarin: O-Isopropyl methylphosphonochloridate	2931.59.60	(1445-76-7)
(12)	Chlorosoman: O-Pinacolyl methylphosphonochloridate	2931.59.70	(7040-57-5)
(13)	Amiton: O,O-Diethyl S-[2-(diethylamino)ethyl] phosphorothiolate and corresponding alkylated or protonated salts	2930.90.21	(78-53-5)

(14)	PFIB: 1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-(trifluoromethyl)-1-prope	2903.49.10	(382-21-8)
(15)	BZ: 3-Quinuclidinyl benzilate (*)	2933.39.10	(6581-06-2)
(16)	Chemicals, except for those listed in Schedule 1, containing a phosphorus atom to which is bonded one methyl, ethyl or propyl (normal or iso) group but not further carbon atoms, e.g : Methylphosphonyl dichloride Dimethyl methylphosphonate Exemption: Fonofos: O-Ethyl S-phenyl ethylphosphonothiolothionate	2931.41.10 2931.41.20 2930.90.99	(676-97-1) (756-79-6) (944-22-9)
(17)	N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphoramidic dihalides	2930.90.22	
(18)	Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-phosphoramidates	2930.90.22	
(19)	Arsenic trichloride	2812.19.10	(7784-34-1)
(20)	2,2-Diphenyl-2-hydroxyacetic acid	2918.17.00	(76-93-7)
(21)	Quinuclidin-3-ol	2933.39.20	(1619-34-7)
(22)	N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) aminoethyl-2-chlorides and corresponding protonated salts	2930.90.99	
(23)	N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) aminoethane-2-ols and corresponding protonated salts Exemptions: N,N-Dimethylaminoethanol and corresponding protonated salts N,N-Diethylaminoethanol and corresponding protonated salts	2922.19.91 2930.90.99 2930.90.99	(108-01-0) (100-37-8)
(24)	N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) aminoethane-2-thiols and corresponding protonated salts	2930.90.22	
(25)	Thiodiglycol: Bis(2-hydroxyethyl)sulfide	2930.70.00	(111-48-8)
(26)	Pinacolyl alcohol: 3,3-Dimethylbutan-2-ol	2905.19.10	(464-07-3)
(27)	Phosgene: Carbonyl dichloride	2812.11.00	(75-44-5)

(28)	Cyanogen chloride	2853.10.00	(506-77-4)
(29)	Hydrogen cyanide	2811.12.00	(74-90-8)
(30)	Chloropicrin: Trichloronitromethane	2904.91.00	(76-06-2)
(31)	Phosphorus oxychloride	2812.12.00	(10025-87-3)
(32)	Phosphorus trichloride	2812.13.00	(7719-12-2)
(33)	Phosphorus pentachloride	2812.14.00	(10026-13-8)
(34)	Trimethyl phosphite	2920.23.00	(121-45-9)
(35)	Triethyl phosphite	2920.24.00	(122-52-1)
(36)	Dimethyl phosphite	2920.21.00	(868-85-9)
(37)	Diethyl phosphite	2920.22.00	(762-04-9)
(38)	Sulfur monochloride	2812.15.00	(10025-67-9)
(39)	Sulfur dichloride	2812.16.00	(10545-99-0)
(40)	Thionyl chloride	2812.17.00	(7719-09-7)
(41)	Ethyldiethanolamine	2922.17.00	(139-87-7)
(42)	Methyldiethanolamine	2922.17.00	(105-59-9)
(43)	Triethanolamine	2922.15.00	(102-71-6)
(44)	O-Alkyl (<=C10, incl. cycloalkyl) alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-phosphonofluoridates e.g. Sarin: O-Isopropyl methylphosphonofluoridate Soman: O-Pinacolyl methylphosphonofluoridate		(107-44-8) (96-64-0)
(45)	O-Alkyl (<=C10, incl. cycloalkyl) N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphoramidocyanidates e.g.Tabun:O-Ethyl N,N-dimethyl phosphoramidocyanidate		(77-81-6)

(46)	O-Alkyl (H or <=C10, incl. cycloalkyl) S-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-aminoethyl alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonothiolates and corresponding alkylated or protonated salts e.g.VX: O-Ethyl S-2-diisopropylaminoethyl methyl phosphonothiolate		(50782-69-9)
(47)	Sulfur mustards: 2-Chloroethylchloromethylsulfide Mustard gas: Bis(2-chloroethyl)sulfide Bis(2-chloroethylthio)methane Sesquimustard: 1,2-Bis(2-chloroethylthio)ethane 1,3-Bis(2-chloroethylthio)-n-propane 1,4-Bis(2-chloroethylthio)-n-butane 1,5-Bis(2-chloroethylthio)-n-pentane Bis(2-chloroethylthiomethyl)ether O-Mustard: Bis(2-chloroethylthioethyl) ether		(2625-76-5) (505-60-2) (63869-13-6) (3563-36-8) (63905-10-2) (142868-93-7) (142868-94-8) (63918-90-1) (63918-89-8)

পরিশিষ্ট-৪

বিএসটিআই কর্তৃক নির্ধারিত বাংলাদেশ মান (বিডিএস) অনুযায়ী পণ্য তালিকা

[অনুচ্ছেদ ৩০ (৩৯) দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নং	পণ্যের নাম	হেডিং বা সাব হেডিং বা এইচএস কোড	সংশ্লিষ্ট বিডিএস
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১.	বাটার	০৪.০৫.১০.০০	বিডিএস সিএসি এ-১:২০০২
২.	লিকুইড গ্লুকোজ (গ্লুকোজ সিরাপ)	১৭০২.৩০.২০	বিডিএস সিএসি ৯:২০০৬
৩.	হানি (মধু)	০৪.০৯.০০.১০ বা ০৪০৯.০০.৯০	বিডিএস সিএসি ১২:২০০৭
৪.	ইনফ্যান্ট ফর্মুলা এন্ড ফর্মুলাস ফর স্পেশাল মেডিকেল পারপোজেস ইনটেন্ডেট ফর ইনফ্যান্টস	১৯.০১	বিডিএস সিএসি ৭২:২০০৮
৫.	প্রসেসড সিরিয়াল বেইজড ফুড ফর ইনফ্যান্টস এন্ড ইয়ং চিলড্রেন	১৯.০১	বিডিএস সিএসি ৭৪:২০০৭
৬.	চকোলেট	১৮.০৬	বিডিএস সিএসি ৮৭:২০০৮
৭.	রিফাইন্ড সুগার	১৭.০১ বা ১৭.০২	বিডিএস ১৩৮:২০০৬ (১ম রিভিশন) (এ্যামেন্ড-১:২০০৮)
৮.	ফলোআপ ফর্মুলা		বিডিএস সিএসি ১৫৬:২০০৮ (এ্যামেন্ডমেন্ট ১:২০০৯)
৯.	মিল্ক পাউডারস্ এন্ড ক্রিম পাউডার- i) ক্রিম পাউডার ii) হোল মিল্ক পাউডার iii) পার্টলি স্কিমড মিল্ক পাউডার iv) স্কিমড মিল্ক পাউডার	০৪.০২	বিডিএস সিএসি ২০৭:২০০৮ (এ্যামেন্ডমেন্ড-১:২০০৯)
১০.	সুগার (ক্যান সুগার, হোয়াইট সুগার, প্লান্টেশন বা মিল হোয়াইট সুগার, সফট্ হোয়াইট সুগার, সফট্ ব্রাউন সুগার, ডেক্সট্রোজ এনহাইড্রাস, ডেক্সট্রোজ মনোহাইড্রেট, ফ্রুক্টোজ, ল্যাকটোজ)	১৭.০১ বা ১৭.০২	বিডিএস সিএসি ২১২:২০০৬
১১.	জ্যামস, জেলীস এন্ড মার্মালেডস	২০.০৭	বিডিএস সিএসি ২৯৬:২০১৪
১২.	বিস্কুট বা কুকিজ	১৯০৫.৩১.০০	বিডিএস ৩৮৩:২০০১ (২য় রিভিশন)
১৩.	লজেন্স বা ক্যান্ডি	১৭.০৪ বা ১৮.০৬	বিডিএস ৪৯০:২০১৪ (৩য় রিভিশন)
১৪.	সস্ (ফ্রুট অর ভেজিটেবল)	২১.০৩	বিডিএস ৫১২:২০০৭ (১ম রিভিশন)
১৫.	ফ্রুটস এন্ড ভেজিটেবলস জুস	২০.০৯	বিডিএস ৫১৩:২০১৩

			(৩য় রিভিশন)
১৬.	টমেটো পেস্ট	২১.০৩	বিডিএস ৫১৭:২০১৫ (৩য় রিভিশন)
১৭.	ফার্মেন্টেড ভিনেগার	২২০৯.০০.০০	বিডিএস ৫২৩:২০১৫ (২য় রিভিশন)
১৮.	টমেটো কেচাপ	২১০৩.২০.০০	বিডিএস ৫৩০:২০০২ (২য় রিভিশন)
১৯.	কফি i) স্যলুবল কফি পাউডার ii) রোস্টেড এন্ড গ্রাউন্ড কফি iii) রোস্টেড কফি চিকরি পাউডার	০৯.০১	বিডিএস ৭৬৩:২০১৬ (২য় রিভিশন) বিডিএস ৮০৫:২০১৬ (১ম রিভিশন) বিডিএস ৮০৬:২০১৬ (১ম রিভিশন)
২০.	টফি	১৭০৪.৯০.০০	বিডিএস ১০০০:২০০১ (১ম রিভিশন)
২১.	কার্বনেটেড বেভারেজ বা সফট্ ড্রিংকস	২২.০২	বিডিএস ১১২৩:২০১৩ (৩য় রিভিশন)
২২.	ন্যাচার‍্যাল মিনারেল ওয়াটার	২২০১.১০.০০ বা ২২০১.৯০.০০	বিডিএস ১৪১৪:২০০০ (১ম রিভিশন)
২৩.	চুয়িংগাম, বল গাম এন্ড বাবল গাম	১৭.০৪	বিডিএস ১৪৯৮:২০১২ (প্রথম রিভিশন)
২৪.	ইন্সট্যান্ট নুডুলস	১৯.০২	বিডিএস ১৫৫২:২০১৫ (২য় রিভিশন)
২৫.	চিপস বা ক্র্যাকার্স	২০.০৪ বা ২০.০৫	বিডিএস ১৫৫৬:২০১৭ (১ম রিভিশন)
২৬.	সফট্ ড্রিংকস পাউডার	২১০৬.৯০.২১ বা ২১০৬.৯০.২৯	বিডিএস ১৫৮৬:২০০৭ (১ম রিভিশন)
২৭.	ফর্টিফাইড সয়াবিন অয়েল	১৫.০৭	বিডিএস ১৭৬৯:২০১৪ (১ম রিভিশন)
২৮.	ফর্টিফাইড এডিবল পাম অয়েল	১৫.১১	বিডিএস ১৭৭০:২০১৪ (১ম রিভিশন)
২৯.	ফর্টিফাইড এডিবল সানফ্লাওয়ার অয়েল	১৫.১২	বিডিএস ১৭৭৩:২০১৬ (১ম রিভিশন)
৩০.	ফর্টিফাইড পাম অলিন	১৫.১১	বিডিএস ১৭৭৪:২০০৬ (এ্যামেন্ড-১: ২০১৪)
৩১.	সিনথেটিক ভিনেগার	২২০৯.০০.০০	বিডিএস ১৮৯৬:২০১৫
৩২.	ভোজ্যতেল অন্যান্য (কোকোনাট অয়েল, মাস্টার্ড অয়েল, অলিভ অয়েল ব্যতীত)	১৫.১০ বা ১৫.১৫ বা ১৫.১৬	ভোজ্যতেলে ভিটামিন ‘এ’ সমৃদ্ধকরণ আইন, ২০১৩ অনুযায়ী ভিটামিন ‘এ’ পরীক্ষণ
৩৩.	মসকুইটো কয়েল (মশার কয়েল)	৩৮০৮.৯১.২১	বিডিএস ১০৮৯:২০০৭ (২য় রিভিশন)
৩৪.	টয়লেট সোপ	৩৩০৪.৯৯.০০	বিডিএস ১৩:২০০৬ (৩য় রিভিশন) (এ্যামেন্ড-১:২০০৮)

৩৫.	কোকোনাট অয়েল	১৫.১৩ বা ৩৩.০৫	বিডিএস ৯৯:২০০৭ (২য় রিভিশন)
৩৬.	পেনসিলস	৯৬০৯.১০.০০	বিডিএস ৩৩০:১৯৯৩ (১ম রিভিশন) (এ্যামেন্ড-১:২০০৬)
৩৭.	স্পেসিফিকেশন ফর ইন্টারনাল কম্বাসশন ইঞ্জিন ক্র্যান্ককেস অয়েলস (ডিজেল এন্ড গ্যাসোলিন) [ইঞ্জিন অয়েল বা লুব্রিকেটিং অয়েল বা লুব অয়েল]	২৭.১০	বিডিএস ৩৪৩:২০১২ (১ম রিভিশন)
৩৮.	রাইটিং এন্ড প্রিন্টিং পেপারস	৪৮.০২ বা ৪৮.১০	বিডিএস ৪০৫:২০১২ (২য় রিভিশন)
৩৯.	সিরামিক টেবিলওয়্যার	৬৯১২.০০.০০	বিডিএস ৪৮৫:২০০০(২য় রিভিশন) (এ্যামেন্ড-১,২,৩:২০০৬)
৪০.	টুথপেস্ট	৩৩০৬.১০.০০	বিডিএস ১২১৬:২০১২(২য় রিভিশন)
৪১.	শ্যাম্পু, সারফ্যাকট্যান্ট বেজড	৩৩০৫.১০.০০	বিডিএস ১২৬৯:২০১৪ (২য় রিভিশন)
৪২.	স্কিন পাউডারস	৩৩০৪.৯১.০০	বিডিএস ১৩৩৭:২০১৫ (১ম রিভিশন)
৪৩.	হেয়ার অয়েলস	৩৩০৫.৯০.০০	বিডিএস ১৩৩৯:২০১৮ (১ম রিভিশন)
৪৪.	স্কিন ক্রিমস	৩৩.০৪	বিডিএস ১৩৮২:২০১৫ (২য় রিভিশন)
৪৫.	বলপয়েন্ট পেনস	৯৬০৮.১০.০০	বিডিএস ১৩৮৪:২০০২ (প্রথম রিভিশন)
৪৬.	লিপস্টিক	৩৩০৪.১০.০০	বিডিএস ১৪২৪:১৯৯৩ (এ্যামেন্ডমেন্ড-১,২:২০০৬)
৪৭.	আফটার সেভ লোশন	৩৩০৭.১০.০০	বিডিএস ১৫২৪:২০০৬ (১ম রিভিশন)
৪৮.	বেবি অয়েল	৩৩.০৪ বা ৩৩.০৫	বিডিএস ১৭৬৬:২০০৬
৪৯.	বেবি টয়লেট সোপ	৩৪.০১	বিডিএস ১৭৯৮:২০০৮
৫০.	স্কিন পাউডার ফর বেবিজ	৩৩০৪.৯১.০০	বিডিএস ১৮৪৪:২০১১
৫১.	স্কিন ক্রিমস এন্ড লোশনস ফর বেবিজ	৩৩০৪.৯৯.০০	বিডিএস ১৮৫৮:২০১২
৫২.	বেবি শ্যাম্পু	৩৩.০৫	বিডিএস ১৮৮৪:২০১৪
৫৩.	স্কিন লোশনস	৩৩০৪.৯৯.০০	বিডিএস ১৯২৩:২০১৬
৫৪.	পলিয়েস্টার ব্লেন্ড শার্টিং (মার্কেট ভ্যারাইটিজ)		বিডিএস ১১৪৮:২০১১(২য় রিভিশন)
৫৫.	পলিয়েস্টার ব্লেন্ড স্যুটিং		বিডিএস ১১৭৫:২০১১(২য় রিভিশন)
৫৬.	স্যানিটারি টাওয়েলস বা ন্যাপকিনস	৯৬১৯.০০.০০	বিডিএস ১২৬১:২০১৬ (১ম রিভিশন)
৫৭.	টেক্সটাইলস- কালার ফাস্টনেস রেটিংস-		বিডিএস ১৭৫৮:২০০৬

	স্পেসিফিকেশন (কাপড়ের রংয়ের স্থায়িত্ব)		
৫৮.	পারফরমেন্স এন্ড কন্সট্রাকশন অফ ইলেকট্রিক সার্কুলেটিং ফ্যানস এন্ড রেগুলেটরস (সিলিং এন্ড ডেকহেড ফ্যানস, প্যাডেস্টাল ফ্যানস, টেবিল বা কেবিন ফ্যানস উইথ ইন বিল্ট রেগুলেটরস)		বিডিএস ৮১৮:১৯৯৮ (এ্যামেন্ডমেন্ড-১:২০০৬)
৫৯.	থ্রি ফেজ ইন্ডাকশন মটরস	৮৫.০১	বিডিএস ১১৩৯:১৯৮৬ (এ্যামেন্ডমেন্ট ১:২০০৬)
৬০.	ইলেকট্রনিক টাইপ ফ্যান রেগুলেটর বা ফ্যান ডিমার	৮৫.৩৬	বিডিএস ১৩২৩:১৯৯১ (এ্যামেন্ডমেন্ড-১:২০০৬)
৬১.	স্পেসিফিকেশনস ফর হাউসহোল্ড রেফ্রিজারেটর বা ফ্রিজারস্	৮৪.১৮	বিডিএস ১৮৪৯:২০১২
৬২.	পারফরমেন্স অব এয়ার কনডিশনারস এন্ড হীট পাম্পস- এনার্জি লেবেলিং এন্ড মিনিমাম এনার্জি পারফরমেন্স স্ট্যান্ডার্ডসস (MEPS) রিকোয়ারমেন্টস (এসি)	৮৪.১৫	বিডিএস ১৮৫২:২০১২
৬৩.	ডাবল-ক্যাপড ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্পস্- পারফরমেন্স স্পেসিফিকেশনস্		বিডিএস আইইসি ৬০০৮১:২০০৬
৬৪.	প্রাইমারী ব্যাটারিজ- (ক) অংশ-১ জেনারেল (খ) অংশ-২ফিজিক্যাল এন্ড ইলেকট্রিক্যাল স্পেসিফিকেশন (গ) অংশ-৩ ওয়াচ ব্যাটারী (ঘ) অংশ-৪ সেফটি অফ লিথিয়াম ব্যাটারীজ (ঙ) অংশ-৫ সেফটি অফ ব্যাটারীজ উ্যইদ এ্যাকুয়াস ইলেকট্রলাইট	৮৫.০৬	বিডিএস আইইসি ৬০০৮৬ (অংশ-১):২০০৫ বিডিএস আইইসি ৬০০৮৬ (অংশ-২):২০০৫ বিডিএস আইইসি ৬০০৮৬ (অংশ-৩):২০০৫ বিডিএস আইইসি ৬০০৮৬ (অংশ-৪):২০০৫ বিডিএস আইইসি ৬০০৮৬ (অংশ-৫):২০০৫
৬৫.	i. ইলেকট্রিক আয়রনস ফর হাউসহোল্ড অর সিমিলার ইউজ- মেথডস্ ফর মেজারিং পারফরমেন্স ii. হাউসহোল্ড এন্ড সিমিলার ইলেকট্রিক এপ্লায়েন্সেস-সেফটি-পার্ট ২-৩: পার্টিকুলার রিকোয়ারমেন্টস ফর ইলেকট্রিক আয়রণস্	৮৫১৬.৪০.৯০	বিডিএস আইইসি ৬০৩১১:২০১৮ বিডিএস আইইসি ৬০৩৩৫-২-৩:২০১৮
৬৬.	সুইচেস ফর হাউসহোল্ড এন্ড সিমিলার ফিক্সড-ইলেকট্রিক্যাল ইন্সটলেশনস্-পার্ট ১-জেনারেল রিকোয়ারমেন্টস্	৮৫.৩৫ বা ৮৫.৩৬	বিডিএস আইইসি ৬০৬৬৯-১:২০১৮
৬৭.	প্লাগস এন্ড সকেট-আউটলেটস ফর হাউসহোল্ড এন্ড সিমিলার পারপাজেজ-	৮৫.৩৫ বা ৮৫.৩৬	

	পার্ট ১: জেনারেল রিকোয়ারমেন্টস্ পার্ট ২-১: পার্টিকুলার রিকোয়ারমেন্টস্ ফর ফিউজড প্লাগস্ পার্ট ২-২: পার্টিকুলার রিকোয়ারমেন্টস্ ফর সকেট-আউটলেটস্ ফর অ্যাপলায়েন্সেস পার্ট ২-৩: পার্টিকুলার রিকোয়ারমেন্টস্ ফর সুইচড্ সকেট-আউটলেটস উইদাউট ইন্টারলক ফর ফিক্সড ইন্সটলেশনস্ পার্ট ২-৪: পার্টিকুলার রিকোয়ারমেন্টস্ ফর প্লাগস এন্ড সকেট-আউটলেটস্ ফর এসইএলভি পার্ট ২-৫: পার্টিকুলার রিকোয়ারমেন্টস্ ফর অ্যাডাপ্টরস্ পার্ট ২-৬: পার্টিকুলার রিকোয়ারমেন্টস্ ফর সুইচড্ সকেট-আউটলেটস উইথ ইন্টারলক ফর ফিক্সড ইন্সটলেশনস্ পার্ট ২-৭: পার্টিকুলার রিকোয়ারমেন্টস্ ফর কর্ড এক্সটেনশন সেটস্		বিডিএস আইইসি ৬০৮৮৪-১:২০১৬ বিডিএস আইইসি ৬০৮৮৪-২-১:২০১৬ বিডিএস আইইসি ৬০৮৮৪-২-২:২০১৬ বিডিএস আইইসি ৬০৮৮৪-২-৩:২০১৬ বিডিএস আইইসি ৬০৮৮৪-২-৪:২০১৬ বিডিএস আইইসি ৬০৮৮৪-২-৫:২০১৬ বিডিএস আইইসি ৬০৮৮৪-২-৬:২০১৬ বিডিএস আইইসি ৬০৮৮৪-২-৭:২০১৬
৬৮.	ইলেকট্রিক্যাল একসেসরিস-সার্কিট ব্রেকারস ফর ওভারকারেন্ট প্রোটেকশন ফর হাউসহোল্ড এন্ড সিমিলার ইন্সটলেশনস-পার্ট ১: সার্কিট ব্রেকারস ফর এ.সি. অপারেশন	৮৫.৩৫ বা ৮৫.৩৬	বিডিএস আইইসি ৬০৮৯৮-১:২০১৬
৬৯.	ব্যালাস্ট ফর টিউবুলার ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্পস্-পারফরমেন্স রিকোয়ারমেন্টস	৮৫০৪.১০.০০	বিডিএস আইইসি ৬০৯২১:২০০৫
৭০.	এ.সি. সাপ্লাইড ইলেকট্রনিক ব্যালাস্টস ফর টিউবুলার ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্পস্- পারফরমেন্স রিকোয়ারমেন্টস		বিডিএস আইইসি ৬০৯২৯:২০০৫
৭১.	ইলেকট্রিসিটি মিটারিং ইকুইপমেন্ট(এসি)-পার্টিকুলার রিকোয়ারমেন্টস-পার্ট ২১: স্ট্যাটিক মিটারস ফর একটিভ এনার্জি (ক্লাস ১ ও ক্লাস ২)	৯০.২৮	বিডিএস ৬২০৫৩-২১:২০১৩
৭২.	ইলেকট্রিসিটি মিটারিং- পেমেন্ট সিস্টেমস-পার্ট ৩১:পর্টিকুলার রিকোয়ারমেন্টস্-স্ট্যাটিক পেমেন্ট মিটারস ফর একটিভ এনার্জি (ক্লাসেস-১ এন্ড ২)	৯০.২৮	বিডিএস আইইসি ৬২০৫৫-৩১:২০১৭
৭৩.	সেলফ-ব্যালাস্টেড এলইডি ল্যাম্পস ফর জেনারেল লাইটিং সার্ভিসেস উইথ সাপ্লাই ভোল্টেজ>৫০ ভোল্ট-পারফরমেন্স রিকোয়ারমেন্টস		বিডিএস আইইসি ৬২৬১২:২০১৫

৭৪.	সেফটি রেজর ব্লেডস	৮২১২.২০.১১ বা ৮২১২.২০.১৯ বা ৮২১২.২০.৯০	বিডিএস ২১৯:২০০২
৭৫.	প্রোটেকটিভ হেলমেটস ফর স্কুটার এন্ড মোটর সাইকেল রাইডারস	৬৫.০৬	বিডিএস ১১৩৬:১৯৮৬ (রিএ্যাফার্মড ২০০৭)
৭৬.	স্যানিটারীওয়্যার এপ্লায়েন্সেস		বিডিএস ১১৬২:২০১৪
৭৭.	স্টিল বারস্ এন্ড ওয়্যারস ফর দা রিইনফোর্সমেন্ট অফ কনক্রীট (পার্ট ১ এন্ড পার্ট ২) [এম এস রড]		বিডিএস আইএসও ৬৯৩৫-১:২০১২ বিডিএস আইএসও ৬৯৩৫-২:২০১৬
৭৮	গ্যাস সিলিন্ডার- i. গ্যাস সিলিন্ডারস- রিফিলেবল সীমলেস এলুমিনিয়াম এলয় গ্যাস সিলিন্ডারস- ডিজাইন, কন্সট্রাকশন এন্ড টেস্টিং ii. গ্যাস সিলিন্ডারস-রিফিলেবল ওয়েলডেড স্টীল সিলিন্ডারস- টেস্ট প্রেশার ৬০ বার এন্ড বিলো iii.(a)গ্যাস সিলিন্ডারস- রিফিলেবল সীমলেস স্টীল গ্যাস সিলিন্ডারস- ডিজাইন, কন্সট্রাকশন এন্ড টেস্টিং- পার্ট ১: কোয়েঞ্চড এন্ড টেম্পারড স্টীল সিলিন্ডারস উইথ টেনসাইল স্ট্রেন্থ লেস দেন ১১০০ Mpa iii.(b)গ্যাস সিলিন্ডারস- রিফিলেবল সীমলেস এলুমিনিয়াম এলয় গ্যাস সিলিন্ডারস- ডিজাইন, কন্সট্রাকশন এন্ড টেস্টিং- পার্ট ২: কোয়েঞ্চড এন্ড টেম্পারড স্টীল সিলিন্ডারস উইথ টেনসাইল স্ট্রেন্থ গ্রেটার দেন অর ইকুয়েল টু ১১০০ Mpa iii.(c)গ্যাস সিলিন্ডারস- রিফিলেবল সীমলেস স্টীল গ্যাস সিলিন্ডারস- ডিজাইন, কন্সট্রাকশন এন্ড টেস্টিং- পার্ট ৩: নরমালাইজড স্টীল সিলিন্ডারস		বিডিএস আইএসও ৭৮৬৬:২০০৮ বিডিএস আইএসও ৪৭০৬:২০০৮ বিডিএস আইএসও ৯৮০৯-১:২০০৮ বিডিএস আইএসও ৯৮০৯-২:২০০৮ বিডিএস আইএসও ৯৮০৯-৩:২০০৮
৭৯.	সিরামিক টাইলস	৬৯.০৫ বা ৬৯.০৭	বিডিএস আইএসও ১৩০০৬:২০১৫

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

সুব্রত কুমার দে
যুগ্মসচিব